# দারসুল কুরআন

২য় খন্ড

আবু জাকের মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা

# দারসুল কুরআন-২

(আল-কুরআনের বাছাইকৃত বিশেষ ৮টি অংশের দারস)

আবু জাকের মুহাম্মদ বদরুদ্দুজা

প্রকাশনায় ঃ

প্রফেসর'স বুক কর্ণার

১৯১, ওয়ারলেছ রেল গেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫, মোবাঃ ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.pathagar.com

# দারসুল কুরআন-২

আবু জাকের মুহাম্মদ বদরুদ্দুজা

**প্রকাশক**

এ. এম. সফিকুল ইসলাম
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৯১৫, মোবাঃ ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

**প্রকাশকাল**

১ম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৩
৬ষ্ঠ প্রকাশ : ২০০৭

**কম্পোজ :**

গ্লোবাল মিডিয়া কমিউনিকেশন
৪৩৫/এ-২, (৪র্থ তলা) চাষী কল্যাণ ভবন, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

**প্রচ্ছদ** : গ্লোবাল মিডিয়া কমিউনিকেশন
**মুদ্রণ** : ফয়সাল প্রেস
**মূল্য** : ৬০ টাকা মাত্র

---

**DARSUL QURAN 2ND PART:** by Abu Zakir Muhammad Badrudduza And Published by Professors Book corner Dhaka. 6th Edition 1st September 2007.

**Price :** 60 Taka only.

www.pathagar.com

## উৎসর্গ

'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন'
কায়েমের সংগ্রামে যারা শাহাদাতের
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত তাদের আরওয়াহ
মুবারকের প্রশান্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ইতিপূর্বে দারসুল কুরআনের ১ম খণ্ডটি কুরআন প্রেমিক ভাই-বোনদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। সারা দেশের পাঠকদের অত্যন্ত আগ্রহ, প্রস্তাব ও পরামর্শের আলোকে দারসের বাকী অংশটিও ছাপানোর কাজে হাত দিই। তৃতীয় সংস্করণেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ সংশোধন, সংযোজন ও অলংকরণ করা হয়েছে। যা পাঠকদের নিকট পাঠে সহজবোধ্য হবে। বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে বাঁধাই করে সংরক্ষণের উপযোগী করা হয়েছে।

লিখক বহু আগেই পাণ্ডুলিপিটি তৈরী করার পরও বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি পূর্বের ন্যায় এবারও সহৃদয়বান ভাই/বোনেরা যথাযথ পরামর্শ, সংশোধী ও উৎসাহ প্রদান করে কৃতার্থ করবেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই বই থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে আল কুরআনের সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দিন।

আমীন।

**এ.এম. সফিকুল ইসলাম**

www.pathagar.com

# লেখকের দু'টো কথা

রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখ লাখ শুকরীয়া যিনি এই অধম বান্দাহকে **'দারসুল কুরআন'** নামে বইটি আপাততঃ সমাপ্ত করার তৌফিক দিয়েছেন। বইটি কাদের উদ্দেশ্যে? কিভাবে? কেন এবং কোন অবস্থাকে সামনে রেখে লিখায় হাত দেয়া হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা ১ম খণ্ডের ভূমিকাতে করা হয়েছে। আশা করি সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা তা দেখে নেবেন। যদিও একই পরিকল্পনা এবং এক সাথে বইটি কাজে হাত দেয়া হয়েছে কিন্তু নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বাকী অংশটুকু ২য় খণ্ড নামে বেশ বিলম্বে ছাপা হলো।

দারসুল কুরআন (১ম ও ২য় খণ্ড) বইটিতে একদিকে যেমন নির্বাচিত অংশের দারস বা বক্তব্য পেশ করার চিন্তা করা হয়েছে, অন্যদিকে মুসলমানদের ইসলামী জীবন যাপনের জন্য মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেওয়াও একটি টার্গেট ছিলো। ১ম খণ্ড বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর পর অসংখ্য শুভাকাংখী পাঠক, লিখিত ও মৌখিকভাবে বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ, সংশোধিনী ও প্রস্তাব দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে সে সকল মহান ব্যক্তিদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের পরামর্শ ও সংশোধনীর আশা নিয়ে অপেক্ষা করবো এবং এ ব্যাপারে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।

আল-কুরআনের দেশ (মক্কা মদীনা) হতে আমাদের বাংলাদেশ অনেক দূরে। তার পরও দেখা যায় আমাদের দেশের বেশ কিছু মুসলমান নারী/পুরুষ কুরআনের পাগল। এসব কুরআন পাগল ভাই বোনদের সামান্যতম অনুভূতিও যদি বইটি জাগ্রত করতে পারে এবং কুরআনের রাজ কায়েমের সংগ্রামে তাদের অবদান রাখতে পারে তখনই মনে করবো এই শ্রমটুকু সার্থক হয়েছে। মহান আল্লাহ গুনাহগারের এই সামান্য চেষ্টাকে যেন কবুল করেন এবং এর বদৌলতে দুনিয়ার জীবনে বাকী সময়টুকু কুরআনের খেদমত করার তৌফিক দেন ও পরকালেও কুরআন প্রেমিকদের সাথে বাস করার সুযোগ করে দেন, আমীন।

এই বইটি রচনা করতে যারা সহযোগীতা করেছেন, বইটির প্রকাশক ও সম্মানীত পাঠক/পাঠিকাদের প্রতি আমার আন্তরিক দোয়া ও মুবারকবাদ। রাব্বুল আলামীন যেন তাদেরকেও এর বিনিময়ে পরকালে উত্তম প্রতিদান দিয়ে পুরস্কৃত করেন এটাই কামনা করছি।

www.pathagar.com

# অভিমত

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারাই যারা কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।" রাসূল (সাঃ) এর উক্ত হাদীসের আলোকে জাতির অনেকেই কুরআন অধ্যয়ন, চর্চা গবেষণা ও অন্যকে শেখানোর এই মূল্যবান কাজটি করে যাচ্ছেন। মাওলানা আবু জাকের মুহাম্মদ বদরুদ্দুজার লিখিত দারসুল কুরআন বইটিও এমনি ধরনের একটি প্রচেষ্টার ফল।

বাংলা ভাষা-ভাষী সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে কুরআনকে বুঝে অন্যকে বুঝানোর কাজটা তেমন সহজ নয়। এ পর্যায়ে লিখক সহজভাবে একটি দারসুল কুরআন বই লিখার ব্যাপারে আলোচনা করলে আমি তাকে উৎসাহিত করি। বই এর মূল পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখানোর ব্যাপারে বার বার চেষ্টা করা হলেও সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ লিখাটি দেখা সম্ভব হয়নি। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও যতটুকু দেখা সম্ভব হয়েছে তাতে দারসের বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বইটিতে আলোচ্য বিষয়, আলোচনার ধরণ, ও দারসের নিয়ম পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

তারপরও আমি দু-একটি বিষয়ে সংশোধন ও পরামর্শ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় তা দিয়েছি।

পরিশেষে রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত ভাই ও বোনদের আল-কুরআনের দারস শিখা ও শিখানোর প্রচেষ্টাকে সহজ করে দেন। সাথে সাথে লিখকের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে আল্লাহ যেন কবুল করেন, আমিন।

(মতিউর রহমান নিজামী)
২০ শে জুন' ৯০
ঢাকা।

www.pathagar.com

# সূচীপত্র


| ক্রমিক | দারসের বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | আল্লাহর নিকট আবেদনের নমুনা ............................ | ৯ |
| ২ | খিলাফতের পটভূমি, মর্যাদা ও দায়িত্ব ............................ | ২২ |
| ৩ | সাওম (রোযা) এর গুরুত্ব ও নিয়মাবলী ............................ | ৩০ |
| ৪ | যাকাতের ইসলামী বিধান ............................ | ৪০ |
| ৫ | শরয়ী পর্দার বিবরণ ............................ | ৬৩ |
| ৬ | ইসলামে আনুগত্যের নীতিমালা ............................ | ৭৪ |
| ৭ | মুনাফিকদের চরম পরিণতির বিবরণ ............................ | ৯০ |
| ৮ | মুসলমানদের পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক ............................ | ১০২ |


www.pathagar.com

# দারসের সময় বন্টন

দারস দানকারীকে অবশ্যই নির্ধারিত সময়কে সামনে রেখেই দারসের নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হবে। দারস দানকারীর সুবিধার জন্য নীচে সময় বন্টনের ৪টি নিয়ম উল্লেখ করা হলো ঃ

## প্রথম খন্ডের সময় বন্টন

**১ঘন্টা থেকে ১ঘন্টা ১০ মিনিট সময়ের দারস**

| | |
|---|---|
| তিলাওয়াত | ৫/৫ মিনিট |
| সরল তরজমা বা অনুবাদ | ৫/৫ ,, |
| সম্বোধন | ২/২ ,, |
| সূরার নামকরণ | ২/৩ ,, |
| নাযিল হবার সময়কাল | ২/২ ,, |
| ঐতিহাসিক পটভূমি (শানে নুযূলসহ) | ৬/১০ ,, |
| বিষয়বস্তু | ২/৩ ,, |
| ব্যাখ্যা | ৩০/৩৫ ,, |
| শিক্ষা | ৪/৫ ,, |
| আহ্বান | ১/২ ,, |

## ২য় খন্ডের সময় বন্টন

**৫০ মিনিট থেকে ৫৫ মিনিট সময়ের দারস**

| | |
|---|---|
| তিলাওয়াত | ৫/৫ মিনিট |
| সরল তরজমা বা অনুবাদ | ৩/৫ ,, |
| সম্বোধন | ২/২ ,, |
| সূরার নামকরণ | ২/৩ ,, |
| নাযিল হবার সময়কাল | ২/২ ,, |
| ঐতিহাসিক পটভূমি (শানে নুযূলসহ) | ৩/৫ ,, |
| বিষয়বস্তু | ৩/৩ ,, |
| ব্যাখ্যা | ২২/২৫ ,, |
| শিক্ষা | ৪/৫ ,, |
| আহ্বান | ১/২ ,, |

www.pathagar.com

# আল্লাহ্‌র নিকট আবেদনের নমুনা

## (সূরাতুল ফাতিহা বা উম্মুল কুরআন)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ – اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ – اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ – اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ – صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ – غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ. (اٰمِيْن) .

**অনুবাদ ঃ**

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালারই জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের রব। যিনি পরম দয়াময় করুণার আঁধার। বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। (হে প্রভু) আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করো। ঐসব লোকের পথে, যাদেরকে তুমি আপন নিয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করেছো। আর যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট তাদের পথে পরিচালিত করো না। (আমীন)

**নামকরণ ঃ** এ সূরাটির নাম 'সূরাতুল ফাতিহা'। এর অর্থ মুখবন্ধ, ভূমিকা যার দ্বারা কোন বিষয় শুরু করা হয়, তাকে আরবীতে ফাতিহা বলে।

হাদীসে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীতে এর আরো কয়েকটি নামের উল্লেখ দেখা যায়। যথা– (১) 'উম্মুল কুরআন' তথা– কোরআনের মা, (২) আলকাফিয়া সম্পূরক অর্থাৎ এমন বস্তু, যা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। যা প্রাপ্ত হলে অন্য কিছু প্রয়োজন হয় না (৩) 'আলকান্‌জ' অর্থাৎ অনন্য ভান্ডার বা খাজাঞ্চী খানা। (৪) আসাসুল কুরআন বা কুরআনের ভিত্তিমূল। (৫) 'আস সাবউল মাসানী' নিত্য পাঠ্য বাণী সপ্তক। ইমাম তাবারী, হযরত উমর, আলী ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে,

اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ هِىَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ.

অর্থাৎ 'সাব্‌উল মাসানী (নিত্য পাঠ্য বাণী সপ্তক) বলে সূরা ফাতেহাকেই বুঝানো হয়েছে।'

(৬) সূরাতুশশিফা (আরোগ্য দানকারী সূরা)।



www.pathagar.com

(৭) সূরাতুস সালাত। রাসূল (সাঃ) **এরশাদ করেছেন**– 'লা সালাতা ইল্লাবি ফাতিহাতিল কিতাব।' অর্থাৎ নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা না হলে কোন নামাজই শুদ্ধ হবে না। তাই একে সূরাতুস সালাত বা সালাতের সূরাও বলা হয়।

**শানেনুযূল** ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নুবুয়তের প্রথম অধ্যায়েই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। নির্ভরযোগ্য হাদীস হতে জানা যায় যে, রাসূল (সাঃ) এর প্রতি এটাই সর্ব প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি। বরং তা ছিলো কয়েকটি সূরার অংশ বিশেষ যে আয়াতগুলো এখন সূরা 'আলাক', মুযযাম্মিল, মুদ্দাস্‌সির প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

**বিষয়বস্তু** ঃ এ সূরাটির উপর একবার চোখ বুলালেই একথা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, এটি মূলতঃ একটি প্রার্থনা মাত্র। এর অধ্যয়নকারী প্রতিটি ব্যক্তিকেই আল্লাহ্ এ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। কুরআন মজীদের শুরুতে এ প্রার্থনার স্থান নির্দেশ করে এর অধ্যয়নকারীদের এ শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সত্য পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে হেদায়াত পাওয়ার মনোভাব নিয়েই জ্ঞানের উৎস মনে করে তার নিকট পথনির্দেশ লাভের প্রার্থনা করে কুরআন অধ্যয়ন আরম্ভ করে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সূরা আল ফাতিহা কুরআনের ভূমিকা নয়, বরং এটা হচ্ছে প্রার্থনা বিশেষ। আর কুরআন হলো, এ প্রার্থনার বাস্তব উত্তর, যেমন মানুষ প্রার্থনা করছে এ বলে ঃ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

'হে পরোয়ারদিগার আমাদেরকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দাও।' আর এর জবাবে আল্লাহ্ পুরা কুরআন মানুষের সামনে পেশ করলেন এভাবে–

آ لـــم– ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ – هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ .

"আলিফ, লাম, মীম।" এ হচ্ছে সে কিতাব, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এটা হলো মুত্তাকী লোকদের জন্য একমাত্র সত্য পথের দিশারী। আর এ সূরার এক নাম হলো 'উম্মুল কুরআন' যার দ্বারা এ কথাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এটি হচ্ছে সমগ্র কুরআনের সারমর্ম বিশেষ। কুরআনে যাবতীয় বর্ণনা বিশ্লেষণের এটাই সারকথা।

এক কথায় এর বিষয়বস্তু হলো–
আল্লাহ্‌র গুণাবলীর যথাযথ পরিচয় দান।
কর্ম ফলের চিরন্তন নীতিতে আস্থা স্থাপন।
পরকালে বিশ্বাস।
কল্যাণ ও অকল্যাণের পথের পরিচয়।



www.pathagar.com

সকল ভালো-মন্দ ও কল্যাণ অকল্যাণের মালিক যেহেতু রাব্বুল আলামীন অতএব যে কোন কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য একমাত্র তারই নিকট প্রার্থনা করা।

**শব্দের ব্যাখ্যা ঃ**

اَلْحَمْدُ لله ، حَمْدٌ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। যাবতীয় সৌন্দর্য বর্ণনা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। যত প্রশংসা গুণগান, সবই আল্লাহ্‌র জন্য। এ বিশ্বজাহানের প্রতিটি অংশে যার কৃপা ও দান সৌন্দর্য ও কৃতিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। যিনি প্রশংসাকারী তিনি আল্লাহ্‌র নিকট নিজেই সার্বিকভাবে সমর্পণ করে দেন। যেমন কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّموٰتِ وَالْاَرْضِ .

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে (এক কথায়) যে কোন অবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে, তারাই আল্লাহ্ খাঁটি বান্দা।

এখানে আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে দুটি বিষয় এমন রয়েছে, যা আমাদের জানা দরকার।

একটি হলো– দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মাখলুক যে যেখানে, যেভাবে প্রশংসা বা দাসত্ব করুক না কেন, প্রকৃত পক্ষে তা সৃষ্টিকর্তার জন্যই হয়ে থাকে। তাই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই যথার্থ হয়েছে।

দ্বিতীয়– যদিও এখানে প্রশংসার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে সুক্ষ্মভাবে তাওহীদ বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে প্রশংসা যেমন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, ইবাদতও হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র।

اَلرَّبُّ (রব) শব্দগত অর্থ দাঁড়ায়– প্রতিপালন করা (ইবরানী, সুবিয়ানী ও আরবী) আর এর আরেক অর্থ হলো– প্রতিপালক, মনিব ও শিক্ষক। প্রতিপালন বলতে বুঝায় কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে তার সকল কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়া। 'রব' এর আরো কয়েকটি অর্থঃ তারবিয়তদাতা, ক্রমবিকাশদাতা, তত্ত্বাবধায়ক (...) কর্তা ব্যক্তি, আমীর, ক্ষমতাশালী।। সাধারণতঃ রব শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১) মালিক, মনিব ২) মুরুব্বী, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষণকারী ৩) আইনদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক।

اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ শব্দের বহুবচন, পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি এর অন্তর্ভুক্ত যেমন আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা. বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতা, জিন, জমীন



www.pathagar.com

এবং এতে যা কিছু রয়েছে। জীব-জন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। তাফসীরে কবীরে ইমাম রাজী লিখেছেন; এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, সৌরজগতের বাইরে চল্লিশ হাজার জগত আছে। মুকাতিল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ঃ পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ শব্দ দু'টি আল্লাহ্ তায়ালার গুণবাচক নাম। উভয় শব্দই رَحْمَةٌ ও رَحْمٌ আরবী মূল ধাতু হতে নিষ্পন্ন। অর্থগতভাবে উভয় শব্দই মোবালাগা বা আধিক্য জ্ঞাপক শব্দ। কিন্তু রাহমান গুণটি ব্যাপকভাবে মোমেন, কাফের সকলের জন্য অবধারিত। আর রাহীম গুণটি একান্ত মুমিনদের জন্য খাস। আল্লাহ্ তায়ালার রাহমান গুণের প্রকাশ ক্ষেত্র ইহজগত। দয়া অনুগ্রহ হতে পৃথিবীর কেউ বঞ্চিত হয় না আর রাহীম গুণের প্রকাশ ক্ষেত্র পরকাল। সেখানে একমাত্র মোমেন বান্দাগণ ব্যতীত কেউই অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে না। এ অর্থেই বলা হয়েছে রাহমানুদ্দুনিয়া, রাহীমুল আখিরাহ্।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ঃ বিচার দিনের মালিক, প্রতিদান প্রতিফল দিবসের মালিক। এটি আল্লাহ্ তায়ালার একটি গুণবাচক নাম। অর্থাৎ কর্মমুখর এ পৃথিবীর জীবন শেষে মানুষ আরেকটি জগতে পদার্পণ করে, আর সেটি হলো কবর জগত। এরপর মানুষ হাশরের দিন পুনরায় আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবে। আর সে দিন বিচার-ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতে ন্যাস্ত থাকবে। সূরা আল ইনফিতারের শেষ আয়াতে একথাটি আল্লাহ্ তায়ালা এভাবে ঘোষণা করেছেন যে,

يَوْمَ لاَتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ .

'সেদিন কারো জন্য কোন কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না, আর বিচার-ফাসয়ালার চূড়ান্ত ক্ষমতা সেদিন একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই থাকবে। (সূরা ইনফিতার)

اَلدِّيْنِ ঃ কুরআন মজিদে 'দ্বীন' শব্দটি চার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

**১. দ্বীন অর্থ ঃ** প্রতিদান, প্রতিফল, বদলা, একত্রিত হওয়া, চূড়ান্ত ফলাফল সকল, কাজের নির্ধারিত দিন (হাশরের দিন) এ বলে এদিনকে বুঝানো হয়েছে।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

সকল কাজের নির্ধারিত দিন (হাশরের দিন)



www.pathagar.com

**২. দ্বীন অর্থ ঃ** আনুগত্য করা, হুকুম মেনে চলা, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় একটা পদ্ধতির অনুসরণ করা। যেমন–

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ .

এসব লোক কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার পন্থা (আল্লাহ্‌র দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিস ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীন হয়ে আছে। (আলে ইমরান–৮৩)

**৩. দ্বীন অর্থ ঃ** আনুগত্যের বিধান, একমাত্র জীবন বিধান, জীবন যাপন পদ্ধতি, যেমন– সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে– . اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দ ও মনোনীত জীবন বিধান হলো (দ্বীন) ইসলাম।'

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন–

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ . (سورة الصف)

'তিনি তো সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন (আনুগত্যের বিধান) সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে অন্যান্য মতাদর্শের উপর বিজয়ী করতে পারেন। (সূরা আসসাফ)

**৪. দ্বীন অর্থ ঃ** আইন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, সার্বিক ক্ষমতা বা অধিকার। কুরআন মজীদের সূরা আল মু'মিন এর ৩ নং আয়াতে দ্বীন শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ .

'আর ফেরাউন বললোঃ ছেড়ে দাও আমাকে, মূসাকে হত্যা করি সে তার রবকে সাহায্যের জন্য ডেকে দেখুক, আমি আশংকা করছি, সে তোমাদের দ্বীন (জীবন যাপনের ধারা) কে পরিবর্তন করে ফেলবে অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।' (আল মুমিন-৩)

**اِيَّاكَ نَعْبُدُ** ঃ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত, পূজা উপাসনা করি আদেশ মেনে চলি।



www.pathagar.com

কুরআন মজীদে 'ইবাদত' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. ইবাদত অর্থ ঃ আনুগত্য ও আদেশানুবর্তিতা। যেমন বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّه انْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ .

'হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আমারই ইবাদত করো। (আনুগত্য ও আদেশানুযায়ী) তাহলে আমি তোমাদের যেসব পবিত্র রিযিক দান করেছি তা হতে খাও এবং আল্লাহ্র শোকর আদায় করো। (বাকারা ১৭২)

অন্যত্র বলেছেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ ادَمَ اَنْ لاَ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ . (سورة يس)

'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করোনা? কারণ সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াসিন–৪)

২. 'ইবাদত' অর্থ পূজা-উপাসনা। যেমন বলা হচ্ছে–

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَمَّا جَاءَنِىَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّىْ . (المؤمن)

'হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন, আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ করার পর তোমার খোদাকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা করছো তাদের পূজা উপাসনা করতে আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে। (আল-মুমিন-৭)

৩. ইবাদত অর্থ দাসত্ব ও গোলামী। যেমন কুরআনের বক্তব্য ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ .

'আর আমি নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি। তাদের কাজ ছিলো একথা শিক্ষা দেয়া যে, (হে জাতি) তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাগুত অর্থাৎ (খোদাদ্রোহী শক্তিকে অস্বীকার কর)'। (আন নাহ্ল-৫)

এখানে ইবাদত শব্দটি দাসত্ব ও গোলামী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।



www.pathagar.com

نَسْتَعِيْنُ. اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আমরা একমাত্র তোমার নিকট সাহায্য চাই। এখানে نَسْتَعِيْنُ শব্দটি اسْتِعَانَةٌ মাস্‌দার হতে এসেছে। এর অর্থ হলো সাহায্য চাওয়া। এখানে نَسْتَعِيْنُ বলে সাহায্য চাওয়া, সহযোগিতা, আশ্রয় প্রার্থনা করা বুঝানো হয়েছে। যে কোন সময় সাহায্যের জন্য দ্বারস্থ হওয়া। আর সাহায্য চাওয়ার পদ্ধতি আল্লাহ্ নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন। কি কি উপায়ে সাহায্য চাইতে হবে এবং এর সুফলও আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র ঘোষণা–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।

এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

اِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ .

'যখন তুমি কোন কিছুর প্রশ্ন করবে, তো আল্লাহ্‌র কাছে করবে। আর যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাবে।' (আল হাদীস)

আল্লাহ্ আরো বলেন–

وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّى فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَالدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

'যখন তোমার কাছে আমার কোন বান্দা আমার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে তখন বলে দিবে, আমি তো নিশ্চিতভাবেই তোমাদের নিকট অবস্থান করছি। আমি প্রার্থনাকারীর দোয়া শুনে থাকি। অতএব তাদের উচিৎ আমার ডাকে সাড়া দেয়া যাতে করে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারে। (আল বাক্বারা–১৮৬)

اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. অর্থ ঃ আমাদেরকে হিদায়াত দিন, সঠিক পথ দেখিয়ে দিন, পথ নির্দেশ করুন। আলোচ্য অংশে اِهْدِنَا শব্দটি هِدَايَةٌ ক্রিয়ামূল হতে নির্গত, যার অর্থ সঠিক চলার পথ, নির্দেশিকা, পথ প্রদর্শন করা। (GUIDANCE)



www.pathagar.com

'হিদায়াতের পরিপূর্ণ ভাব, অর্থ, তাৎপর্য ও শ্রেণী বিন্যাসসহ হিদায়াতের অন্যতম এবং চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে ওহী ও নবুয়তের হিদায়াত। এ হিদায়াত পেতে হলে সৃষ্টির যে চারটি স্তর, তাও জানা দরকার। আর তাহলো ঃ ক) সৃষ্টি, খ) সামঞ্জ্য, গ) পরিমাপ/পরিমাণ, ঘ) হিদায়াত বা পথ-নির্দেশ। এ চারটি স্তরকে কুরআনে পাকের সূরা আল-আ'লাতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى – وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى .

'যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন।' (আ'লা-২,৩)

সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ – فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ – فِىْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ .

'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুসজ্জিত করেছেন, অতঃপর ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন সেভাবে সংযোজন করেছেন। (ইনফিতার)

আল কুরআনের ভাষায় এ চারটি স্তর হচ্ছে ঃ

১. تَخْلِيْقٌ বা সৃষ্টি করা, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর উপাদানগুলো শূন্যতার নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

২. تَسْوِيَةٌ (তাসবিয়া) সামঞ্জস্যশীল হওয়া। কোন বস্তুর যেভাবে হওয়া উচিত ঠিক সেভাবে সুষম ও সুবিন্যস্ত হওয়া।

৩. تَقْدِيْرٌ পরিমাণ/পরিমাপ স্থির করা।

যে কোন বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থা নির্দিষ্ট করা। এ ব্যাপারে স্থায়ী নীতি হলো وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا.

'তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে অতঃপর তার পরিমাপ ও পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (আল কুরআন)

৪. هِدَايَةٌ পথ-নির্দেশ করা, আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য তার জীবন ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যেমন এ ব্যাপারে কুরআনে আছে–

مِنْ اَىِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ .



www.pathagar.com

'তিনি তাকে (মানুষকে) কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? শূক্র হতে, অতঃপর তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তি (পরিমাণ/পরিমাপ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পরে তার জীবনের কর্মপন্থা সহজ করে দিয়েছেন (আল কুরআন) অন্যত্র বলা হয়েছে–

رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی.

'আমাদের রব তিনিই, যিনি (আমাদের) সকলকেই সৃষ্টি করে অতঃপর তাদের জীবন যাপনের পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন।'

হিদায়াতের প্রাথমিক তিনটি স্তর রয়েছে যা সকল প্রাণী অনুভব করে।

ক. অন্তরের (হিদায়েত) পথনির্দেশ। প্রাণী জগতের স্বভাবগত আভ্যন্তরীণ অহী হলো এ অন্তর। এ অন্তরই তাকে প্রাথমিক দিক নির্দেশনা দেবে। যেমন– শিশু জন্ম নিয়েই খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে, অথচ কেউ তাকে শিখায়নি। মায়ের দুধ মুখে পেলেই কান্না বন্ধ করে চুষতে থাকে।

খ. ইন্দ্রিয়ের পথনির্দেশ (হিদায়াত) প্রথম স্তরের চেয়ে এটি অপেক্ষাকৃত উন্নততর। যেমন, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ, এ শক্তিগুলো আমরা ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এ শক্তিগুলোর সাহায্যে আমরা অন্য বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে থাকি (হিদায়াত পেয়ে থাকি)।

গ. জ্ঞানের নির্দেশ هِدَايَةُ الْعِلْمِ জ্ঞানের সাহায্যে হিদায়াত যা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানব প্রকৃতির এ হিদায়াত তাদের সামনে অন্তহীন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। এ জন্যই তারা নিখিল সৃষ্টির সেরা বা 'আশরাফুল মাখলুকাত'। আর এ জ্ঞানই মানুষের জন্য সিদ্ধান্ত, বিধি-বিধান ও নিয়ম নীতির বিন্যাস ঘটায়।

**হিদায়াতের চূড়ান্ত স্তর ঃ**

এতক্ষণ পর্যন্ত হিদায়াতের যে স্তরগুলো আলোচনা করা হয়েছে, সমাধানের ক্ষেত্রে এক পর্যায়ে এসে সেগুলো অচল হয়ে পড়ে। মানসিক উত্তেজনা, রাগে বেসামাল হওয়া, কুখাদ্য গ্রহণ এ সকল বিষয় জ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। জ্ঞান যেখানে অচল সেখানে হিদায়াতের জন্য কি অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই? জ্ঞানের ত্রুটি,



www.pathagar.com

বিচ্যুতি, অক্ষমতা ও পূর্ণতা দানের অবশ্যই অন্য কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কুরআন বলে ঃ এ সকল প্রয়োজনে 'রবুবিয়াত' মানুষের জন্য হিদায়াতের চূড়ান্ত স্তর হিসেবে অহী বা নবুওয়াত হিদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন আয়াতে কুরআন–

اِنَّا خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰه سَمِيْعًا بَصِيْرًا – اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا.

"আমি মানুষের মিলিত শুক্র দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছি। উহা একে একে বিভিন্ন স্তর পার হয়ে এসেছে। তারপর তাদের শ্রবণ ও দর্শন শক্তি দান করেছি, তাদের কর্মপথ প্রদর্শন করেছি (হিদায়াত), এখন এসবের জন্য সকৃতজ্ঞ কিংবা অকৃতজ্ঞ থাকা তাদের উপর নির্ভর করে।" (আদদাহার–২-৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

'হে নবী! আপনি ঘোষণা করে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চূড়ান্ত হিদায়াত হলো 'আলহুদা' বা খোদায়ী নির্দেশ এবং আমাদের এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণ করি।' (আনআম-৭১)

সুতরাং উল্লেখিত আলোচনা হতে হিদায়াতের সঠিক তাৎপর্য, মান, স্তর, আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। পৃথিবীর প্রথম দিন হতে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্যই খোদার অহীর বিশ্বজনীন পথই হলো চূড়ান্ত হিদায়াত। কুরআনে 'আল হুদা' বলে সকল মতবাদ চিন্তাভাবনা তথাকথিত কল্যাণের পথ বাতিল বলে ঘোষণা করে। এজন্য একমাত্র সত্য হিদায়াতের নাম দিয়েছে 'আদদ্বীন' (একমাত্র জীবন ব্যবস্থা) বা আল ইসলাম। (খোদায়ী আত্মসমর্পণ নীতি)।

আর এ আয়াতে اِهْدِنَا বলে এ পথ প্রাপ্তির দোয়াই আল্লাহ্‌র কাছে করা হয়েছে।

صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থ ঃ সোজা সরল রাস্তা, যাতে কোন বক্রতার লেশমাত্র নেই, নেই কোন মোড় বা ঘুর প্যাঁচ। আর এর মানে হলো ধর্মের সে রাস্তা বা পথ, যাতে কোন কিছু কমানো হয়নি আবার বাড়ানোও হয়নি। অর্থাৎ যাতে ছাট-কাট বা সীমা



www.pathagar.com

লংঘন করা হয়নি। আর এখানে مُسْتَقِيْمٌ শব্দটি اِسْتِقَامَةٌ ক্রিয়ামূল হতে নিষ্পন্ন, যার অর্থ দৃঢ় অবিচল, অনড়, দৃঢ়পদ, স্থির, অটল।

এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا .

"যারা বললো যে, আমাদের রব হলেন আল্লাহ্ অতঃপর এ কথার উপর ঠিক থাকলো, অবিচল থাকলো।"

এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ .

'তোমাদেরকে আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।'

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, সিরাতুল মুস্তাকীম হলো তাই, যা রাসূলগণ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন। যে পথ সুস্পষ্ট ও ঝামেলামুক্ত এবং যে পথে পা বাড়ালে মানুষ পথ হারাবার সম্ভাবনা থাকে না তাই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ঃ তাদের পথ যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন, যারা আপনার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে। আর তাদের পরিচয় আল্লাহ্ কুরআনের অন্য আয়াতে এভাবে দিয়েছেন–

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

অর্থাৎ 'যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তারা হচ্ছেন নবীগণ, ছিদ্দিক, (সত্যবাদী) শহীদ এবং সৎকর্মশীল ছালেহীনগণ।' (নিসা–৬৯)

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ঃ তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ এখানে مَغْضُوْبِ শব্দটি غَضَبٌ (গজব) হতে নির্গত। এর অর্থ অভিসম্পাত প্রাপ্ত। যাদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন/ক্রোধান্বিত।

অর্থাৎ যারা ইসলামের বিধানকে জেনে বুঝেও অহমিকা বশতঃ তার বিরুদ্ধাচরণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, যারা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ মান্য করতে গাফলতি



www.pathagar.com

করেছে, যেমন ইহুদীদের নিয়ম ছিলো ব্যক্তিগত স্বার্থে দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে, নবী-রাসূলগণকে লাঞ্ছনা, অবমাননা ও কষ্ট দিতো। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এদের তিরস্কার ও শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন বাক্বারার ৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالاٰخِرَةِ فَلاَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ.

'এরাই (বনী ইসরাঈল) পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে, অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং কোন প্রকার সাহায্যও করা হবে না।'

সূরা বাক্বারার ৯০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

'তারা যে জিনিসের সাহায্যে মনের সান্ত্বনা লাভ করে তা কতইনা নিকৃষ্ট। তাহলো এই যে, আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেছেন তারা শুধু জাদের বশবর্তী হয়েই তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে যে, আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্য হতে নিজ মনোনীত একজনকে আপন অনুগ্রহ দানে ভূষিত করেছেন। অতএব তারা আল্লাহ্র দ্বিগুণ গজবের উপযুক্ত হয়েছে। বস্তুত এ সমস্ত কাফেরের জন্য অপমানকর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। (বাকারা–৯০)

ضَالِّيْنَ ঃ অর্থাৎ যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মীয় সীমা লংঘন করে তাতে অতিরঞ্জিত করেছে। যথা– নাসারা বা খ্রিস্টানরা তারা স্বীয় নবীদেরকে আল্লাহ্র স্থানে উন্নীত করেছে। যেমন খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ্র পুত্র বলে জানতো। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমরা সে পথ চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন সীমারেখা অতিক্রম করে।

এ ব্যাপারে সূরা তাওবার ৫নং আয়াতে আছে–

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ .

'আর ইয়াহুদীরা বলতো, ওজায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলতো মসীহ আল্লাহ্র পুত্র।' তাই তাদের পথ হতে আমি পানাহ চাই।



www.pathagar.com

**আল ফাতিহার শিক্ষা ঃ**

সূরা ফাতিহার শিক্ষা বাস্তবে অনেকগুলো, যা আমাদের জীবন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. সাধারণতঃ সকল মাখ্লূক বিশেষভাবে মানব জাতির নিকট প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র ও একক ব্যক্তিত্ব হলেন 'রাব্বুল আলামীন।' (আল্লাহ্)

২. বিচার দিন বা পরকাল দিবসের একমাত্র মালিক বা বিচারক তিনি আল্লাহ্।

৩. 'সিরাতুল মুস্তাকীম' মানে সরল পথ পেতে হলে একমাত্র সে রবের দাসত্ব, ইবাদত, সাহায্য প্রার্থনা ও মাথা নত শুধুমাত্র তাঁর নিকটই করতে হবে।

৪. বাস্তব জীবনের চরম জাহেলী পরিবেশেও এই সূরার আলোচ্য বিষয় ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর বিপরীত চলা যাবে না।

**বাস্তবায়নঃ** আল কুরআনের সারমর্ম সম্বলিত সূরাটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করা অতি সহজ। আমরা যেহেতু নিয়মিত নামাজ আদায় করি এবং নামাজের প্রতি রাকাতে আমরা আল ফাতিহা পড়ি। সেহেতু এর সরল অর্থ, ভাব ও শিক্ষাগুলোকে দৈনন্দিন জাগরুক রাখা সম্ভব। তাছাড়া রবের সাথে আমাদের সম্পর্ক, তার পরিচয় আমাদের আবেদন এবং আমাদের অবস্থা সর্বোপরী আমরা তাঁর সাথে কি কি ওয়াদা করছি ইত্যাদি বিষয়গুলো অথবা যে কোন বিষয় স্মরণ করতে পারলেই আমাদের জীবনের (GUIDANCE) পথনির্দেশনা পাবে। ইনশাআল্লাহ্।



www.pathagar.com

# খিলাফত, পটভূমি, মর্যাদা ও দায়িত্ব

(সূরাতুল বাক্বারাঃ ৩০-৩৫ আয়াত)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ – وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلاَءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ – قَالَ يٰاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُل لَّكُمْ اِنِّى اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ – وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ – وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

**অনুবাদ ঃ**

১. হে মুহাম্মদ! (সাঃ) আর স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) বানাতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা বলেছিল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন, যে উহাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা আপনার গুণগান সহকারে তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (ফেরেশতাদের এ সমস্ত কথা শুনে) তিনি বললেনঃ নিঃসন্দেহে আমি যা জানি তোমরা তা জান না।



www.pathagar.com

২. অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। তারপর সে সমস্ত বস্তু সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। আর বললেন, যদি তোমরা তোমাদের ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে আমাকে এ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও।

৩. তারা (ফেরেশতারা) বললো ঃ 'আপনি একমাত্র সকল দোষত্রুটি হতে পবিত্র,' আমরাতো কেবল মাত্র ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন প্রজ্ঞাময়।

৪. এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বললেন ঃ 'হে আদম! তুমি ফেরেশতাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। অতঃপর যখন তিনি (আদম) তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ্ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত গুড়তত্ত্ব (যাবতীয় গোপন বিষয়) সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানি এবং আমি তাও জানি যা তোমরা গোপন করো আর যা তোমরা প্রকাশ করে থাকো।

৫. আরো স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা করো (আদমের সামনে অবনত হও) তখন তারা সকলেই সিজদা করলো (নত হলো,) কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করলো, সে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করে বসলো আর নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হলো (কাফেরদের দলে শামিল হয়ে গেল)।

৬. অতঃপর আমি আদমকে বললাম, 'তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়ই জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং তোমরা দু'জনে ওখানে যা চাও সানন্দে পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক। কিন্তু এগাছটির নিকটে যেয়ো না অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

**শানেনুযূল ঃ** আলোচ্য অংশটুকু কোন অবস্থায় নাজিল হয়েছে, তা জানতে হলে এর পূর্বের কয়েকটি আয়াতের অবস্থা জানা দরকার। পূর্বের ২টি আয়াতে সাধারণভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব বা ইবাদত করার প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতগুলোতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হিসেবে ঘোষণা এবং খলীফা হিসেবে সৃষ্টিকর্তার যেভাবে প্রতিনিধিত্ব করা প্রয়োজন বা উচিত তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। খলীফা হিসেবে দায়-দায়িত্ব যে অপরিসীম তা ফেরেশতা, জ্বিন জাতি ও ইবলিসকে জানানো এবং খেলাফতের মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে, তাও বাস্তবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। উল্লেখিত বিষয়াবলী সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ আয়াতগুলো নাযিল করেন।



www.pathagar.com

**বিষয়বস্তু ঃ** আলোচ্য অংশের বিষয়-বস্তু একটাই, তা হলো মানব সৃষ্টির পটভূমি ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং খলীফা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা প্রদান।

**শব্দার্থ ঃ** جَاعِلٌ (জাইলুন) সৃষ্টিকারী, প্রেরণকারী, যিনি কোনকিছু তৈরী করেন। বানান, সৃষ্টি করেন, তাকে 'জাইলুন' বলে। এখানে انِّىْ جَاعِلٌ (ইন্নি জাইলুন) অর্থ হলো আমি বানাতে চাই, তৈরী করতে চাই, অথবা আমি বানাবো, তৈরী করবো।

الْاَرْضِ (আল-আরদু) শাব্দিক অর্থ, ভূমন্ডল, বিশ্বজাহান, خَلِيْفَةً (খলীফা) প্রতিনিধি, ১) ... ২) ... স্থলাভিষিক্ত, দূত, ৩)... আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও যাবতীয় কর্মকান্ড প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনকারী, এখানে মানবজাতিকেই বুঝানো হয়েছে। يُفْسِدُ (ইউফসিদু) সে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করবে, আত্মকলহ ও ফেৎনা সৃষ্টি করবে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে।

يَسْفِكُ الدِّمَاءَ (ইয়াসফিকুদ্দিমাআ) রক্ত প্রবাহিত করবে, হত্যাযজ্ঞ ঘটাবে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে, রক্তারক্তি করবে, রক্তপাত ঘটাবে, খুন-খারাবী করবে।

نُسَبِّحُ আমরা প্রশংসা করছি, তাসবীহ পড়ছি, স্তুতি করছি।

وَنُقَدِّسُ لَكَ আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

اَعْلَمُ আমি অধিক জানি, জ্ঞাত আছি, অবহিত আছি, এখানে 'আলামু' অর্থ হলো মানবীয় চরিত্রের ভালমন্দ জানার পর দা-দায়িত্বের ব্যাপারটা একমাত্র আমি অধিক জানি, একথা বুঝানোর জন্য এখানে আল্লাহ্ তায়ালা 'আলামু' শব্দটা ব্যবহার করেছেন।

عَلَّمَ তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষা দিলেন, জানিয়ে দিলেন। সকল বস্তুর জ্ঞানদান করলেন।

الْاَسْمَاءَ (আল-আসমাআ) ইহা اسْمٌ (এসমুন) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ নামসমূহ। সকল জিনিসের নাম, পরিচিতি, সকল সৃষ্টির পরিচিতি।

اَنْبِئُوْنِىْ (আমবিউনি) তোমরা আমাকে বলে দাও। এখানে অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশ্‌তাকুলের সামনে সমগ্র বস্তু পেশ করার পর এগুলোর নাম বলে দেয়ার জন্য



www.pathagar.com

প্রশ্ন করেছেন। ফেরেশ্তাদের জ্ঞান যে সীমিত একথা বুঝাবার এবং প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা একথাটি বলেছেন।

مَاتُبْدُوْنَ যা তোমরা প্রকাশ করছো, সুস্পষ্টভাবে বলছো, যা প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট।

تَكْتُمُوْنَ এটা كِتْمَانٌ হতে নির্গত। অর্থ- তোমরা গোপন করো, যা ভিতরে রাখো, ঢেকে রাখছো, আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকল অদৃশ্য বস্তুর রহস্য যা তোমরা জান না।

اُسْجُدُوْا (উসজুদু) তোমরা সিজদা করো, বিনীত হও, সম্মান প্রদর্শন করো, মাথানত করো, শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দাও, এখানে আদমের প্রতি ফেরেশতাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দানের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

اِبْلِيْسَ (ইবলিস) জিন সম্প্রদায়ভুক্ত। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে সে ফেরেশতাদেরও নেতৃত্ব লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন ও অহঙ্কারের কারণে অভিশপ্ত কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

اَبٰى (আবা) ফিরে গেলো। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, অস্বীকার করলো।

اِسْتَكْبَرَ (ইসতাকবারা) অহংকার প্রদর্শন করলো। অহংকারে গর্বিত হলো।

اَلْكٰفِرِيْنَ (কাফেরীন) আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকারকারীগণ। যারা আল্লাহ্কে একমাত্র ইলাহ হিসাব মেনে নিতে রাজি নয়।

**গবেষণামূলক বিশ্লেষণ ঃ**

১. এ রুকুর সঠিক ব্যাখ্যার উপর গোটা কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা নির্ভর করে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, খলিফা সৃষ্টির কথা জেনে ফেরেশতারা কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন? আদমকে সিজদা করার তাৎপর্য কি? খেলাফতের দায়িত্ব কি? এ দায়িত্ব পালনের পন্থা কি? মানুষ জিন ও ফেরেশতার সম্পর্ক কি ইত্যাদি।

২. এ রুকুর দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে ঃ বৈরাগী বা সুফিবাদী ব্যাখ্যা আর বিপ্লবী, সংগ্রামী বা জিহাদী ব্যাখ্যা।

৩. এ রুকুর ভুল অর্থ ঃ আল্লাহ্ ফেরেশতাদের কাছে প্রস্তাব করেন। ক) ফেরেশতারা প্রতিবাদ করলো খলিফা সৃষ্টির বিরুদ্ধে। খ) আল্লাহ্ আদমকে গোপন জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। গ) জ্ঞান শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হওয়ায়



www.pathagar.com

আদমকে সিজদার জন্য ফেরেশতা ও জিনকে হুকুম। ঘ) আদম হাওয়াকে জান্নাতে পাঠানো হলো, শয়তান ধোঁকা দিয়ে তাদের নাফরমানী করাবার ফলে শাস্তি স্বরূপ দুনিয়ায় নির্বাসিত হল। ঙ) দুনিয়ার কারাগার থেকে পাক সাফ হয়ে গেলে আখেরাতেও আবার জান্নাত পাবে। চ) দুনিয়ায় বহু বৎসর কাটাবার পর নবীর মর্যাদা পেলেন।

৪. এ অর্থ গ্রহণে সমস্যা ঃ এসব প্রশ্নের জবাব কি? সৃষ্টির জন্য কি ফেরেশতাদের সমর্থন চান?

ক. ফেরেশতাদের কি প্রতিবাদের ক্ষমতা আছে?
খ. আল্লাহ্ কি পক্ষপাতিত্ব করেন? কোশচেন আউট?
গ. জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হলেই কি সিজদার উপযুক্ত?
ঘ. জিনকে কেন সিজদার হুকুম দিলেন?
ঙ. জমীনে না পাঠিয়ে জান্নাতে পাঠালেন?
চ. নাফরমানীর শাস্তির জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হলো, তাহলে দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করার অর্থ কি?
ছ. সব মানুষকে কোন্ পাপের শাস্তিতে দুনিয়ায় আসতে হলো?
জ. একজনের পাপের শাস্তি অন্যজন কেন পাবে?
ঝ. খলিফা হওয়া কি মর্যাদা না শাস্তির ব্যাপার?
ঞ. তাওবাহ ও গুনাহ মাফ চাওয়ার পরও কারাগারে থাকলো কেন?
ট. দুনিয়া কি শাস্তির অর্থে জেলখানা? তাহলে আখেরাতের কৃষি ভূমি কেন বলা হলো?
ঠ. তাওবা কি দুনিয়ায় হয়েছে? তাহলে তাওবার পর বের হতে বলল কেন? যারা ঐ সবের কোন জবাব দিতে অক্ষম, এর সঠিক জবাব দিতে হলে ঐ বৈরাগী দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করতে হবে।

৫. কোরআনের আরো ৬ স্থানে আদম ও ইবলিশের ঘটনার বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে।

৭/ক اَلْاَعْرَافُ এর দ্বিতীয় রুকতে ধোঁকা দেয়ার কাহিনী।

১৫/খ اَلْحِجْر এর ৩য় রুকুতে আল্লাহ্ ও ইবলিসের বিতর্ক।

১৭/গ بَنِىْ اِسْرَائِيْل এর ৭ম রুকু-আল্লাহ্র চ্যালেঞ্জ।

১৮/ঘ اَلْكَهَف এর ৭ম রুক فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه



www.pathagar.com

২০/ঙ طه এর ৭ম রুকু اَلاَعْرَافُ এর মত ধোঁকা দেয়ার ঘটনা।

৩৮/চ ص এর ৫ম বা শেষ রুকু ইবলিসের চ্যালেঞ্জ।

৬. এ রুকুর সঠিক ব্যাখ্যা

ক. আল্লাহ্ পাক মানুষকে খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিলোকে তার অবস্থান মনিবেরও নয় আর দাসেরও নয়। তার মুনিব শুধু আল্লাহ্, আর কেউ মনিবের যোগ্য নয়। সে শুধু আল্লাহ্রই দাস, আর কারো দাসত্ব খলিফার মর্যাদা বিনষ্ট করবে।

খ. মানুষ যদি আল্লাহ্র খলিফা হবার সাধনা না করে তাহলে তাকে ইবলিসের খলিফা হতে হবে। কারণ খলিফা হওয়া ছাড়া অন্য কোন মর্যাদা তার নাই। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই খলিফা।

গ. ফেরেশতাদেরকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তারা নিষ্ঠাবান কর্মচারী। আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্য হলো মানুষের ইখতিয়ারে হস্তক্ষেপ না করার হুকুম। ফেরেশতাদের উপর খেলাফতের দায়িত্ব নেই বলে তাদের জ্ঞানও ভিন্ন।

ঘ. জিন জাতিকেও খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। ইবলিস হয়তো নেতৃস্থানীয় জিন ছিল। সে আদমকে খেলালত দানের বিরোধী ছিল। আল্লাহ্ পাক তার এই গোপন হিংসা প্রকাশ করার জন্য তাকে সিজদার নির্দেশ দেন।

ঙ. মানুষকে খেলাফতের অযোগ্য প্রমাণ করার জন্য ইবলিস যে কত যোগ্যতার সাথে শত্রুতা করতে সক্ষম, সে কথা প্রমাণ করার জন্য আদমকে দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্বে বেহেশতে পাঠানো হয়েছে।

চ. একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফেরেশতারা মানুষের শুভাকাঙ্খী আর ইবলিস বাহিনী মানুষের পরম শত্রু।

ছ. মানুষকে দুনিয়ার খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের পুরস্কার স্বরূপই জান্নাতের অধিকারী হবে। তাই দুনিয়াটা মানুষের কর্মস্থল, জেলখানা নয়, শাস্তি দেবার জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি।



www.pathagar.com

জ. আদম (আঃ) দুনিয়ায় নবীর মর্যাদা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। নবী কখনো পাপী ও নাফরমান হননা। যে নারফরমানী বেহেশতে হয়ে গেছে এর তাওবা সেখানেই কবুল হয়ে পবিত্র অবস্থায় তিনি দুনিয়ায় এসেছেন।

ঝ. যারা এ রুকুর ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে করে, তারা মানুষকে জেহাদ সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে বৈরাগী, দুনিয়াত্যাগী এবং শুধু সুফী হতে উদ্বুদ্ধ করে আর বাতিলের বিরুদ্ধে নবুয়তের তরীকায় সংগ্রাম বাদ দিয়ে তথাকথিত বিলায়েতের পথে চলে। অবশ্য জেহাদী জিন্দেগী যাপন করার সাথে সুফীর তরীকা অবলম্বন দোষণীয় হতে পারে না।

৭. এ রুকুর শিক্ষা

ক. দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র খলিফার দায়িত্ব পালনই মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

খ. এর টার্গেট ভুলে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার 'টার্গেট' নেয়া ইবলিসের ওয়াসওসারই পরিণাম। উন্নতির রঙ্গিন স্বপ্নে বিভোর হওয়া অনুচিত।

গ. মানুষ প্রবৃত্তিগতভাবে মন্দ পছন্দ করে না। তাই শয়তান খারাপ পথেও ভালো দোহাই দিয়ে ডাকে। এই কারণেই কারো প্ররোচনায় আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা মারাত্মক অপরাধ।

ঘ. যৌন অঙ্গ ঢেকে রাখা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কৃত্রিম কুশিক্ষা দ্বারাই তা বিকৃত করা হয়। লজ্জা তথাকথিত সভ্যতার দান নয়। এ সভ্যতা উলঙ্গতার জন্যই উদ্বুদ্ধ করে।

ঙ. মানুষের সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো যৌন ক্ষুধা। তাই এ পথে হামলা করাই শয়তান সহজ মনে করে।

চ. মানুষ কখনো নাফরমানী না করুক, এটা আল্লাহ্‌র দাবি নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌কে অমান্য করা মানুষের পরিচায়ক নয় শয়তানী খাসলত। তবে তাওবা দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়।



www.pathagar.com

ছ. ইবলিসের শত্রুতা বড়ই সূক্ষ্ম। এ যোগ্য শত্রু থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ইসলাম। নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার চেষ্টা যারা করে, তাদের ভয় নেই।

**বিশেষ নোট ঃ** উল্লেখিত দারসের কথাগুলো হুবহু বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের কুরআন ষ্টাডী ক্লাসের নোট হতে নেয়া হয়েছে। আলোচ্য নোটটি ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কিন্তু এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কোন পাঠক/পাঠিকার উক্ত আলোচনা হতে যদি কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন আসে তবে তা অকপটে অধ্যাপক সাহেবের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিতে পারবেন। এই দারসটি ৩ বৎসর আগেই তৈরী হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টির উপর মুহতারাম অধ্যাপক সাহেব লিখিত একটি বইতে এর সার্বিক সমাধান পাওয়া যাবে। বইটির নাম 'আদম সৃষ্টির হাকিকত' উক্ত দারসের শিক্ষাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা অতি সহজ। দুটো পথ অবলম্বন করা যায়। ক) আম্বিয়াই কিরামগণ শুধুমাত্র খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অতএব আমাদেরকে ইচ্ছায় হোক ও অনিচ্ছায় কি মহান খিলাফতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জীবন কাটাতে হবে। খ) এই দায়িত্ব পালনের প্রধান ও একমাত্র বাধা ইবলিস ও তার সঙ্গির সুনিপুণ বিরোধিতা। তাই আমাদেরকে অবশ্যই একাকী না থেকে জামায়াতী জীবন যাপনের মাধ্যমে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তখন উক্ত দারসের শিক্ষা আমাদের জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনবে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌।



www.pathagar.com

# সাওম (রোযা) এর গুরুত্ব ও নিয়মাবলী

(সূরা-বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৩-১৮৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ – اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَّهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ – شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ
فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

**অনুবাদ ঃ**

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যাতে করে তোমরা তাক্বওয়ার গুণ অর্জন করতে পার।

২. ইহা গণা কয়েকদিন মাত্র। অতঃপর (এ সময়ে) তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা ভ্রমণ (সফর) অবস্থায় থাকলে অন্য সময়ে এদিনগুলোর রোযা পূরণ করে দেবে। আর যারা অপারগ হবে, তাদের 'ফিদইয়া' (বিনিময়) হলো মিসকীনকে খাদ্য দান। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন সৎকর্ম করতে চায় তবে তা তার জন্যই কল্যাণকর হবে। যদি তোমরা (কল্যাণকর মনে করে, এসব অবস্থায়ও) 'সাওম' পালন করো, তবে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণময় হবে, যদি তোমরা বুঝতে পারো।



www.pathagar.com

৩. রমযানের মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য হিদায়াত দানকারী এবং সৎ পথের যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ, আর হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির জীবনেই এ মাসটি উপস্থিত হবে, সে অবশ্যই যেন এ মাসে রোযা পালন করে। আর যে লোক রোগাক্রান্ত হয় কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে যেন অন্য সময় এ রোজাগুলো পুরো করে নেয়। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (দ্বীনের কাজ) সহজ করতে চান, কোনরূপ কঠোরতা আরোপ করা তার ইচ্ছে নয়। তোমাদের এ পন্থা বলে দেয়া হলো এজন্য যাতে তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করতে পারো এবং শোকরগুজার হতে পারো।

**নামকরণ ঃ** পূর্বোক্ত দারসে সূরাতুল বাক্বারার নামকরণ দ্রষ্টব্য।

**শানেনুযূল ঃ** হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে–

যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ **শীর্ষক** আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে আর যে রোযা রাখতে না চায় ফিদিয়া দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ নাযিল হলো, তখন ফিদিয়া দেয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ সামর্থ্যবান লোকদের ওপর শুধুমাত্র রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল এবং বলা হলো যে, রোযা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি বরং পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরয ছিলো। অতএব তোমাদের যার জীবনেই এটা পাবে অবশ্যই তাকে রোযা রাখতে হবে।

**বিষয়বস্তু ঃ**

১. 'সাওম' ইসলামের মৌলিক ইবাদত, এ অংশে তার গুরুত্ব ও বিধি বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২ সিয়াম সাধনার মাধ্যমে 'তাকওয়া' অর্জন করে কুরআন বুঝার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন।

৩. কুরআন নাজিলের কারণেই যে রমযান মাসের এত গুরুত্ব সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

**শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ**

كُتِبَ (কুতিবা) ফরয করে দেয়া হয়েছে। লিখে দেয়া হয়েছে। আবশ্যকীয় করে দেয়া হয়েছে, বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।



www.pathagar.com

اَلصِّيَامُ এটা صَوْمٌ (সাওম) শব্দের বহুবচন। আর সাওম শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা, কোন কিছুকে পরিত্যাগ করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'সুবহেসাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকা-সাথে সাথে সকল প্রকার রিপু বন্ধ রেখে আল্লাহ্ ও রাসূলের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের, অতীত জমানার লোকদের, পূর্বেকার যুগের লোকদের। এখানে অন্যান্য নবীগণের উম্মতদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

تَتَّقُوْنَ (তাত্তাকুন) তাক্ওয়া অর্জন করবে, খোদাভীরু হবে, পরহেজগারী অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ভীতি অর্জন করবে, সংযমশীল হবে।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ গনা কয়েকদিন, কতেক দিন, নির্দিষ্ট দিন, সুনির্ধারিত দিন। এখানে 'আইয়ামাম মা'দুদাত' বলে রমযান মাসের নির্ধারিত দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

مَّرِيْضًا (মারিদান) রুগ্নাবস্থা, অসুস্থ, এমন অসুস্থতা যাতে সাওম পালন করার কারণে তার রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। ডাক্তার সাওম না রাখার পরামর্শ দিতে পারে।

سَفَرٍ (সাফারিন) সফর অবস্থা, ভ্রমণ অবস্থায়, ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির ঐ ব্যক্তিকে বলে, যিনি ৪৮ মাইল বা ৭৩ কিঃ মিঃ (প্রায়) পথ অতিক্রম করেন।

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ উপরোক্ত দু'অবস্থা তার যতদিন থাকবে, আল্লাহ্র নির্দেশ হলো সে অন্য মাসে ততদিন রোযা রাখবে।

فِدْيَةٌ বদলা, পরিবর্তে যা দেয়া হয়। এখানে রোজা না রাখলে তার বদলা তথা ফিদিয়া দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ থেকে আয়াতের শেষাংশটুকু ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকজনের রোযায় অভ্যস্ত করানোর উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে এর পরের আয়াত (১৮৫ নং আয়াত) অবতীর্ণ করে উপরোক্ত হুকুম রহিত করা হয়।


www.pathagar.com

اُنْزِلَ নাযিল করা হয়েছে। অবতীর্ণ করা হয়েছে, এখানে اُنْزِلَ বলতে এক সাথে লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ করার কথা বুঝানো হচ্ছে।

بَيِّنٰت (বাইয়েনাত) দলিল– প্রমাণসমূহ, বিস্তারিত, বিশ্লেষণ, হিদায়াতের নির্দেশিকা বা নীতিমালা।

اَلْفُرْقَان (আলফুরক্বান) পার্থক্য সূচনাকারী গ্রন্থ, যে গ্রন্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এখানে মহাগ্রন্থ আলকুরআনকে বুঝানো হচ্ছে। এটা কুরআন এর একটি নামও বটে।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ (ফামানশাহেদা মিনকুম) অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ এ মাসের সাক্ষাৎ পাবে। এ মাসে উপস্থিত থাকবে। রমযান মাস পাবে।

اَلْيُسْرَ (ইউসরা) মূল ধাতু হচ্ছে 'ইউসরুন', অর্থ-সহজ আরামদায়ক, সহনশীল, ভারসাম্যপূর্ণ, সরল ইত্যাদি।

اَلْعُسْرَ (উসুরুন) কাঠিন্যতা, এর বিপরীত শব্দ يُسْرٌ অর্থ সহজ-সরল নয় বরং কঠিন, সাধ্যের বাইরে।

لِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ যাতে তোমরা কাজা রোযার দিন পরবর্তীতে পুরো করে নিতে পারো। এজন্য কাজা করার সিস্টেম (...) করা হয়েছে।

وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰه যাতে করে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করতে পারো। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারো।

**১. সাউম সংক্রান্ত শরয়ী বিধান**

**ক) সাউম কাকে বলে ঃ** রোযাকে আরবী ভাষায় 'সাউম' বহুবচনে সিয়াম বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছু থেকে বিরত থাকা বা কোন কিছুকে পরিত্যাগ করা।

ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় সাউম হলো সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নিষিদ্ধ যাবতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা।

**খ) সাউম এর প্রকারভেদ ঃ** ইসলামী শরীয়াতের নিয়মানুযায়ী প্রাথমিকভাবে সাউম দুই প্রকার–



www.pathagar.com

এক. ইতিবাচক (Positive)

দুই. নেতিবাচক (Nagative)

এক. ইতিবাচক সাউম আবার চার প্রকার–

ক) ফরয, খ) ওয়াজিব, গ) সুন্নাত, ঘ) নফল,

ক. ফরয ঃ যা পবিত্র মাহে রমযানের (চন্দ্রমাস) একমাস আদায় করা হয়।

খ. ওয়াজিব ঃ মান্নত বা কাফফারার সাউম।

গ. সুন্নাত ঃ নবীকরীম (সাঃ) যা নিজে করতেন এবং উম্মাতের প্রতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন যেমন আশুরার, আরাফার দিনে ও আইয়ামে বীযের ইত্যাদি।

ঘ. নফল ঃ উল্লেখিত তিন প্রকার ব্যতীত সকল ইতিবাচক সাউমই নফল। যেমন শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা।

দুই. নেতিবাচক সাউম দুই প্রকার ঃ

ক) মাকরুহ, খ) হারাম,

ক. মাকরুহ ঃ যে কোন একদিন নির্দিষ্ট করে সাউম পালন করা। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল সাউমও মাকরুহ।

খ. হারাম ঃ বছরের পাঁচ দিন সাউম পালন করা হারাম। দুই ঈদের দুই দিন ও আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন। আইয়ামে তাশরীক হলো ১১, ১২, ও ১৩ই জিলহাজ্ব।

**গ. সাউম কেন ফরয করা হলো ঃ** সূরায় বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হও।

উক্ত আয়াতের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি দুই কারণে সাউম ফরয করা হয়েছে।

প্রথমত: অতীতের সকল নবীর উম্মতের উপর সাউম এর ইবাদত ফরয ছিল তাই।



www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত: তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের লক্ষ্যে সাউম ফরয হয়েছে।

**ঘ. সাউম এর ফজিলত বা কল্যাণ ঃ** সাওমের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মর্যাদা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

এই স্বল্প পরিসরে সাউমের ফজিলত বা গুরুত্ব আলোচনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করে শেষ করতে চাই।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ . (بخارى ، مسلم)

রাসূল (সা) বলেছেন– বনী আদমের সকল আমরে বিনিময় দশ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত দেয়া হবে। (কিন্তু সাওম ব্যতিক্রম)

আল্লাহ্ বলেন– (বনী আদমের সকল আমল তার নিজের) কিন্তু সাউম আমার জন্য তাই আমি নিজেই তাকে এর প্রতিদান দেবো।- (বোখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ . (بخارى ، مسلم)

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে মাহে রমযানের সিয়াম সাধনা করবে তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ . (بخارى)

সাউম ঈমানদারদের জন্য ঢাল স্বরূপ। (বোখারী)

এ ধরনের অসংখ্য হাদীসে রাসূলের মাধ্যমে সাউমের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আমরা সাউমের কল্যাণ লাভ করতে পারবো। ইন্‌শাআল্লাহ্।

**২. মাহে রমযান আত্মশুদ্ধির অনুশীলনকাল বা ওয়ার্কসপ ঃ**

**ক) আত্মশুদ্ধি কেন করা হয় ঃ** মানব সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ্ তায়ালা প্রতিটি মানুষের অন্তরে পাপ ও পূণ্যের চেতনা জাগ্রত করে দিয়েছেন। এ কারণে প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে কখনও পাপের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় আবার কখনও উদ্বুদ্ধ হয় পূণ্যের চেতনায়। এ দুয়ের সংঘাত মানব জীবনে অহরহ চলতে থাকে। এ সংঘাতে যে ব্যক্তি তার পাপের চেতনাকে দমন করতে সক্ষম হয় সে ব্যক্তি সফল।



www.pathagar.com

আর কোন জনপদের অধিকাংশ মানবগোষ্ঠী যদি পাপাত্মাকে পরাভূত করতে পারে তবে সে জাতির সফলতাকে কেউ ধরে রাখতে পারে না।

পাপ চেতনা দমন করা খুব সহজ কাজ নয়, বরং এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক বিরাট নেয়ামত। এ পাপ চেতনা দমনের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তার অনুগত মুসলিম বান্দাদের অনেক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র রমযান মাস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া পাপ চেতনা দমনের এক গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সময়। তাই এ সময়কে আত্মশুদ্ধির অনুশীলনকারী বা ট্রেনিং পিরিয়ড (Period) বলা হয়ে থাকে।

**খ. আত্মশুদ্ধি কিভাবে ঃ** পবিত্র মাহে রমযানের পূর্ণমাণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অর্থাৎ সবক'টি অনুষ্ঠানই আত্মশুদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে।

যেমন–

ক) পানাহার বর্জন

খ) যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকা।

গ) সালাতে তারাবীহ

ঘ) আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় (কুরবানী)

ঙ) আল কুরআন তেলাওয়াত

চ) লাইলাতুল কদর-এর সন্ধান

ছ) ইতেকাফ।

**৩. মাহে রমযানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ**

**ক) তাকওয়া অর্জনই মাহে রমযানের উদ্দেশ্য ঃ** আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরায় বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে (সাউম ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে) ঘোষণা করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী (উম্মতদের) উপর, যাতে করে তোমরা তাকওয়া, খোদাভীতি ও খোদাপ্রেম অর্জন করতে পারো।

তাই নামায যেমনিভাবে মুমিনদেরকে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়ে দাসত্বের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা দিয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে শারীরিক ইবাদত সাউম একমাস পূর্ণ ঈমান ও ইহতেসাবের সহিত পালন করলে অবশ্যই খোদাভীতি ও খোদাপ্রেম অর্জিত হবে। এই জন্য আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন– 'সাউম আমার জন্যই, যার প্রতিদানও


www.pathagar.com

আমি নিজেই' অর্থাৎ ইবাদাত লোক দেখানোর জন্য হতে পারে; কিন্তু সাউম এমন কি ইবাদত, যা একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে আল্লাহ্‌র জন্যেই হয়ে থাকে।

**খ) রমযানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক ঃ** আমরা সাধারণত: প্রত্যেক বছর রমযান মাস এলেই ঈমাম, আলেমেদ্বীন ও জুময়ার খোতবার মাধ্যমে রমযান মাসের বিশেষ ফাজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে শুনে থাকি। এজন্য মুসলিম মিল্লাত রমযান মাসের বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকে। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি, রমযান মাসের এত গুরুত্ব ও মর্যাদা কেন হয়েছে? আসুন আমরা রমযানের সাথে কোরআনের আলোচনা করে উক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর গ্রহণ করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরায় বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ .

মাহে রমযান তো সেই মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের চলার পথের দিক নির্দেশক হিসেবে, যার মাঝে হেদায়াতের দলিল প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আরো রয়েছে ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের বিষয়সমূহ। সূরায়ে কদরে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ–

"নিশ্চয় আমি এই কুরআনকে কদরের রাত্রিতে নাযিল করেছি।"

সুতরাং উল্লেখিত দু'টি আয়াতের মর্মানুযায়ী আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি, কুরআন নাযিলের কারণেই রমযানের এত কদর এত গুরুত্ব হয়েছে। আর কুরআন নাযিলের কারণেই রমযানের সিয়াম সাধনা ফরয করা হয়েছে। অতএব রমযানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক আমাদের কাছে এখন সুস্পষ্ট।

**গ) তাকওয়া কাকে বলে ঃ** তাকওয়া শব্দটি ধাতুগত উৎপত্তির দিক থেকে চিন্তা করলে আরবী ভাষায় এর অর্থ শুধু খোদাভীতি বা খোদাপ্রেম হবে না। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে যেভাবে তাকওয়ার আলোচনা হয়েছে তাতে মূল উদ্দেশ্য এক হলেও দু'ধরনের অর্থ করতে হবে। যেমন সূরা তাহরীম– এর দুই নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

(হে ঈমানদারগণ) তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।



www.pathagar.com

অতএব তাকওয়ার এক অর্থ যেমন খোদাভীতি অর্জন, মুত্তাকী হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকাই খোদাভীতি। আরেক অর্থ বাঁচা, মুক্তি লাভ করা, নিষ্কৃতি পাওয়া, বিজয় লাভ করা।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে দু'অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং একটি অন্যটির সম্পূরক। সাউমের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যাতে করে তোমরা খোদাভীতি বা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তোমরা প্রকৃতপক্ষে পরিত্রাণ পাবে বা মুক্তি লাভ করবে।

**ঘ) তাকওয়ার বাস্তব অবস্থা ঃ** এখানে তাকওয়ার বাস্তব অবস্থাটা বা তাকওয়ার সুফল আল-কুরআন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন–

وَمَنْ يَّتَقِ اللهَ لَيَجْعَلْ لَه مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ .

যারা আল্লাহ্ ভীতির মাধ্যমে জীবন যাপন করে, আল্লাহ্ তাদের চলার পথ খুলে দেন। আর তাদেরকে এমন জায়গা থেকে রিজ্‌ক এর ব্যবস্থা করে দেন, যা তারা কোনদিন চিন্তাও করতে পারে না। (তালাক–২-৩)

সূরা আলে-ইমরানের ১২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং খোদাভীতির মাধ্যমে জীবন যাপন করো তাহলে তোমাদের শত্রুদের কোন ষড়যন্ত্র বা কলাকৌশল তোমাদের কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না– وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا .

অতএব তাক্‌ওয়ার অর্থ বুঝে তার আলোকে একজন মুমিন যদি তার সঠিক চরিত্র গঠন করে এবং জীবনকে তাক্‌ওয়া ভিত্তিতে পরিচালনার শপথ গ্রহণ করে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে যেমন সুবিধা পাবে, তেমনি সামষ্টিকভাবে ইহ ও পরকালে সুবিধার কথা উল্লেখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমাদের বাস্তব জীবনে তাক্‌ওয়ার সুফল বয়ে আনবো, এটাই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

**৪. রমযানের সাথে কুরআন ও তাক্‌ওয়ার সম্পর্ক ঃ**

ইতিপূর্বে আমরা তাক্‌ওয়ার অর্থ পরিচিতি ও বাস্তব দিক আলোচনা করেছি। এখন রমযান ও কুরআন তাক্‌ওয়া অর্জনে কি ভূমিকা রাখে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

সূরা ফাতিহা আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করেছি এই বলে যে, হে রব, আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর পরিচালিত কর। এর উত্তরে রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারার প্রথমেই সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর চলার শর্ত উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন–


www.pathagar.com

ذلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ – هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ .

ইহা এমন এক কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা মুত্তাকী তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে।

অতএব বুঝা যাচ্ছে, কুরআন থেকে হিদায়াত পেতে হলে মুত্তাকী হওয়া শর্ত। সাউম ফরয করা হয়েছে– তাক্‌ওয়া অর্জন করার জন্য এবং কুরআন নাযিলের কারণেই রমযান মাসের এতো গুরুত্ব হয়েছে।

সুতরাং আল-কুরআন মানব জাতির জন্য একমাত্র নির্ভুল জীবন বিধান। আল-কুরআন বুঝতে হলে তাক্‌ওয়া অর্জন করতে হবে আর তাক্‌ওয়ার প্রশিক্ষণের জন্যই একমাত্র সিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই রমযানের প্রশিক্ষণ কুরআন বুঝে তা বাস্তবায়নের জন্য এক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

অতএব আল-কুরআন, মাহে রমযান ও তাক্‌ওয়ার পূর্ণতা অর্জন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নাম নয়, বরং পরিপূরক।

**শিক্ষাঃ আলোচ্য দারসের শিক্ষাগুলো নিম্নে দেয়া হচ্ছে ঃ**

১. পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। (বাধ্যতামূলক)

২. অসুস্থ অবস্থায়, মুসাফির, মহিলাদের শরয়ী ওযর ও অক্ষম বৃদ্ধদের জন্য এ মাসে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। (এ ব্যাপারে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে)

৩. মাহে রমযানের যথাযথ দায়িত্ব পালন বা মর্যাদা দিতে হলে আল-কুরআনকে বুঝতে হবে।

৪. কুরআন যে মানব জাতির জন্য হিদায়াত হিসেবে নাযিল করছেন তা যথাযথ উপলব্ধি করে সে মোতাবেক জীবন চলার শপথ নিতে হবে।

৫. 'রমযান, কুরআন, হিদায়াত ও লায়লাতুল কদর' বিষয়গুলো মজবুত ঈমানের সাথে বুঝে শুনে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৬. উল্লেখিত শিক্ষাগুলো পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে ই'তেকাফের গুরুত্বও কম নয়। তাই যথাসাধ্য আত্মগঠন ও তাকওয়া অর্জনের জন্য ই'তেকাফে অংশ গ্রহণের চেষ্টা থাকতে হবে।



www.pathagar.com

# যাকাতের ইসলামী বিধান

(সূরা আততাওবা ঃ আয়াত ৩৪-৩৫)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ – يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

**অনুবাদ ঃ**

১. হে ঈমানদারগণ! 'আহবার' (পন্ডিত) ও 'রোহবান'দের (সংসার ত্যাগীদের) অনেকেই লোকদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে এবং লোকদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে রাখছে (বাধা দিচ্ছে)। আর যারা সোনা ও রূপা জমা রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে না (হে নবী) আপনি এ সমস্ত লোককে কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন।

২. সেদিন (হাশরের দিন) জাহান্নামের আগুনে তা (জমাকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য) উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পাঁজর ও পিঠকে দগ্ধ করা হবে। (দাগ দেয়া হবে) আর (বলা হবে) ইহা সে সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং আজ তা জমা করে রাখার স্বাদ আস্বাদন করো।

**নামকরণ ঃ** এ সূরাটি দু'টো নামে পরিচিত ঃ

১) তাওবা আর        ২) বারাআত।

'তাওবা এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এ সূরার এক জায়গায় ঈমানদার লোকদের গুনাহ মার্জনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।



www.pathagar.com

আর 'বারায়াত' হিসেবে নামকরণ করার কারণ হলো, এ সূরার প্রথমেই মুশরিকদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে এই ভাবে–

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

**শানেনুযূল ঃ** ইহুদী-খৃষ্টান পীর পুরোহিতগণ এমন সব অসৎ কর্মে লিপ্ত হতো যা সমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল। তারা অত্যন্ত গর্হিত পন্থায় লোকদের ধন-সম্পদ ভোগ করতো এবং সব সময়ে লোকদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতো। তাদের এ সকল ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডের প্রতি ইংগীত করেই আয়াত নাযিল হয়।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ .

অবশিষ্ট আয়াতংশ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে অথচ তার যাকাত প্রদান করে না তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়।

**বিষয়বস্তু ঃ**

১. ইহুদী-খৃষ্টান পীর পুরোহিতদের কুকীর্তি এবং সমাজে গোমরাহী প্রসারের আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি তাদের কর্তৃক মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে রাখার অপপ্রয়াসের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

২. সোনা রূপাসহ অন্যান্য ধন-সম্পদ জমা করার এবং তার যাকাত প্রদান না করার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

اَلْاَحْبَارُ وَالرُّهْبَانُ : اَحْبَارُ শব্দটি حَبْرٌ এর বহুবচন আর رُهْبَانٌ শব্দটি رَاهِبٌ এর বহুবচন।

**আহবার ও রোহবানদের পরিচয় ঃ** ইহুদী ও খৃষ্টানদের পন্ডিতদেরকে বলা হয় আহবার। আর তাদের আধ্যাত্মিক পীর-পুরোহিতদেরকে বলা হয় রোহবান বা সংসার ত্যাগী, বৈরাগী। শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ব্যাপারে ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের আহবারদের নিকট যেতো। আর তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের (তাওরাত/ইঞ্জিন) বিধানগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান তাদের সামনে পেশ করতো, আর তারাও উহাকে সঠিক বলে মনে করতো। আর রোহবান হচ্ছে তাদের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু। তারাও মানুষকে গোমরাহীর পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করতো। তবে ইসলামের সবেচেয়ে বড় বিরোধী গোষ্ঠী ছিলো আহবরগণ। তারা জেনেশুনেও ইসলামের সবচেয়ে বড় বিরোধী গোষ্ঠী ছিলো।



www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ যে কোন সমস্যা/মাসয়ালা-মাসায়েল জানার জন্য ওলামায়ে কেরাম পীর, বুজুর্গ লোকদের নিকট গিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় সঠিক সমাধান দিতে পারে অথবা টাকা-পয়সার বিনিময়ে বা রুজি-রোজগারের চিন্তায় ভুল শরীয়ত বিরোধী ফতোয়া দিতে পারেন।

اَلْبَاطِلُ ভ্রান্ত, মিথ্যা, ভুল, অন্যায়, বাতিল, গ্রহণযোগ্য নয় এমন, যার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণাদী নেই। অবৈধ, নিষিদ্ধ অসামাজিক। এখানে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করার অর্থ হলো ইসলামের প্রকৃত আইন-কানুনকে গোপন রেখে সাধারণ লোকদের মর্জি ও চাহিদানুযায়ী টাকার বিনিময়ে ফতোয়া বা সমাধান দিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করতো। আর এটাই অন্যায় বা অবৈধভাবে মাল ভক্ষণের শামিল।

يَصُدُّوْنَ তারা বাধা দেয়, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সরিয়ে রাখে, দূরে রাখে নিরুৎসাহিত করে। মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। আসল কথা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যম হলো আহবার ও রোহবানদের মিথ্যা ফতোয়ার ধোঁকায় পড়ে সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হতো এবং প্রকৃত সত্যকে জানা বুঝার মতো কোন সুযোগই দেয়া হতোনা। বরং তাদেরকে অন্ধ অনুসরণে উৎসাহিত করা হতো।

يَكْنِزُوْنَ তারা সঞ্চয় করে। জমা করে রাখে, স্তুপিকৃত করে রাখে, পুঞ্জিভূত করে রাখে। বাক্সবন্দি করা, খরচ করেনা।

الذَّهَبُ স্বর্ণ আর اَلْفِضَّةَ রৌপ্য।

لاَيُنْفِقُوْنَ ব্যয় করে না, যাকাত দেয় না, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না। সদকা করে না, মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করে না। দরিদ্র ও প্রার্থীদের দান করে না। প্রতিবেশীর হক আদায় করে না।

فَبَشِّرْهُمْ এর মূলরূপ হলো يُبَشِّرُ بَشَّرَ অর্থাৎ সুসংবাদ দেয়া। সংবাদ প্রদান করা, খবর দেয়া, জানিয়ে দেয়া, অবহিত করা, দুঃখের সহিত ঘোষণা করা।

بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ কষ্টদায়ক শাস্তি, পীড়াদায়ক, কঠোর শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কঠিন শাস্তি।



www.pathagar.com

يُحْمَى উত্তপ্ত করা হবে। গরম করা হবে। আগুনের তাপ দেয়া হবে। অর্থাৎ জমাকৃত/পুঞ্জিভূত করা স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আগুনে ফেলে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়েই শাস্তি দেয়া শুরু হবে।

فَتُكْوٰى بِهَا অতঃপর সে উত্তপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা দাগ দেয়া হবে। উহা দ্বারা ছাপ দেয়া হবে।

جِبَاهُهُمْ অর্থাৎ তাদের ললাটে, কপালে, এখানে ব্যবহৃত শব্দটি جَبْهَةٌ এর বহুবচন, এর অর্থ কপাল, ললাট, উর্দুতে বলে পেশানী।

جُنُوْبُهُمْ তাহাদের পার্শ্বদেশসমূহে, পাঁজরে, এখানে ব্যবহৃত جُنُوْبُ শব্দটি جَنْبُ শব্দের বহুবচন অর্থ হলো পাঁজর, পার্শ্বদেশ, অন্য এক আয়াতে শোবার অবস্থাকে جُنُوْبٌ বলে ঘোষণা করেছে। যেমন- وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ আর শয্যাবস্থায়।

ظُهُوْرُهُمْ তাদের পৃষ্ঠ দেশে, পীঠে, ظُهُوْرُ শব্দটি ظَهْرٌ শব্দের বহুবচন, এর অর্থ : পীঠ, পৃষ্ঠদেশ, মেরুদন্ড।

مَا كَنَزْتُمْ যা তোমরা স্তুপিকৃত করে রেখেছিলে। যে সম্পদ (সোনা/রূপা) তোমরা সঞ্চয় করেছিলে, যা তোমরা স্তুপিকৃত করে রেখেছিলে।

لِأَنْفُسِكُمْ নিজেদে জন্য, আপন নফসের জন্য, তোমাদের নিজেদের বিলাসিতা করার জন্য।

فَذُوْقُوْا অতঃপর স্বাদ গ্রহণ করো। এখানে মূল শব্দ হলো ذُوْقُوْا তোমরা স্বাদ আস্বাদন করো, ভোগ করো। এই শব্দটির মূল রূপ হলো- يَذُوْقُ - ذَاقَ অর্থাৎ যে মাল তোমরা এতদিন অবৈধ পন্থায় সঞ্চয় করেছিলে আজকে তারই স্বাদ (আজাব) গ্রহণ করো, দেখা যাবে কতদূর সহ্য হয়।

এখানে স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখার এবং তার যাকাত আদায় না করার পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষ এ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য উপায় অবলম্বন করতে পারে।

**যাকাত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু কথা :**



www.pathagar.com

**এক. যাকাত ফরয ও আরকানে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ঃ**

কুরআনে হাকিমের অনেক জায়গায় নামাযের নির্দেশের সাথে সাথে (২৬ বার) যাকাত আদায় করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সূরায় বাকারার ১১০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَمَاتُقَدِّمُوْا لاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ اِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো আর নিজেদের জন্য কল্যাণ্যকর যা কিছু আগেভাগে পাঠাবে তা আল্লাহ্র নিকট পাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সকল কাজকর্ম দেখছেন।'

সূরা আত তাওবার ১০৩ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا .

'হে নবী, আপনি তাদের মাল হতে যাকাত আদায় করুন, যদ্বারা আপনি তাদেরকে পাক ও পবিত্র করবেন।'

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .

'তোমরা এগুলোর ফল খাও যখন ফলন্ত হয় এবং এগুলো কাটার সময় হক আদায় করে দাও।' (উশর দাও)।

হাদীস শরীফে যাকাতকে আরকানে ইসলামের ৩য় রুকন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে–

بُنِيَ الاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةَ اَنْ لاَاَلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . (بخارى)

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ ১) এ সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, ২) সালাত কায়েম করা, ৩) যাকাত আদায় করা, ৪) হজ্জ পালন করা, ৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। (বোখারী)

উল্লেখিত আয়াতে কুরআন ও হাদীসে রাসূলের বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠলো যে, যাকাত এটা ফরয, এবং আরকানে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন (স্তম্ভ)।

**দুই. যাকাত পূর্বেও ফরয ছিলো ঃ**

নামায ও রোযা যেমনিভাবে সকল উম্মতের উপর ফরয, তেমনিভাবে যাকাত প্রদান করাও ফরয ছিলো।



www.pathagar.com

সূরা বাকারারা ৮৩ নং আয়াতে বনী ইসরাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন–

لَاتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ .

'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকীনদের প্রতি ভালো আচরণ করবে, লোকজনকে কল্যাণের উপদেশ দান করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাতাক আদায় করবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর কাজ সম্পর্কে কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا .

'আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যত দিন বেঁচে থাকি যেন সালাত ও যাকাত আদায় করি।'

এমনিভাবে অসংখ্য আয়াতে পূর্বেও যে যাকাত ফরয ছিলো, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**তিন. যাকাতের অর্থ ঃ**

زَكٰوةٌ (যাকাত) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, বৃদ্ধি ও পরিশুদ্ধি। কেননা যাকাত দানের মাধ্যমে সম্পদশালীর সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তার অন্তর কৃপণতার কলুষ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী মসুলমানদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ [বছরের হিসেব শেষে উদ্বৃত্ত সম্পদের (২ $\frac{১}{২}$) বা শতকরা আড়াই ভাগ] আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে সম্পূর্ণভাবে দান করাকে যাকাত বলে। এতে ব্যক্তির নিজের কোন লাভ ও সুনাম বা প্রদর্শনেচ্ছা থাকতে পারবে না।

**চার. যাকাত না দেয়ার পরিণাম ঃ**

যাকাত আদায় না করে কৃপণতা প্রদর্শনের শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন–

www.pathagar.com

وَلاَيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَاآتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْابِه يَوْمَ الْقِيمَةِ .

আল্লাহ্ যাদেরকে আপন অনুগ্রহ হতে (সম্পদ) কিছু দান করেছেন, যা নিয়ে তারা কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর বরং এটা তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যে সম্পদ নিয়ে তারা কৃপণতা প্রদর্শন করছে কিয়ামতের দিন উহা তাদের ঘাড়ে শিকলরূপে পরিয়ে দেয়া হবে। (আলে ইমরান-১৮০)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা যাকাত আদায় না করাকে মুশরিকের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন এই বলে-

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ .

'ধ্বংস অনিবার্য, ঐ সকল মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত প্রদান করে না। (হামীম-আসসিজদা)

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলিফা নির্বাচতি হলেন তখন তিনি ঘোষণা করলেন 'আল্লাহ্র কসম, যারা রাসূলের জীবদ্দশায় যাকাত দিতো তারা যদি আজ একটি বকরীর রশি দিতেও অস্বীকার করে তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।' একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, যারা তাওহীদ রিসালাতে বিশ্বাস করে, নামাযও কায়েম করে, শুধুমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করাতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হবে কেন? অবশেষে হযরত আবু বকরের যুক্তি ও দৃঢ়তার কারণে সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে এ সিদ্ধান্তের সাথে এক মত হয়ে 'ইয়ামামার' যুদ্ধে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।

**পাঁচ. যাকাতে নিসাব ঃ**

যে সকল সম্পদের মালিক হলে ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয়। ঐ সকল সম্পদ থাকলে সে ব্যক্তিকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'সাহেবে নিসাব' বা যাকাতের পরিমাণ সম্পদের মালিক বলা হয়। স্থাবর সম্পত্তি, উপার্জনের হাতিয়ার, শিল্প কারখানানার যন্ত্রপাতি, জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আর্থিক ব্যয় বাদ দিয়ে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ মূল্যের মাল বা নগদ টাকা হচ্ছে যাকাতের নিসাব। এ পরিমাণ সম্পদ কোন মুসলিম ব্যক্তির নিকট পূর্ণ একবছর থাকলে যেস সব সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ

www.pathagar.com

যাকাত প্রদান করা ফরযে আইন। নিসাবের কম হলে এবং ১ বছর পুরা না হলে যাকাত ফরয হবে না।

ক. **যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয ঃ** শরীয়তের অন্যান্য বিধান যেমন– সালাত, সাওম এগুলো যে সকল ব্যক্তির ওপর ফরয। (যেমন– প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, স্বাধীন, মুসলমান, ইত্যাদি) যাকাতও সে সকল ব্যক্তির উপর ফরয। তবে এ ব্যাপারে অতিরিক্ত শর্ত হলো ঃ ১) নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী হওয়া, ২) পূর্ণ এক বছর আপন নিয়ন্ত্রণে থাকা।

খ. **যে সকল মালে যাকাত ফরয হবে ঃ** নিম্ন লিখিত অর্থ সম্পদের নির্ধারিত হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

১) স্বর্ণ-রৌপ্য ও দেশের প্রচলিত মুদ্রা বা টাকা,

২) ব্যবসার মাল, ৩) গৃহপালিত পশু,

৪) খনিজ সম্পদ, ৫) উৎপন্ন শস্য (ওশর)

গ. **ওশরের নিসাব ঃ** এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মত-পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, জমিতে উৎপন্ন ফসল কম হোক কিংবা বেশী, নদী ঝর্ণার পানিতে উৎপন্ন হোক আর বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হোক, সর্বাবস্থায় একদশমাংশ যাকাত দিতে হবে। শুধুমাত্র কাঠ, বাঁশ ও ঘাসের যাকাত দিতে হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ এর মতে পাঁচ ওয়াসাক বা ত্রিশমণের কম হবে না। আর কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। ওশর ফসলও দেয়া যেতে পারে অথবা তার মূল্যও দেয়া যাবে। এ বিষয়ে আরো আলোচনা 'কৃষিজাত দ্রব্যের যাকাত' অংশে করা হবে।

## ছয়. বিভিন্ন মালের যাকাতের হার ঃ

ক. **স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রচলিত মুদ্রা ঃ** স্বর্ণ বিশ মিছকাল আমাদের দেশের হিসেবে সাড়ে সাত তোলা এবং রূপা দুইশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা হলে যাকাতদাতা (সাহেবে নিসাব) হবে। উল্লেখিত সম্পদের চল্লিশভাগের একভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ যাতাক দিতে হবে। ব্যবহৃত অলংকারও যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে তারও যাকাত দিতে হবে। এক বৎসর পুরো না হলে অথবা নিসাবের কিছু কম হলে যাকাত ফরয হবে না।

প্রচলিত মুদ্রা যেমন টাকা, পয়সা, নোট ইত্যাদি বিনিময়ের জন্যই নির্দিষ্ট এবং সোনা-রূপার পরিবর্তেই এ সব ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই প্রচলিত মুদ্রায়ও চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে, যদি সোনা বা রূপার নেসাবের



www.pathagar.com

মূল্যের সমান হয়। (শামী কিতাব হতে) (সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্য বা সমমানের মূল্য) ১৩৮৫ হিজরীতে কায়রোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের সিদ্ধান্তও ইহাই।

বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, সোনা-রূপার মধ্যে যা দেশে অধিক প্রচলিত তারই হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের দেশে টাকা রূপারই স্থলাভিষিক্ত। তাই রূপার মূল্যেই নিসাবের হিসাব করতে হবে। (সৌদী আরব, কুয়েত, আবুধাবি ইত্যাদি দেশে স্বর্ণ প্রচলিত) যাতে নিসাব পূর্ণ হয় তার সাথে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এক কথায় দরিদ্র লোকদের যেভাবে বেশী উপকার হয় সেভাবেই নির্ধারণ করতে হবে। (দুররে মুখতার কিতাব হতে) উদাহরণ স্বরূপ বর্তমানে ১৯৮৯ ইং সনে আমাদের দেশে রূপার তোলা ১৭০ টাকা হতে ১৮০ টাকা হিসেবে সাড়ে বায়ান্ন তোলার মূল্য দাঁড়ায় আনুমানিক ৯৫০০ টাকা, বিগত ৬ মাসে ও আগামী ৬ মাসেও প্রায় একই মূল্য থাকবে। অতএব যার হাতে ৯৫০০/- টাকা অতিরিক্ত আছে বা সমমূল্যের সম্পদ আছে তাকে (সাহেবে নিসাব) যাকাতদাতা হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে। শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে ৯৫০০ টাকায় ২৩৭/৫০ টাকা যাকাত হবে।

অতএব সোনা-রূপা ও দেশের প্রচলিত মুদ্রার যাকাত নির্ধারণে উল্লেখিত নীতিমালা অনুসরণ করে যথাযথভাবে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যেহেতু রূপার দামই আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য, সেহেতু কোন বৎসর রূপার মূল্য কত দাঁড়ায় পূর্বাহ্নেই তা যাচাই করে সুষ্ঠু হিসেবের মাধ্যমে যাকাত আদায় করতে হবে। হিসেব ব্যতীত আনুমানিক দাম করলে ফরয আদায় হবে না, বরং সাদকা হিসেবে তা গণ্য হবে।

যদি কারো কাছে সোনা ও রূপা নেসাবের কম পরিমাণ থাকে তাহলে দুটোর মূল্য একত্র করলে যদি রূপার হিসেবে নিসাবের পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি শুধু সোনা নেসাবের কম পরিমাণ থাকে এবং টাকা-পয়সাও অন্যান্য সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ থাকে তাহলে সোনার যাকাত দিতে হবে না। অন্য মালের যাকাত দিতে হবে। কারণ এদেশে টাকা রূপার স্থলাভিষিক্ত।

খ. **ব্যবসায়ের মাল ঃ** ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত হিসেবে রূপার মূল্যই প্রযোজ্য হবে। এর সাথে সমর্থন পাওয়া যায় দুররে মুখতার কিতাব, শামী এবং ১৩৮৫ হিজরীতের কায়রোয় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনের মতামত। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ) ও হানাফী



www.pathagar.com

ইমামগণও মত প্রকাশ করেছেন যে যাতে গরীবের বেশী উপকার হয় সে হিসেবেই মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং রূপার হিসেবেই যাকাতের নিসাব নির্ধারিত হবে।

ব্যবসার মালের ব্যাপারেও একই রীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ ব্যবসার বিনিয়োগকৃত. সমুদয় মালের মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের হয়, তাহলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে। আর যদি সোনা, রূপা ও মাল কোনটাই নিসবা পরিমাণ না থাকে তখন তিনটি মিলিয়ে নিসাব ঠিক করতে হবে। যেমন-এক ব্যক্তির নিকট ৫০০০ টাকা, রৌপ্য ২০০০ টাকা সঞ্চিত মাল ৭০০০ টাকা মূল্যের এবং নদগ টাকা ৩০০০ টাকা আছে, তখন তাকে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার নিসাব (৯৫০০ টাকা) হারে মোট ১৭০০০ টাকার (শতকরা আড়াই ভাগ হারে) যাকাত আদায় করতে হবে।

কোন ব্যক্তির নিকট যদি বছরের প্রথম ভাগে নিসাব পুরো থাকে মধ্যখানে নিসাবের কিছু কমে গিয়ে পুনরায় বৎসরের শেষে নিসাব পুরো হয়ে যায়, তাহলেও তাকে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদী, যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, ষ্টেশনারী দ্রব্য, দালানকোঠা ইত্যাদি সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে না। বাকী সকল সম্পদ ও নগদ অর্থের হিসেব করে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসায়ীক লেনদেনের পাওনা টাকা অথবা যে কোন ধরনের পাওনা টাকা যদি দেনাদার আদায়ের ওয়াদা করে অথবা লিখিত দলিল প্রমাণ থাকে তবে নিসাব পরিমাণ হলে সেক্ষেত্রেও যাকাত দিতে হবে। অবশ্য ৩ প্রকারের পাওয়ানার মধ্যে মতভেদ থাকলেও ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে সকল পাওনাতেই যাকাত আদায় করতে হবে। কোন কারখানা বা কোম্পানীতে দেয়া শেয়ারের যাকাত দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কলকারখানা বা উপকরণের খরচের পরিমাণ বাদ দিয়েই হিসেব করতে হবে।

গ. **গৃহপালিত পশুর যাকাত ঃ** গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর। এর মধ্যে আমাদের দেশের পশু-গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এ চারটিই শুধু উল্লেখযোগ্য। যদিও ভিন্ন ভিন্নভাবে যাকাতের হার রয়েছে, এক্ষেত্রে শুধু উল্লেখিত ৪টি পশুর যাকাতের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে সায়েমা বা বিচরণশীল ও একবছর স্থায়ী হওয়া শর্ত। যে সকল পশু চারণ ভূমিতে (বিল, চর) চরে বেড়ায়, তাদের ঘাস কেটে খাওয়াতে হয় না, কৃষি কার্যে ব্যবহৃত হয় না। শুধু



www.pathagar.com

দুধ ও বাচ্চা দান করাই ইহাদের কাজ, তাদের সায়েমা বা বিচরণশীল বলা হয়। যে সকল পশু সায়েমা নয় সেগুলো প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাদের উপর যাকাত নেই।

হাদীসে রাসূল (সাঃ) এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে–

فِيْ الْغَنَمِ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اِلى عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ شَاةٌ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَان اِلى مِائَتَيْنِ فَاِنْ زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاه اِلى ثَلاَث مِائَةِ فَاِنْ زَادَتْ عَلى ثَلاَث مِائَة فَفِى كُلِّ مِائَةِ شَاةٌ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ الاَّتِسْعٌ وَثَلاَثُوْنَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهَا شَيْئٌ وَفِيْ الْبَقَرِ فِيْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِيْ الاَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْئٌ . (مشكوة شريف)

অর্থ ঃ ছাগল ভেড়ায় ৪০ হতে ১২০ পর্যন্ত হলে ১ ছাগল অথবা ভেড়া যদি এর বেশী ১টিও হয় তবে ২০০টি পর্যন্ত ২টি ছাগল, এর বেশী হলে (১টি) ৩০০ পর্যন্ত ৩টি ছাগল, যদি এর বেশী হয় তবে শতকরা ১টি হারে যাকাত দিতে হবে। আর যদি ৩৯ টিও থাকে তবে যাকাত নেই।

প্রত্যেক ৩০টি গরুতে একটি ১ বৎসরের বাচ্চা ও ৪০টি গরুতে ১টি ২ বৎসরের বাচ্চা যাকাত দিতে হবে। তবে কাজের উট ও গরুতে যাকাত নেই। (মেশকাত শরীফের বড় একটি হাদীসের শেষাংশ)

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ইমামগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় গরু-মহিষ ও ছাগল ভেড়ার যাকাতের হার নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

নিম্নলিখিত হারে গরু ও মহিষের যাকাত দিতে হবে–

| | |
|---|---|
| ৩০ টি গরুতে | ১টি তবীয়া (তবীয়া = ১ বৎসরী বাচ্চা) |
| ৪০ টি গরুতে | ২টি মুসিন্নাহ (মুসিন্নাহ = ২ বৎসরী বাচ্চা) |
| ৬০ টি গরুতে | ২টি মুসিন্নাহ (২ বৎসরে বাচ্চা) |
| ৭০ টি গরুতে | ২টি মুসিন্নাহ ও ১টি তবীয়া |
| ৮০ টি গরুতে | ২টি মুসিন্নাহ ও ১টি তবীয়া |



www.pathagar.com

৯০ টি গরুতে ৩টি তাবীয়াহ যাকাত দিবে।

১০০ টি গরুতে ২টি তাবীয়াহ ও ১টি মুসিন/মুসিন্নাহ যাকাত দিতে হবে।

এভাবে প্রতি ১০টিতে যাকাতের হিসেব ধর্তব্য হবে এবং শুধু তাবীয়া হতে মুসিন্নাহ ও মুসিন্না হতে তাবীয়াতে পরিবর্তিত হবে। গরু ও মহিষের যাকাতের বিধান একই।

ছাগল ৪০টি থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২১ হতে ২০০ পর্যন্ত হলে ২টি ছাগল। এরপর প্রতি শ'তে ১টি করে ছাগল দিতে হবে। ২০০ টির পর একটি বেশী হলেই ৩টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ছাগল ভেড়া ও দুম্বার একই নিয়ম।

ঘ. **কৃষিজাত দ্রব্যের যাকাত ঃ** আমাদের দেশে যাকাতের প্রচলন কিছুটা আছে, কিন্তু যাকাতের উল্লেখযোগ্য খাত 'ওশর' চালু নেই। মুসলমানদের জন্য অতীব পরিতাপের বিষয় 'ওশর'

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ . (البقره)

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জনের উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করো এবং সে সম্পদের মধ্য থেকেও যা আমি তোমাদের জন্য যমিন থেকে উৎপন্ন করেছি। (সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৬৭)

অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন-

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِه اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه وَلَاتُسْرِفُوْا.

'তোমরা ফসলের উৎপাদন খাও, যখন তাতে ফল ধারণ করবে এবং আল্লাহ্‌র হক আদায় করো, যখন শস্য কাটবে (আহরণ করবে) এবং সীমা লজ্ঘন করো না। (সূরা আনআম, আয়াত-১৪১)

হাদীসে রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমেও আমরা ওশর আদায়ের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন-



www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَشْرِيًّا اَلْعُشْرُ وَمَاسُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

. (رواه البخارى)

"আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হযরত নবী করিম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন– যা (যে ফসল) আকাশ অথবা প্রবাহমান কুপের পানি দ্বারা অথবা নালার পানি দ্বারা সিক্ত হয় (ফসল উৎপন্ন হয়) তাতে 'ওশর' (এক দশমাংশ) আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয় তাতে অর্ধ ওশর (বিশ ভাগের এক ভাগ)" (বুখারী শরীফ)।

উল্লেখিত কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের আলোকে ওশর আদায়ের গুরুত্ব ও ওশরের নিসাব আমাদের সামনে সুস্পষ্ট।

**সাত. যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ঃ** এ পর্যন্ত আমি যাকাতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ মালী ইবাদতের ব্যবহারিক দিকের উপর আলোচনা করেছি। বস্তুতঃ ইবাদতকে কিভাবে যথাযথ আদায় করা সম্ভব সে ব্যাপারে অবশ্যই বিরাট জিজ্ঞাসা রয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে যেমনিভাবে মুসলমানরা যাকাতের ব্যাপারে উদাসীন ঠিক তেমনিভাবে যাকাত আদায় করা হবে কিভাবে বা এর পদ্ধতি কি, এ বিষয়েও যথেষ্ট অজ্ঞতা রয়েছে। আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে, নামায সম্পর্কিত ছোট-খাটো বই বাংলায় বের হলেও তাতে নামায আদায় করার বিস্তারিত বিবরণ লিখা রয়েছে।

নামাযের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের ব্যাপারেও ইসলাম সমান গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই যাকাত আদায়ের পদ্ধতি জানতে হলে যাকাত ফরয হওয়ার পটভূমি, যৌক্তিকতা, অর্থনৈতিক মূল্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব অনুধাবন করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নিতে পারলেই যাকাত আদায়ের পদ্ধতি আমাদের নিকট সহজ ও সুস্পষ্ট হবে।

এখানে যাকাত আদায়ের যথার্থ পদ্ধতি অনুসরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا.



www.pathagar.com

'হে নবী, তাদের সম্পদ হতে যাকাত উশুল করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন।' (তাওবা আয়াত-১০৩)

অন্যত্র ঘোষণা করেছেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنّٰهُمْ فِىْ الاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থ ঃ তারা হচ্ছে সে সব লোক, যাদের আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে, আর মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। (আল হাজ্জ, আয়াত-৪১)

আরো উল্লেখ রয়েছে- وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

অর্থাৎ তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদের মধ্যে বঞ্চিত ও প্রার্থনা কারীদের অধিকার (প্রাপ্য) রয়েছে।

নবী করীম (সা) বলেছেন-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ لاَجَلَبَ وَلاَجَنَبَ وَلاَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلاَّ فِىْ دُوْرِهِمْ .

অর্থ ঃ আমর বিন শুয়াইব তার পিতা অতঃপর দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন جَلَبَ আনানো (অর্থাৎ যাকাত উশুলকারী কর্মচারী কর্তৃক দাতাকে দূর থেকে যাকাতের মাল হাজির করতে বলা) ও جَنَبَ সরানো অর্থাৎ (যাকাতদাতা সম্পদ দূরে রেখে কর্মচারীদেরকে তথায় যেতে বলা) কোনটিই সিদ্ধ নয়। যাকাত দাতার বাড়ী ছাড়া উশুল করা যাবে না। (আবু দাউদ)

নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন। 'তোমাদের বিত্তবানদের থেকে যাতাক উশুল করে তোমাদের দরিদ্রদের মধ্যে তা বণ্টন করার জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন।'

উল্লেখিত আয়াতসমূহে ও হাদীসের আলোকে যাকাত আদায়ের পদ্ধতি আমাদের নিকট মোটামুটি অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। তবুও আরো কিছু বিস্তারিত



www.pathagar.com

আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ্ তায়ালার সরাসরি নির্দেশ রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ও বন্টন রীতি আমাদের প্রত্যেকেরই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাছাড়া রাসূল (সাঃ) নিজেও বলেছেন- 'আমাকে যাকাত আদায় করে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় করার জন্য পাঠানো হয়েছে।'

অতএব একথা পরিস্কার যে, যাকাত একাকী আদায় নয়, বরং সামষ্টিকভাবে আদায় ও সামষ্টিকভাবে বন্টন করতে হবে।

আল্লাহ্র সে নির্দেশের আলোকে (যাদেরকে আমি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম ও যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে) একথাও সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের রাষ্ট্র প্রধান বা ঈমাম বা খলিফা সকলের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবেন এবং সামষ্টিকভাবে তা ব্যয় করবেন। এর বাস্তবায়ন রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন এর আমলে আমরা বাস্তবে দেখেছি। কিন্তু এ ধরণের ইসলামী রাষ্ট্র বা ইমাম আমাদের সমাজে নেই বলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এ দেশের মুসলমান কিভাবে যাকাত আদায় করবে? প্রকৃতপক্ষে  এদেশের মুলসমানদের এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বে-খবর থাকার কারণেই তাদের মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয়। তারপরও আনন্দের বিষয় যে, তাদের চেতনায় জাগরণ ঘটছে।

এমতাবস্থায় কোন ইসলামী সংস্থা বা ইকামাতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত কোন ইসলামী জামায়াত অথবা মুসলমানদের সামষ্টিক কোন সংগঠন যাকাত আদায় করবে এবং কুরআনে নির্ধারিত খাতে তা ব্যয় করবে। কুরআন হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সর্বসম্মত মত যে, এ ধরনের সংস্থা বা জামায়াতের হাতে যাকাত প্রদান ও বন্টনের দায়িত্ব অর্পণ করা মুসলমানদের উচিত। নতুবা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিলে যাকাতের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

বর্তমানে যে নিয়মে যাকাত দেয়া হচ্ছে তাতে দাতা অনুগ্রহ করে দিচ্ছে এবং গ্রহীতা অসম্মানজনভাবে দয়া হিসোবে পাচ্ছে। অথচ যাকাত দাতার কর্তব্য মনে করে দেয়া উচিত এবং গ্রহীতা তার হক পাচ্ছে বলে বোধ করা উচিত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিলে এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয় না।

আট. **সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায়ের সুফল ঃ** ইসলামের নির্দেশ অনুসারে সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায় করলে তা সামাজিকভাবে কত যে কল্যাণকর একটি উদাহরণ হতো আমরা তা বুঝতে পারবো। মনে করুণ একটি থানাতে (ফেনী সদর) ২০ জন যাকাতদাতা ৫ লাখ টাকা যাকাত স্থানীয় একটি



www.pathagar.com

সংস্থাতে জমা দিলো। উক্ত সংস্থা ঐ থানাতে যাকাত পেতে পারে এমন ৫০ জন লোকের তালিকা তৈরী করলো। সংস্থা চিন্তা করলো উক্ত ৫০ জনের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা পূরণ করা তাদের দায়িত্ব। উক্ত লোকদের শ্রেণী বিন্যাস করে ৩ সালা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হলো। এতে ১০জন মহিলাকে সেলাই মেশিন (১০X৩০০০ = ৩০,০০০) ১০ জন যুবককে রিকসা (১০X৭০০০ = ৭০,০০০) ১০ জন অক্ষম ব্যক্তিকে পানের বাকস (১০X৫০০০ = ৫০,০০০) ক্রয় করে দিলো। এদের তত্ত্বাবধানের জন্য আরো ২জন লোককে চাকুরী দেয়া হলো (বেতন দিয়ে)। থানার গরীব জনগণের চিকিৎসার জন্য চার অঞ্চলে ৪টা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হলো। (৪X২৫০০০ = ১,০০,০০০/-) শিক্ষার সুবিধার জন্য চার এলাকায় ৪টি বয়স্ক/অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হলো (৪X২৫০০০ = ১,০০,০০০) ইসলামী জ্ঞান দানের জন্য চার কেন্দ্রে ৪টি ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করা হলো। (৪X১০,০০০ = ৪০,০০০/-) বাকী টাকা দ্বারা মহিলা ও অসহায়দের খাওয়া ও কাপড়ের ব্যবস্থা করা হলো সাময়িকভাবে।

অতএব দেখা যাবে প্রতি বৎসর যথাক্রমে ৪০/৫০/৬০ জন লোককে স্বাবলম্বী করতে পারলে ৩বৎসরে ১৫০ জন লোককে আর যাকাত দিতে হবে না। তাছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসা ও ইসলামী জ্ঞানের দিক থেকেও এ থানা ৪র্থ বৎসরে আদর্শ থানার মানে উন্নীত হবে। এভাবে আমরা সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায় করে উক্ত পদ্ধতিতে অধিক সুফল পেতে পারি। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায়ে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

১. লোক দেখানো রিয়া বা প্রদর্শনীর ভাব সৃষ্টি হয়।
২. যাকাত দিয়ে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা বুঝায়।
৩. যাকাত আদায় না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
৪. যাকাত গ্রহীতা নিজকে হেয় মনে করার কারণ ঘটে।

তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যাকাত প্রদানে মারাত্মক সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি হয়। যেমন– কোন ব্যক্তি ঘরে বসে ৫০ হাজার টাকার যাকাতের কাপড় বিতরণ করলে যাকাতের হকদাররা সঠিকভাবে পাবে না। উপরন্তু পরবর্তী বৎসর দ্বিগুণ প্রার্থী যাকাত গ্রহণ করতে আসবে এবং পরের বৎসর আরো দ্বিগুণ প্রার্থী যাকাতের মাল নিতে আসবে। কারণ বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটিই স্বাভাবিক। ফলে সমাজে প্রতি বৎসরই ফকির-মিসকিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু স্বল্প সময় ও পরিসরে



www.pathagar.com

অধিক লোকের সমাগমে ও চাপে মারাত্মক দুর্ঘটানার সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। যার জ্বলন্ত প্রমাণ গত ২৮শে রমযান/৫ই মে শুক্রবার তারিখে চাঁদপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাবেক প্রধান মন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর বড় ভাই ডাঃ ফজলুর রহমান চৌধুরীর বাসভবনে ১৮/১৯ জন অসহায় মহিলার প্রাণহানি এবং ৫০ হতে ৭০ জন আহত হওয়ার মর্মবিদারক খবর দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক ইত্তেফাক ২৩শে বৈশাখ ১৩৯৬, ৬ই মে ১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়। ঢাকাতেও কয়েক বছর পূর্বে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

**নয়. যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্য ঃ** ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে, যাকাত যেমনিভাবে ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদতসমূহের অন্যতম তদ্রূপ সু-নিয়মিতভাবে আদায় করাও প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির, উপর আইনতঃ একান্ত কর্তব্য। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরছি।

পুঁজিবাদী সমাজের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সুদ, তেমনিভাবে কমিউনিস্ট সমাজের অর্থনীতির বুনিয়াদ হচ্ছে সম্পত্তির জাতীয়করণ। তদ্রূপ ইসলামী সমাজেও যাকাত অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ। অথচ একদিকে ধর্মীয় ব্যবস্থা অন্যদিকে অর্থব্যবস্থা এ উভয়দিক থেকে যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন না করায় বর্তমান সমাজের লোক এর প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে। অন্যভাবে আধুনিক বস্তুবাদী অর্থনীনিতবিদগণ যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্য স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত নন। আর কারণ সুস্পষ্ট।

**প্রথমতঃ** যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা তারা দুনিয়ার কোথাও দেখছেনা যার ফলে এর বাস্তব ও ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হয়ত যাকাত ব্যবস্থাকে একটি নীতি বা থিওরী হিসেবে তারা কখনও পর্যালোচনা ও গবেষণা করে তার অর্থনৈতিক মূল্য যাচাই করে দেখেনি। বরং দেখেছে ধনী লোকদেরকে ভিখারীদের মধ্যে যাকাত আদায়ের বিলাসিতার মাধ্যমে সম্মান, প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করতে। যার দৃশ্য দেখে অনেক চিন্তাশীল ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাকাতের কল্যাণকারিতা ও অর্থনৈতিক মূল্য বুঝতে সক্ষম হন। যাকাত যে দান নয় এবং ইহা আদায়ের বর্তমান পদ্ধতি যে ভুল ও ইসলাম বিরোধী এবং এক উন্নত, নির্ভুল ও সুষ্ঠু পন্থায় যাকাত আদায় করাই যে, ইসলামের নির্দেশ, এসব কথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই লোকদের বর্তমান ধারণার পরিবর্তন হবে।

ইসলাম মানুষকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। তাই লাগামহীন, অবৈধভাবে এবং মানবতা বিধ্বংসী


www.pathagar.com

নীতি সুদের মধ্যে অর্থ উপার্জন করাকে ইসলাম প্রশ্রয় দেয়নি, বরং হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে–

يَمحَقُ اللهُ الرِّبَاوَيُرْبِىْ الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ .

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সুদকে নির্মূলনিশ্চিহ্ন করে দেন আর সাদকায় ক্রম বৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ্ অকৃতজ্ঞ (সুদ খোর) পাপী লোকদের মাত্রই পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা, আয়াত–২৭৬)

যাকাত ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা। বস্তুতঃ জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে স্থায়ী নিরাপত্তা দানে যাকাত 'বীমা' বিশেষ এবং প্রত্যেক নাগরিক এর খাওয়া, পরা, থাকা, শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ যাকাত ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন এক গোষ্ঠীর মধ্যে জাতির সম্পদ সীমাবদ্ধ থাকুক, এটা ইসলাম অনুমোদন করে না। এমনকি দেশের ব্যবসাসহ অর্থ উৎপাদনের সকল উৎস মাত্র কতিপয় লোকের হাতে নিয়ন্ত্রিত হবে, এটাও ইসলাম সমর্থন করে না। একমাত্র সুষ্ঠু যাকাত ব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। সুতরাং যাকাত ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির মূল পুঁজি।

দশ. **যাকাত আদায়ের মৌসুম ঃ** যাকাত আদায়ের নির্ধারিত কোন মাস নেই। সাহেবে নিসাব যখন তার আর্থিক বছর শেষ হবে তখনি যাকাত আদায় করবে। তারপরও প্রায় দেখা যায় আমাদের দেশে পবিত্র রমযান মাসেই অধিকাংশ লোক ৭০ গুণ বেশী সাওয়াবের আশায় যাকাত আদায় করে থাকে। আর কেউ কেউ অন্যান্য সময়েও যাকাত আদায় করে থাকে।

এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কল্যাণকর কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করে তা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

পবিত্র মাহে রমযানের মর্যাদা ও গুরুত্ব মুসলিম মিল্লাতের নিকট সুপরিচিত। মুসলিম বিশ্বের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলার মুসলমানও এ মাসের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করে এবং সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। রমযান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ



www.pathagar.com

অর্থ ঃ মাহে রমযানের এমন মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবনবিধান এবং সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে। অন্যত্র বলা হয়েছে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থ (আল কুরআন) সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করবে যারা মুত্তাকী তাদেরকে। রমযান মাসের লক্ষ্য বলতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় রোযা ফরয করা হয়েছে এ অর্থে যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (বাকারা)

সূরায় কদরে বলা হয়েছে– اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

'অবশ্যই আমি কদরের রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছি।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ .

(সে) কদরের রাত হাজার মাসের (রাত্রির) চাইতেও উত্তম। উল্লেখিত আয়াতগুলো হতে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে যে পবিত্র মাহে রমযান বৎসরের যে কোন মাসের চাইতে অনেক অনেক বেশী মর্যাদাবান। এ মাসের কয়েকটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। যেমন–

ক) এ মাস কুরআন নাযিলের মাস

খ) এ মাস লায়লাতুল কদরের মাস, যা হাজার মাসের চাইতে উত্তম।

গ) এ মাসে জান্নাতের সকল দরজা খোলা ও জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয়।

ঘ) এ মাসে প্রতিটি নেক কাজের সাওয়াব ১০ হতে ৭০০, ৭০০ হতে ৭০০০ গুণে বর্ধিত করে দেয়া হবে।

ঙ) এ মাসেই বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যাতে অংশগ্রহণকারীগণ (সাহাবী) জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন]।

চ) এ মাসের সিয়াম সাধনায় আল্লাহ্ অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।



www.pathagar.com

ছ) এ মাসে শয়তানের সব নেতাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।

জ) এ মাসে তাকওয়া ও খোদা প্রেমের জোয়ার আসে বিশেষভাবে কুরআন থেকে হেদায়াত পেতে হলে মুত্তাকী হওয়া শর্ত আর মুত্তাকী তৈরীর মৌসুম রমযান মাসকে বলা হয়।

অতএব এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাবান, আত্মগঠনের মাস মুসলিমদের জীবনকে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের আশায় কর্মতৎপর করে দেয়। তাই এ মাসকেই যাকাত আদায়ের মাস হিসেবে যদি আমরা গ্রহণ করি তবে যাকাতের ফরজিয়াতের সাথে সাথে বহুগুণ বেশী সাওয়াব পাওয়ার এ মহাসুযোগ পাওয়া সম্ভব হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদার মাস হিসেবে যাকাতের মাধ্যমে এ মাসকে আরও সুশোভিত করে তুলতে পারি। তবে আশা করা যায় পরকালেও মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলবেন। এছাড়াও সমাজের যাকাত গ্রহীতা ব্যক্তিরাও তাদের অভাব ও সমস্যা পূরণের মাধ্যমে এ মাসে নিজেদের ইবাদত বন্দেগী যথাযথভাবে আদায় করতে আগ্রহ ও উৎসাহ পাবে।

**এগার. যাকাত ব্যয়ের খাত ঃ** কোন্ কোন্ খাতে যাকাতের টাকা, সম্পদ ব্যয় করা হবে, এ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে–

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

وَفِيْ الرِّقَابِ رِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . (التوبة)

'যাকাতের সম্পদ শুধুমাত্র ফকীর, মিসকিনদের জন্য, আর যাকাত আদায়ের কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত, মুয়াল্লাফাতে কুলুবদের জন্য, (মন আকর্ষণের উদ্দেশ্য)। ক্রীত দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণ মুক্তির জন্য, আল্লাহ্র পথে ও নিঃস্ব মুসাফীরদের জন্য। ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত খাত, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সুকৌশলী।' (তাওবা)

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত ব্যয়ের খাত ৮টি ঃ



www.pathagar.com

১. **ফকীর ঃ** যারা একেবারেই নিঃস্ব, সহায় সম্পদ বলতে কিছুই নেই। প্রয়োজন পূরণের জন্য এরা অন্যের নিকট হাত পাততে বাধ্য হয়।

২. **মিসকীন ঃ** এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার সামান্য সম্পত্তি আছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক জীবন যাপনে টানাটানি হয় আর কারো কাছে কোন কিছু চাইতে পারে না। এমন লোককে মিসকিন বা গরীব ভদ্র লোক বলা হয়।

৩. **মন জয় করার কাজে ঃ** এখানে সমস্যাযুক্ত নও মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগে চালু ছিলো। কিন্তু পরবর্তী যুগে এ নিয়ম রহিত হয়ে যায়। প্রয়োজনে আবার চালুও হতে পারে।

৪. **যাকাত বিভাগের কর্মচারী ঃ** এটি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করা হয়, তাদের বেতন যাকাত থেকেই দেয়া হয়।

৫. **দাস মুক্তির জন্য ঃ** এ পদ্ধতি রাসূল (সাঃ) এর পর থেকে আর চালু নেই। কেননা তিনি নিজেই দাস প্রথা রহিত করে গিয়েছেন। জরিমানার টাকার অভাবে যারা জেলে আটক থাকে তাদের মুক্তির জন্যও যাকাত দেয়া যেতে পারে।

৬. **ঋণ গ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য ঃ** এমন ব্যক্তি যে ঋণী অথচ ঋণ পরিশোধ করার মত তার কোন সামর্থ্য নেই। এমন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে।

৭. **আল্লাহ্‌র পথে ঃ** আর একে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যার অর্থ দাঁড়ায় جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় অবিরাম সংগ্রাম, প্রচেষ্টা; তবে এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। নিম্নে কয়েকটি জরুরী অর্থ উল্লেখ করা হচ্ছে–

ক. মুসলমানদের যাবতীয় কাজকে আল্লাহ্‌র পথে বলা যায়।

খ. যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে টাকার অভাব হলে সেক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

গ. যে মুজাহিদ অর্থাভাবে যুদ্ধে যেতে অক্ষম তাকে যাকাতের টাকা যাবে।


www.pathagar.com

ঘ. ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার কাজে যারা নিয়োজিত তাদের আর্থিক দুর্বলতা দূর করার জন্য যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

ঙ. ইক্বামতে দ্বীনের সার্বিক কাজই 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্'র কাজ। তাই এ কাজে ব্যয় করার জন্য যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে। সর্বোপরি মুসলমান ও ইসলামের এ চরম দুর্দিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা তথা ইক্বামতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ইসলামী সংগঠনে যাকাত দেয়া অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে সর্বোত্তম। যাকাতের বাধ্যবাধ্যকতা বা ফরযিয়াত তখনি আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পারবো, যখন এদেশে ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরিভাবে চলবে। তাই এ অনুশাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'ফি সাবিলিল্লাহর' এ খাতের গুরুত্ব সর্বাধিক মনে করা উচিত।

৮. **প্রবাসী মুসাফির ঃ** যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে সম্পদশালী, কিন্তু মুসাফির অবস্থায় অর্থের অভাবে পথচলা কষ্টকর হয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

বিঃ দ্রঃ যাকাতের ব্যবহারিক বিধানাবলী ও ওশরের সার্বিক দিকনির্দেশনা সম্পর্কে লেখকের অন্য একটি (যাকাতের ব্যবহারিক বিধান) বইতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি সেখান থেকে জেনে নেবেন।

উক্ত দারসের মধ্যে মুসলমানদের সামাজিক ও সার্বিক জীবনের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অনুসরণ করে চলতে হবে।

**শিক্ষা ঃ**

১. বর্তমান সমাজের আহবার ও রুহবানদের চিহ্নিত করে তাদের ধর্মের নামে যে অপকর্ম সেগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

২. অন্যায়ভাবে অন্যের মালামাল বা হক ভক্ষণ, অন্যের মাল নিজেদের স্বার্থে গ্রহণ করা ও আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করার ব্যাপারে কোন্ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ



www.pathagar.com

অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তাদেরকে সামাজিকভাবে পরিচিত করে দিতে হবে।

৩. যাকাত ও ওশর শরয়ী দৃষ্টিতে সমান নির্দেশ। ইসলামের এই বিধান সাহেবে নিসাব ব্যক্তিদের জন্য ফরয বা বাধ্যতামূলক নির্দেশ।

৪. যাকাতের অর্থ, প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আদায়ের পদ্ধতি এবং ব্যয়ের খাত সাধারণ মুসলমানদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

৫. সামষ্টিকভাবে ও জামায়াতবদ্ধভাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের জন্য যাকাতদাতাদের উৎসাহিত করতে হবে।

৬. সঠিকভাবে হিসেব নিকেশ করে স্ব স্ব সম্পদের যাকাত আদায়ের প্রশিক্ষণ নিতে হবে ও অন্যদেরকে দিতে হবে

৭. যাকাত আদায় না করলে দুনিয়ার সম্পদ নষ্ট ও পরকালীন জীবনের কঠিন শাস্তির ভয়াবহ অবস্থাও মুসলমানদেরকে বুঝাতে হবে।

৮. যাকাত প্রদান অনুকম্পা বা অনুদান নয়, রবং পাওনাদারদের ন্যায্য পাওনা ও দাতার জন্য দায়িত্ব পালন মনে করতে হবে।

৯. প্রদর্শনীমূলক যাকাত প্রদান সামাজিক ধ্বংস ডেকে আনে। তাই পুর্ণগঠনমূলক যাকাত প্রদান কল্পে সামষ্টিক উদ্যোগ ব্যতীত যাকাত আদায় না হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

www.pathagar.com

# শরয়ী পর্দার বিবরণ

(সূরা আননিসা ঃ আয়াত-২৩)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْسَلَفَ اِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

**অনুবাদ ঃ**

তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে (বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে) তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের কন্যা, বোনের কন্যা, তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন, তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে সেসব স্ত্রীর কন্যাগণ, যাদের সহিত তোমরা সহবাস করেছো। কিন্তু যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক (শুধুমাত্র বিবাহ হয়ে থাকে) তবে এ বিবাহে (তাদের কন্যাদের বিবাহ করায়) কোন গোনাহ নেই, আর তোমাদের আপন ওরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা, (হারাম করে দেয়া হয়েছে) কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে (তাতো শেষ হয়ে গেছে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

**নামকরণ ঃ** কুরআন মজীদের কিছু সূরা আছে যেগুলোর নামকরণে সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। এ সূরাটির নামকরণ সূরার আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টিতে করা হয়েছে। কেননা এতে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ইসলামী বিধান খুব বেশী আলোচিত হয়েছে। তাই অধিক আলোচিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে এর নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ النِّسَاءِ (সূরা 'আননিসা')।



www.pathagar.com

**শানেনুযূল ঃ** হযরত আবুল ক্বোরায়েস এর মৃত্যুর পর অন্ধকার যুগের প্রথানুযায়ী তার পুত্র তার সৎমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলো। তখন তিনি তাকে বললেন ওহে! তোমাকে আমার পুত্রের মত মনে করি, তুমি তোমার গোত্রের উত্তম লোকদের অন্যতম, যারা তোমার মায়ের মত তাদের সাথে এরূপ আচরণ শোভা পায় না। এরপর হুজুর (সাঃ) এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে হুজুর (সাঃ) তাকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। পরে আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করে কি ধরনের মহিলাদের বিবাহ করা হারাম সে ব্যাপারে নির্দেশ জারি করেছেন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ .

**বিষয়বস্তু ঃ**

১. এ আয়াতের মাধ্যমে পর্দার শ'রয়ী বিধান জারি হয় এবং উপরোল্লিখিত মহিলা ব্যতীত অন্যান্যদের সাথে পর্দার বিধান মেনে চলার নির্দেশ ঘোষিত হয়।

২. সাথে সাথে উল্লেখিত মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং এরা ব্যতীত অন্যান্যদের বিবাহ করার বৈধতা ঘোষণা করা হয়েছে।

**এ সূরার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ**

১. মুসলমানদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবন গঠন পদ্ধতি।

২. পরিবার গঠনের নিয়ম পদ্ধতি।

৩. বিবাহ বন্ধনের উপর শরীয়তের নিয়ন্ত্রণ।

৪. স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে সীমা নির্ধারণ।

৫. ইয়াতীমদের অধিকার সংক্রান্ত আইন-কানুন।

৬. মীরাস বণ্টন পদ্ধতি।

৭. অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপদেশাবলী।

৮. পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার পন্থা।

৯. মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ এবং এ ব্যাপারে আইন জারি করা।

১০. দন্ডবিধি আইনের ভিত্তি স্থাপন।

১১. মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ জামায়াতী জিন্দেগীর সংহতি বিধানের প্রয়োজনীয় উপদেশ।



www.pathagar.com

১২. আহলে কিতাবদের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের সমালোচনা।

১৩. মুনাফেকী আচরণের সমালোচনা।

১৪. তায়াম্মুমের বিধান জারি।

১৫. বিপদ সংকুল অবস্থাকালীন নামায আদায়ের নিয়ম পদ্ধতি।

১৬. সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইসলামী জামায়াতকে বিভিন্ন উপদেশ দান।

১৭. কাফের পরিবেষ্টিত মুসলমানদের দারুল ইসলামে হিজরত করার নির্দেশ দান।

ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ উক্ত আয়াতের উপর ভিত্তি করে 'মুহাররামাত' তথা যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা একজন পুরুষের জন্য হারাম তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন–

**প্রথমত ঃ ক)** حُرْمَتٌ مُؤَبَّدَةٌ অর্থ যাদের বিবাহ করা চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

যেমন– ১. আপন মা, যার গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে দাদী, নানীও হারাম।

২. পুরুষের নিম্নতম শাখা কন্যাগণ, নাতনী, পুতনী ইত্যাদি যত নিম্নস্তরের হোক।

৩. ভগ্নিগণ। এক্ষেত্রে সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন সকলেই অন্তর্ভুক্ত।

৪. ফুফুগণ। এদের মধ্যে পিতার সহোদরা, বৈপিত্রেয় বৈমাত্রেয় সকল বোন অন্তর্ভুক্ত।

৫. খালাগণ। এখানে মায়ের তিন প্রকারের বোনই অন্তর্ভুক্ত (সহোদরা, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয়) তার সাথে পিতা বা মায়ের খালাও।

৬. ভাইয়ের কন্যাগণ, সহোদরা বৈপিত্রেয় বৈমাত্রেয় সকল ভাইয়ের কন্যাগণ এর আওতাভুক্ত।

৭. বোনের কন্যাগণ এতে তিন প্রকার বোনের কন্যাগণ অন্তর্ভুক্ত।

৮. দুধমাতাগণ, শৈশবকালে যাদের দুধ পান করা হয়েছে। (অল্প করুক বা বেশী)।

৯. দুধবোনগণ, চাই একত্রে পান করুক কিংবা আলাদা আলাদাভাবে দুগ্ধ পান করুক। এদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন–



www.pathagar.com

يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ .

অর্থাৎ ঃ যারা বংশগত সম্পর্কের কারণে হারাম, দুগ্ধ সম্পর্কের দিক দিয়েও তারা হারাম। (বোখারী-মুসলিম)

১০. স্ত্রীর মাতাবর্গ, অর্থাৎ শাশুড়ীগণ। স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করে থাকুক কিংবা নাই করুক উভয় অবস্থাতেই স্বামীর জন্য শাশুড়ীকে বিবাহ করা হারাম। এক কথায় বিবাহের 'আকদ' হওয়ার সাথে সাথেই উক্ত স্বামীর জন্য তার শাশুড়ী হারাম হয়ে যাবে।

১১. পুরুষ যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, ঐ স্ত্রীর সাথে স্বামীর ঔরসজাত পুত্রের বিবাহ হারাম। সহবাস না করলে শুধু বিবাহ দ্বারা হারাম হবে না।

১২. সংগম কৃতা স্ত্রীর কন্যা, পোত্রী, দৌহিত্রী ইত্যাদি।

১৩. পিতার বিবাহিতা সমস্ত স্ত্রীগণ ছেলের জন্য হারাম।

১৪. দাদার বিবাহিত স্ত্রীগণ নাতির জন্য হারাম।

১৫. পুত্রবধূগণ, পৌত্রবধূগণ, তবে পালক পুত্রবধূ নয়।

১৬. যে মহিলার সাথে ব্যভিচার (যেনা) করা হয়েছে তার উর্ধ্বতন শাখা, মা, দাদী, নানী ও নিম্নতম শাখা, কন্যা, নাতনী ইত্যাদি হারাম।

১৭. কামভাবে যে নারীকে স্পর্শ করা হয়েছে তার উর্ধ্বতন ও নিম্নতন শাখা-ঐ পুরুষের জন্য হারাম। কামভাবে যে নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকানো হয়েছে, তার উর্ধ্বতন শাখা ও নিম্নতন শাখা হারাম।

**দ্বিতীয়ত ঃ** حُرْمَتٌ عَارِضَةٌ এমন কিছুসংখ্যক মহিলা আছেন যাদের সাময়িকভাবে কোন কারণে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু নির্দিষ্ট কারণটি শেষ হয়ে গেলে আর হারাম থাকে না। নিম্নে তাদের বিবরণ দেয়া হলো ঃ

১. স্বাধীন দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম, চাই– তা বংশগত হোক অথবা দুগ্ধ সম্পর্কীয় বোন হোক।

২. দু'জন ক্রীতদাসী বোনকে সহবাসের মাধ্যমে একত্রিত করণ হারাম।

৩. স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন তার ফুফী, খালা, ভাইয়ের কন্যা ও বোনদের কন্যাকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রিকরণ হারাম। কেননা রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন



www.pathagar.com

لَاتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَلَتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ اَخِيْهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ اُخْتِهَا .

'স্ত্রীর সাথে তার ফুফী, খালা, ভাইয়ের কন্যা ও বোনের কন্যাকে একত্রিত করো না।' (বোখারী)

৪. এমন দু'জন মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম, যাদের একজন পুরুষ এবং অপরজনকে নারী ধরা হলে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বৈধ হবে না।

৫. চারজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম।

৬. ইমামগণের মতান্তরে যে মহিলাকে 'তালাক বায়েন' বা তালাকে রেজয়ী' দেয়া হয়েছে, তার ইদ্দতের মধ্যে তার বোনকে বিবাহ করা যাবে না।

৭. মনিব তার দাসীকে এবং মহিলা মনিব তার দাসকে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু আজাদ করে দিলে জায়েজ।

৮. অগ্নীপূজক, মূর্তিপূজক, তারকাপূজক, মুশরিক মহিলাদের বিবাহ করা হারাম। কাফের মহিলাদের সাথে বিবাহ হওয়ারতো প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো-

وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . (البقرة - ٢٢١)

(হে মুমিনগণ!) তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (সূরা বাকারা-২২১)

আর কাফির মহিলাদের প্রসঙ্গে সূরা-আল মুমতাহিনার ১০ নং আয়াতে ঘোষণা দেয়া হয়েছে-

وَلَاتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ . ( الممتحنة)

(হে ঈমানদারগণ!) 'তোমরা কাফির নারীদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখো না।'

৯. স্বাধীন মহিলা থাকাকালীন তার সাথে ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা হারাম, তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে জায়েজ। আর ইমাম মালেকের মতে স্বাধীন মহিলা অনুমতি দিলে জায়েজ।

১০. ব্যাভিচারে অভ্যস্ত নারী ঈমানদারদের জন্য হারাম।

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-



www.pathagar.com

اَلزَّانِيْ لاَيَنْكِحُ الاَّ زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا الاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ . (النور-٣)

'ব্যভিচারীকে ব্যভিচারীণী বা মুশরিক মহিলা ব্যতীত কেউ বিবাহ করতে পারবে না আর ব্যভিচারীণীকেও ব্যভিচারী ছাড়া অথবা মুশরিক ব্যতীত আর কেউ বিয়ে করতে পারবে না। এদেরকে মুমিনদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে।' (সূরা আন-নুর আয়াত-৩)

১১. শুধুমাত্র সাময়িক যৌন আনন্দ লাভ করে ছেড়ে দেয়ার জন্য কোন নারীকে বিবাহ করা হারাম।

১২. আপন ভাইয়ের অথবা অন্য কারো স্ত্রীকে তার উপস্থিতিতে বিয়ে করা হারাম। তবে মারা গেলে অথবা নিখোঁজ হলে কিংবা তালাক দিলে জায়েজ।

১৩. গর্ভবতী মহিলাকে তার প্রসবের পূর্বে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু গর্ভ যদি জেনার দ্বারা হয় তবে বিবাহ জায়েজ হলেও সহবাস হারাম। উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা স্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, কোন কোন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম এবং কাদেরকে বিবাহ করা হালাল তথা বৈধ। একথাটুকু জানার পর আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে বিষয়টি বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার তা হলোঃ ইসলামে পর্দার বিধান, পর্দা কি? এর উপকারিতা কাদের সাথে নারীদের পর্দা করতে হবে এবং কাদের সাথে পর্দা করতে হবে না।

নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

**এক. পর্দা কি ঃ** পর্দা হলো পর পুরুষ ও পর নারী হতে আপন অন্তর, চক্ষু, কর্ণ, ও জবানকে বাঁচিয়ে রেখে যৌন জীবনকে পাক ও পবিত্র রাখা। ইসলামী শরীয়ত নারী পুরুষ উভয়ের উপর পর্দার বিধান মেনে চলা ফরয করে দিয়েছে।

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে তাকে প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয় যা মানুষের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। যার কারণে মানুষ মনুষত্ব হারিয়ে ফেলে পশুদের পর্যায়ে নেমে আসে। তাই মানুষ যেন তার পাশবিক শক্তিকে সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণ করে যথার্থ মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য মহান রাব্বুল আলামীন তাকে সর্বোত্তম নিয়মনীতি তথা



www.pathagar.com

পর্দার বিধান শিখিয়ে দিয়েছেন। যার মাধ্যমে মানুষ যৌন অনাচার ও পাশবিকতা মুক্ত হয়ে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

**দুই. পর্দার উপকারিতাঃ** আল্লাহ্ তায়ালার এমন কোন বিধান নেই, যাতে মানুষের কোন কল্যাণ নিহিত নেই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিটি বিধানেই মানব জাতির জন্য নিহিত রয়েছে অফুরন্ত কল্যাণ ও মঙ্গল। বিংশ শতাব্দির নব্য আইয়্যামে জাহিলিয়াতের এ যুগে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে পবিত্র ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে পর্দার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতার কথা কোন বিবেকবান লোকই অস্বীকার করতে পারবে না। নিম্নে পর্দার উপকারীতা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

১. এ ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌন উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়।

২. নগ্নতা, অশ্লীলতা, ধর্ষণ, জিনা ব্যভিচার ও নোংরামী ইত্যাদি হতে সামাজিক জীবন পবিত্র রাখা যায়।

৩. নারী পুরুষের মনে অবৈধ ও অসংগত মানসিক দুঃশ্চিন্তা সৃষ্টি হয় না।

৪. এতে দাম্পত্য জীবন সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী হয়।

৫. এর মাধ্যমে বংশীয় পবিত্রতা বজায় থাকে।

৬. পর্দা নারী জাতির মর্যাদার প্রতীক। এতে নারীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা (...) অক্ষুণ্ন থাকে।

৭. পর্দার মাধ্যমে মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয়। এতে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়।

৮. উন্নত, সুস্থ্য ও পূত পবিত্র সমাজ গড়ার ব্যাপারে পর্দার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

উপরোল্লেখিত উপকারীতা ছাড়াও এতে আরো অসংখ্য উপকার ও কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব আমাদের সামাজিক জীবনকে কল্যাণময় করে তোলার জন্য পর্দার বিধান মেনে চলার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

**তিন. পর্দার বিধান ঃ** আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন কারীমে পর্দা সম্পর্কে যে নির্দেশাবলী জারী করেছেন, তাতে কিছু নির্দেশসূচক আয়াত নাযিল করেন নবী করিম (সাঃ) স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে। আর কিছু নির্দেশ নাজিল হয়েছে সাধারণ মুমিন নারী পুরুষদের সম্বোধন করে। পর্দা সংক্রান্ত প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে নাজিলকৃত আয়াতে নবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করা হলেও মূলত তা ছিল


www.pathagar.com

সকল মুমিন নারী-পুরুষদের উদ্দেশ্যে। সে নির্দেশগুলো যথাক্রমে সূরা আহযাব- ৩২, ৩৩, ৫৩, ৫৫ ও ৫৯ নং আয়াতের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

আর সর্বশেষ চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বসাধারণ মুমিন নারী-পুরুষ সকলকে সম্বোধন করে ঘোষণা করা হলো-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ وَلاَيَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . (سورة النور ٣٠-٣١)

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চক্ষু নীচু করে চলে, আর নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, এটা তাদের জন্য পবিত্রতম উপায়। তারা যা করছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। আর হে নবী, আপনি মুমিন নারীদেরও ঘোষণা করে দিন তারাও যেন নিজেদের চক্ষু নীচু করে চলে। লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তবে যেটুকু এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তাছাড়া। তারা যেন নিজেদের বুকের উপর ওড়না ফেলে রাখে। তারা যেন এ লোকদের ছাড়া অন্য কারো সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায় তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর



www.pathagar.com

পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার মহিলারা , নিজেদের দাসী, সে সব অধীনস্থ পুরুষ, যারা বিনীত নির্লিপ্ত আর ঐ সমস্ত কিশোর যারা মহিলারদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো কিছু অবগত হয়নি। আর তারা যেন জমীনের উপর নিজেদের পা মেরে মেরে আওয়াজ করে না চলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য লোকেরা জানতে না পারে। হে ঈমানদাররা তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্র প্রতি (বিধানের প্রতি) প্রত্যাবর্তন করো। আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করবে। (সূরা নূর, আয়াত-৩০-৩১)

যাদের সামনে নারীদের আপন রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে-

পর পুরুষের সামনে মহিলাদেরকে নিজেদের সৌন্দর্য ও রূপ প্রকাশ করে বেড়াতে আল্লাহ্ তায়ালা নিষেধ করেছেন। শুধুমাত্র নিজেদের ঘরে নিম্নলিখিত লোকদের সম্মুখে নারীরা আপন কর্ণ, চুল, গ্রীবা, ঘাড়, বক্ষ, পায়ের নীলা, মুখ মন্ডল এবং হাত ইত্যাদি উন্মুক্ত রেখে চলাফেরা করতে পারবে। এরা হলো-

১. আপন স্বামী। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, স্বামীর জন্য স্ত্রীর দেহের যে কোন অঙ্গ দেখা বৈধ। কিন্তু অন্যান্যদের ব্যাপারে এমন নয়।

২. আপন পিতা, এ ক্ষেত্রে দাদা, পরদাদা এবং নানাও অন্তর্ভুক্ত।

৩. আপন শ্বশুর (স্বামীর পিতা)।

৪. নিজেদের পুত্র এবং ছেলে ও মেয়ের পুত্রগণ (নাতী)

৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সন্তানগণ।

৬. নিজেদের ভাইগণ। এ ক্ষেত্রে তিন ধরনের ভাই ধর্তব্য ঃ যথা সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৭. ভাইয়ের পুত্রগণ। (তিন ধরনের ভাইয়ের পুত্রগণ অন্তর্ভুক্ত)

৮. বোনের পুত্র। (চাই আপন হোক অথবা সৎ বোন হোক) তিন ধরনের বোনের পুত্র এর পর্যায়ভুক্ত।

৯. আপন-নারীগণ। তা আত্মীয়তার দিক দিয়ে আপন হোক্ বা দ্বীনি দিক থেকে হোক। নির্লজ্জ অসৎ চরিত্রের নারী, বেপর্দা, ঐ সকল নারী যারা পুরুষের ন্যায় চলফেরা করে এবং অমুসলিম নারীদের পূর্ণ পর্দাসহ চলতে হবে।



www.pathagar.com

১০. ক্রীতদাসী।

১১. তাদের অধীন ও যৌন প্রয়োজনহীন পুরুষ। এর কারণ হলো প্রথমতঃ তারা অধীনস্থ হওয়ার ফলে কোন প্রকার অসংগত ধারণা করার কথা ভাবতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ শারীরিক অক্ষমতা কিংবা নির্বোধ হবার কারণে যৌন প্রয়োজন হীন। অতএব তাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করায় সমস্যা সৃষ্টি হব্যর সম্ভাবনা নেই।

১২. ঐ সকল শিশু, কিশোররা, যারা বয়সের স্বল্পতার কারণে এখনো নারীদের গোপনীয় বিষয় ও অঙ্গ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়নি।

১৩. নারীদের আপন মামাগণ। (মায়ের ভাইয়েরা)

১৪. আপন চাচাগণ। প্রথমোক্ত ১২টির কথা কুরআআন মজিদে বলা হয়েছে। বাকী ২টির কথা বলা হয়েছে হাদীসে রাসূলে (সাঃ)

**চার. পর্দার উদ্দেশ্য ঃ** আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন–

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا .

'হে মুমিনগণ! তোমরা যেনার নিকটবর্তী হবে না।' আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা এখানে তোমরা যেনা করবে না এমন কথা বলেননি; বরং তিনি বলেছেন যে, তোমরা যেনার নিকটেও যাবেনা। মুসলিম নর-নারীকে এ ধারণা ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হওয়া থেকে দূরে রাখাই পর্দা সংক্রান্ত শরয়ী বিধানের মূল উদ্দেশ্য। এ বিধানের মাধ্যমে সমাজের যাবতীয় ফিৎনা ও নৈতিকতা বিরোধী চরিত্রহীন কার্যকলাপ হতে নিরাপদ থাকার গ্যারান্টি পায়। ইসলাম লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছে। মানুষের লজ্জা সংরক্ষণ করা, লজ্জাশীলতা শিক্ষা দেয়াও পর্দার বিধানের একটি উদ্দেশ্য।

শিক্ষা ঃ উক্ত দারস হতে আমরা নিম্ন লিখিত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

১. পুরুষ ও মহিলার জন্য ইসলাম যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে আমাদের ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনে তার ধারণা দিতে হবে।

২. আদর্শ পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়তে হলে শরয়ী পর্দার বিধান আমাদেরকে মেনে চলতে হবে।



www.pathagar.com

৩. নারী সমাজের সম্মান ও অধিকার রক্ষার একমাত্র উপায় পর্দার বিধান মেনে চলা।

৪. ইসলামী পর্দার বিধানকে বাদ দিয়ে আদর্শ চরিত্রবান ছেলে ও মেয়ে গড়া সম্ভব নয়।

৫. সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন নাজাত পেতে হলে অবশ্যই পর্দার বিধান (ফরয) সকলকে মেনে চলতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পর্দার বিধান সিলেবাসভুক্ত করতে হবে।

**বাস্তবায়ন ঃ**

১. আপন পরিবার থেকে (ছেলেমেয়ে-ভাই-বোন আপন স্ত্রী) শরয়ী পর্দার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

২. পর্দা লঙ্ঘন হতে পারে এমন কোন অভ্যাস ছেলেমেয়েদেরকে গড়তে না দেয়া বা এমন পরিবেশ থেকে দূরে রাখা।

৩. ইসলামী সংস্কৃতির সুফল ও বাস্তবে ইসলামী সংস্কৃতি শিশু কিশোরদের সুস্থ মানসিকতা বিকাশের জন্য সুযোগ করে দিতে হবে।

৪. সর্বোপরি যে কোন শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে সিলেবাসভুক্ত রাখতে হবে।

৫. রাষ্ট্রীয়ভাবে যতদিন না পর্দার পরিবেশ সৃষ্টি হবে, ততদিন নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে নিজেদের দায়িত্বে এর বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাতে হবে।



www.pathagar.com

# ইসলামের আনুগত্যের নীতিমালা

(সূরা–আলে ইমরান ঃ আয়াত–১৪২-১৪৫)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ

الصّٰبِرِيْنَ – وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ

تَنْظُرُوْنَ – وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُّسُلُ أَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ

قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقٰبِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا

وَسَيَجْزِى اللهُ الشّٰكِرِيْنَ – وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ كِتٰبًا

مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ .

**অনুবাদ ঃ**

১. তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছ যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ্ এখনো দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং এ ব্যাপারে কারা ধৈর্য্যশীল।

২. আর তোমরা তো মৃত্যু আসার পূর্বেই মরণ কামনা করছিলে, এখন তা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত এবং তোমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছো।

৩. আর মুহাম্মদ (আল্লাহ্র) একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন এমতাবস্থায় তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন (শহীদ) তাহলে কি তোমরা (তার আদর্শ হতে) উল্টো দিকে ফিরে যাবে? জেনে রেখো, যে বিপরীত দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ বান্দাহ অচিরেই আল্লাহ্ তাদেরকে উহার প্রতিফল দান করবেন।



www.pathagar.com

৪. আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কোন প্রাণীই মরতে পারে না। সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাওয়াবের আশায় কাজ করে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করবো, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতের সাওয়াব পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে– আমি তাকে তাই দেবো, আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞ লোকদের কাজের প্রতিফল দান করবো।

**শানেনুযূল ঃ** ১) বদর যুদ্ধে শহীদের সম্মান মর্যাদা অবগতির পর সাহাবায়ে কিরামগণ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, যদি আমাদের এ ধরনের সুযোগ আসতো, তবে আমরা তো শাহাদাত বরণ করার মাধ্যমে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতাম। আর যদি আমাদের শাহাদাত নসীব না হতো তবে আমরা বিজয়ী বেশে গাজী হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতে পারতাম এবং গনিমতের মালের অধিকারী হতাম। অতঃপর যখন তৃতীয় হিজরীতে ও হুদের যুদ্ধের পালা আসলো কতিপয় সাহাবী ব্যতীত বাকী সবাই হিম্মত হারিয়ে ফেললেন। তখন তাদের উদ্দেশ্যে আয়াত নাযিল হলো اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ .... وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

২. উহুদের যুদ্ধে পাথরের আঘাতে হুজুর (সাঃ) এর দান্দান মুবারক শহীদ হয় এবং মাথা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। একজন কাফের শত্রু হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে দিলো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) নিহত হয়ে গেছেন, এতে অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারা হয়ে পড়লেন। আর এ সুযোগে মুনাফিকগণ বলা শুরু করলো, চলো আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট যাই, সে আমাদের জন্য আবূ সুফিয়ানের হাত হতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। কোন কোন মুনাফিক এতদূর পর্যন্ত বলা শুরু করলো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) যদি আল্লাহ্‌র রাসূল হয় তবে সে আবার নিহত হলো কিভাবে? চলো আমরা পূর্ব পুরুষের ধর্মের দিকে ফিরে যাই, তখন আয়াত নাযিল হলো–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .......... وَسَيَجْزِي اللهُ الشّٰكِرِيْنَ.

অতঃপ্রর আবু বকর (রাঃ) সবাইকে ডেকে এ আয়াত পাঠ করে শুনালেন।

**আলোচ্য বিষয় ঃ**

১) প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, এটাই চিরন্তন সত্য।

২) এ নীতির অনিবার্য কারণেই নেতৃত্বের পরিবর্তন সুচিত হয়। কিন্তু ইসলামে আনুগত্যের এমন এক সুন্দর পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে যে, আজীবন এটা অপরিবর্তিত থেকে যায়, তাই এ



www.pathagar.com

অংশে বলা হয়েছে যে, নেতার পরিবর্তনের কারণে আনুগত্যে কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না।

৩) বেহেশতে প্রবেশের যোগ্য ব্যক্তি তো তারাই যারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে জিহাদে অবিচল থাকতে পেরেছে।

**শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ**

حَسِبْتُمْ তোমরা মনে করে নিয়েছ, ধারণা করেছো। এর মূল শব্দ হলো حَسْبٌ অর্থ ধারণা করা, মনে করা, হিসেব করা, চিন্তা করা, বিশ্বাস করা, যেমন সূরায় আনকাবুতে বলা হয়েছে اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا 'মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?

اَلْجَنَّةُ এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রত্যেক গোপন জিনিস, যেমন বিভিন্ন প্রাণীর পেটে যে বাচ্চা থাকে তাকে বলে جَنِيْنٌ এমনিতেই জিন জাতিও গোপন থাকে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা তাদের দেখিনা, তাই এসবগুলো جَنٌّ এর আওতাধীন।

আর جَنَّةٌ শব্দের অর্থ হলো, বাগান, বাগিচা, উদ্যান, বেহেশত, সুখময় স্থান, চির সুখের নীড়, স্থায়ী প্রশান্তির জায়গা, চির সুখকর উদ্যান, স্নিগ্ধ ছায়া ঘেরা উদ্যান। জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা ওয়াকিয়াতে বলা হয়েছে–

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ – مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ – يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ – بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ – لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ – وَفَاكِهَةٍ مِّمَّايَتَخَيَّرُوْنَ – وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ – وَحُوْرٌ عِيْنٌ – كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ .

'মণিমুক্তা খচিত আসন সমূহের উপর হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে আসীন হবে। তাদের মজলিস সমূহে চিরন্তন ছেলেরা প্রবাহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পান পাত্র ও হাতলধারী সুরার ভান্ড নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। উহা পান করায় তাদের মাথা ঘুরবেনা, তাদের বিবেক বুদ্ধিও লোপ পাবে না, আর ওরা তাদের সামনে নানান রকমের সুস্বাদু ফল পেশ করবে যেন যেটা পছন্দ হয় সেটাই তুলে নিতে



www.pathagar.com

পারে।এ ছাড়া পাখির গোশতও সামনে রাখবে, যেটির গোশত ইচ্ছা নিতে পারবে। আর তাদের জন্য সুন্দর চক্ষুধারী হুরগণও থাকবেন, এরা হবে সুশ্রী-সুন্দরী, লুকিয়ে রাখা মুক্তার মতো।' (ওয়াক্বিয়া–১৫-২৩)

এছাড়া জান্নাত সম্পর্কে আরো জানতে হলে নিম্ন লিখিত সূরাগুলো পড়তে হবে আর্‌রাহমান, নাবা, সূরা রা'দ-২২, নাজেয়াত– ৪০-৪১ মুহাম্মাদ, আবাসা–২৭-৩২।

জান্নাতের সংখ্যা ঃ কুরআন হাদীসে আমরা ৮টি জান্নাতের বিবরণ পাই, আর তা হলো– ১) জান্নাতুল ফিরদাউস, ২) জান্নাতুন্নঈম, ৩) জান্নাতুল আদন, ৪ জান্নাতুল মাওয়া, ৫) দারুল ক্বারার, ৬) দারুল মাক্বাম, ৭) দারুস সালাম, ৮) দারুল খুল্‌দ

আর জান্নাতের বিপরীতে হলো জাহান্নাম। যা পাপীদের জন্য নির্ধারিত। যা চিরদুঃখ ও অশান্তির আবাসস্থল।

জাহান্নামের সংখ্যা ৭টি। যথা– ১) জাহান্নাম, ২) সাকার, ৩) লাজা, ৪) হোতামা, ৫) জাহীম, ৬) সাঈর, ৭) হাবিয়া।

اَلْجِهَادُ -জাহান্নাম নয়

এর অর্থ হচ্ছে সংগ্রাম সাধনা, লড়াই করা, প্রচেষ্টা, অবিরাম সাধনা, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, কঠোর সাধনা, আন্দোলন (...), এখানে জিহাদ হবে।

اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন।

জেহাদ অর্থ যদি– আন্দোলন, সংগ্রাম সাধনা, যুদ্ধ বিপ্লব ইত্যাদি দিয়ে আলোচনা করা হয়, তাহলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না, মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নবী রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল, খিলাফতের দায়িত্ব পালন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নামই হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। পক্ষান্তরে জিহাদ যদি আল্লাহ্‌র পথে না হয়ে থাকে তবে তা হবে তাগুতের পথে, যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ .



www.pathagar.com

'যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে, আর যারা কাফের তারা (জিহাদ) লড়াই করে তাগুতের (খোদাদ্রোহী শক্তি) পথে'। (সূরা নিসা-৭৬)

**জিহাদের পটভূমি ঃ** মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক, চুক্তি, বাইয়াত এবং মুসলমানদের দায়িত্ব কর্তব্য ও তার বিনিময় ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত আকারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-

انَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করবে আল্লাহ্র পথে, আর এতে মারবে এবং মরবে। আর এ বিষয়ের উপর (জান্নাত দানের ওয়াদা) পাকাপোক্ত ওয়াদা তাওরাত, ইনজিলে ও কুরআনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহ্র চাইতে অধিক ওয়াদা রক্ষাকারী আর কে হতে পারে? (কেউ হতে পারে না) অতএব হে নবী আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন তাদের এই বাইয়াতের জন্য যে ব্যাপারে তারা বাইয়াত গ্রহণ করেছে। (তাওবা-১১১)

**জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ** জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র ঘোষণা-

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ .

'অবশ্যই আল্লাহ্ তো তাদেরকেই ভালো বাসেন যারা তার পথে শীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে যুদ্ধ করে।' (সূরা সাফ-৪)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন-



www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَاقِيْلَ لَكُمْ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ . (سورة التوبة– ٣٨)

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তোমরা যমীনকে আঁকড়ে ধরে থাক, তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছো? যদি ইহাই হয় তবে জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম আখেরাতে খুব কমই পাওয়া যাবে।' (সূরা তাওবা–৩৮)

আরো বলা হচ্ছে–

وَمَالَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا اواجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيْرًا. (سورة النساء –٧٥)

'তোমাদের কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করছ না সে সব পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য? যারা দুর্বল হওয়ার কারণে অত্যাচারিত হচ্ছে, আর আর্তনাদ করে বলছে হে রব, আপনি আমাদেরকে জালেম অধ্যুষিত জনপদ হতে বের করে দিন। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক এবং আপনার পক্ষ হতে সাহায্যকারী পাঠান'। (সূরা নিসা–৭৫)

হাদীসে রাসূলে বর্ণিত আছে–

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللهُ اَمَرَنِيْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ .

'হযরত হারেসুল আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যে পাঁচটি বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলো জামায়াত গঠন, আদেশ শ্রবণ এবং আনুগত্য করা, হিজরত করা, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।



www.pathagar.com

اَلصّٰبِرِيْنَ– اَلصَّبْرُ (আসসাবের) শব্দের অর্থ হলো ধৈর্য ধারণ করা, অস্থির না হওয়া, বিপদ-মুসীবত বিরোচিত মুকাবিলা করা, ফলাফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া না করা, দেরী দেখে হতাশ না হওয়া, নিজের মতের কোরবানী করা।

**'সবর' (ধৈর্য) এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ**

ইসলামী মোয়ামেলাত বা পারস্পরিক আচার-আচরণে, সাংগঠনিক জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধৈর্য্যগুণ না থাকলে এক মুহূর্তও চলা সম্ভব নয়, বিশেষ করে সাংগঠনিক জীবনে সবর বা ধৈর্যের ন্যায় মূল্যবান হাতিয়ার আর কিছুই হতে পারে না। সবর এমন একটি অস্ত্র যা তরবারির চাইতেও শাণিত এবং মণি-মুক্তার চেয়েও মূল্যবান আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল সবরের ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। কুরআন পাকে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

(سورة ال عمرن – ٢٠٠)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, বাতিলপন্থীদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন করো, সত্যের খেদমতের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, তাহলে আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (সূরা আলে ইমরান–২০০)

হাদীসে রাসূল (সাঃ) সরাসরি ঘোষণা করেন–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مِنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ

وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِيْهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا

وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. (بخارى و مسلم)

অর্থ ঃ 'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে পবিত্র রাখেন, আর যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না আল্লাহ্ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য্য


www.pathagar.com

ধারণ করতে চায় আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি দেন, ধৈর্য্যের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত কোন কিছু কাউকে দেয়া হয়নি।' (বোখারী ও মুসলিম)

كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ তোমরা কামনা করছিলে, আশা করছিলে, চেয়েছিলে, আকাঙ্খা করছিলে মৃত্যু আসার পূর্বে জিহাদী অনুপ্রেরণা নিয়ে যারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত বলে দাবী করেছিলে তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই এখানে বলা হয়েছে।

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ মৃত্যু আসার পূর্বে, মৃত্যুর সাথে সাক্ষাত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর অমানিশা তোমাদের গ্রাস করার পূর্বেই, মৃত্যুর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগেই।

فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ তোমরা উহাকে (মৃত্যু) দেখছিলে।

অর্থাৎ মৃত্যু যখন সমুপস্থিত তোমরা তখন তাকে দেখছিলে, বাস্তবে মৃত্যু যখন এসেই গেল তোমরা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিলে, কল্পনার মৃত্যু আর বাস্তবে মৃত্যু যখন তোমরা বুঝেছিলে।

وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ তোমরা প্রত্যক্ষ করছিলে, স্বচক্ষে দেখছিলে, তোমরা তাকিয়েছিলে, তোমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলে, তোমাদের দেখা তোমাদেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আলোচ্য অংশের ১ম আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গী সাথীসহ সকল মুসলমানের সাধারণ ধারণা হলো যেহেতু আমরা মুসলমান, সেহেতু আমরা অবশ্যই জান্নাতে যাবো, বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ মুজাহিদেরই এ ধারণা ছিলো। রাব্বুল আলামীন এখানে সে ধারণা পাল্টে দিয়ে তাঁর চিরন্তন পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। তা হলো ঈমান আনার পর আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আজীবন চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়া এবং জুলুম নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট জয়-পরাজয় সকল অবস্থায় মজবুত ধৈর্য্য ধারণ করা ছাড়া জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। আর এ পদ্ধতি এজন্যই আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন যাতে করে ঈমানের দাবীতে প্রকৃত সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীদের চিহ্নিত করতে পারেন। এ কথাটি সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে এভাবে–

فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

'অতঃপর আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যে, কারা তাদের কথায় সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদী কারা।'



www.pathagar.com

দ্বিতীয় আয়াতে ওহুদ যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে দুর্বল ঈমানদার লোকদের কথা বলা হচ্ছে। তা হলো মুসলমানেরা যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে বা কোন প্রকার সংঘাত-সংঘর্ষ বাঁধার পূর্বেই নিজেদেরকে শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত বলে দাবী করেছিলো। কিন্তু মৃত্যু সামনাসামনি এসে পড়লো (ওহুদের বিপর্যয়) তখন নিশ্চিত মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে পিছু হটে গেল। অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা বুঝার পর শাহাদাতের আকাঙ্খায় ঝাঁপিয়ে না পড়ে অবস্থা দেখছিলো এবং দুর্বলতা প্রদর্শন করছিলো। অথচ মুজাহিদদের বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত করে আল্লাহ্ বলেছেন–

وَلَاتَهِنُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

‘তোমরা মন ভেঙ্গো না, বিচলিত হয়ো না, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। (আলে ইমরান: ১৩৯)

قَدْخَلَتْ অতিবাহিত হয়ে গেছেন, চলে গেছেন। শেষ হয়ে গেছেন।

قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর পূর্বেও অসংখ্য নবী রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। আল্লাহ্র চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য পয়গাম্বর অতিবাহিত হয়ে গেছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাদের মত একজন রাসূল মাত্র। সুতরাং তাঁর ইনতিকাল হওয়াই স্বাভাবিক। এতে বিচলিত বা চিন্তিত হওয়া অথবা কর্মনীতি বা কর্মসূচীর পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই আসে না। مَاتَ এর মূল রূপ يَمُوْتُ–مَاتَ অর্থ মরে যাওয়া। مَاتَ জীবনাবসান হওয়া, ইন্তেকাল করা, স্থানান্তর, লোকান্তর, এখানে مَاتَ বলে স্বাভাবিক মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

قُتِلَ নিহত হওয়া, শাহাদাতবরণ করা, দুশমনের হাতে প্রাণনাশ হওয়া, এখানে অস্বাভাবিক মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে, যাতে দুশমনের হাতে অথবা যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হতে হয়।


www.pathagar.com

اِنْقَلَبْتُمْ এর মূল শব্দ হলো قَلْبٌ অর্থ পরিবর্তন হওয়া এর রূপ হলো - اِنْقَلَبَ يَنْقَلِبُ পশ্চাদপসারণ করা, পিছু হটা, স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া কর্মসূচী পরিবর্তন করে ফেলা, পিছনের দিকে ফিরে যাওয়া।

এখানে اِنْقِلَابٌ عَنِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলাম হতে পূর্বের দিকে ফিরে যাওয়া।

অথবা اِنْقِلَابٌ عَنِ الْجِهَادِ জিহাদ থেকে ফিরে যাওয়া। اَعْقَابِكُمْ ইহা عَقِبٌ এর বহুবচন, উল্টোদিকে ফিরে যাওয়া, বিপরীত দিকে ফিরে যাওয়া (اِنْقِلَابٌ) পিছনের দিকে ফিরে যাওয়া। পূর্বের ধর্মের দিকে ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে।

এ আয়াতে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক এবং দুর্বল ঈমানদার লোকদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যারা আনুগত্যের নীতি পরিহার করে ব্যক্তি কেন্দ্রীক চিন্তা-ভাবনা করে যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন, পশ্চাদপসরণ করেছিলো। সাময়িকভাবে যুদ্ধে মুসলমনাদের বিপর্যয় দেখা দিলেও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মারা গিয়েছেন এ গুজবে অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারা হয়ে মুনাফিকদের কুপরামর্শে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছিল। আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াতে আনুগত্যকে ব্যক্তির সাথে জড়িত (...) না করে ইসলামের জন্য কার জরার আহ্বান জানিয়ে তাদেরকে প্রতিফল দানের ঘোষণা দেন। পক্ষান্তরে যারা ইসলাম এবং যুদ্ধের ময়দান হতে পশ্চাদপসারণ করবে তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। নীচে ইসলামে আনুগত্যের নীতিমালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

ইসলামে আনুগত্যের নিয়ম-নীতি জানতে হলে আনুগত্রের সংজ্ঞা, ইসলাম ও আনুগত্য, আনুগত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আনুগত্যহীনতার পরিণাম, আনুগত্যের মান, আনুগত্যের শর্ত, আনুগত্যে ওজরখাহী, আনুগত্যের বাধা, আনুগত্যের রূহানী উপকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে হবে। এখানে কয়েকটি বিষয়ের শুধু ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে।

**আনুগত্য কাকে বলে ঃ** আরবী শব্দ اطَاعَةٌ হতে আনুগত্য, আর এর বিপরীত শব্দ হলো مَعْصِيَةٌ বা عِصْيَانٌ আনুগত্য অর্থ হলো মান্য করা, মেনে চলা, আদেশ নিষেধ পালন করা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী কাজ করা, আর মাসিয়াত হলো নাফরমানী করা, অমান্য করা, না মানা, অবাধ্য হওয়া, ইসলামে আনুগত্য হবে। আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য। আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন--



www.pathagar.com

اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِىْ الاَمْرِ مِنْكُمْ .

'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য করো, তোমাদের মধ্য হতে কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের। [(অর্থাৎ ১) আল্লাহ্, ২) রাসূল, ৩) দায়িত্বশীলগণ)। (সূরা নিসা-৫৯)]

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِىْ الاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ وَاِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ وَرَائَهُ وَيُتَّقَىْ بِهِ فَاِنْ مَنْ اَمَرَبِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهُ بِذَلِكَ اَجْرًا وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ .

(بخارى و مسلم)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌কে মেনে চললো, আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো না সে ঠিক আল্লাহ্‌র নাফরমানী করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরকে মেনে চললো না সে ঠিক আমরাই আনুগত্য করলো এবং যে আমীরের কথা মেনে চললো না সে ঠিক আমাকেই অমান্য করলো। বস্তুত ইমাম ঢালস্বরূপ, তাঁরই নেতৃত্বে শত্রুর সহিত লড়াই করা হয় এবং তারই পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এ ইমাম যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ করেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন তিনি উহার পুরস্কার পাবেন। আর যদি তিনি এর বিপরীত করেন তবে উহার শাস্তিও ভোগ করতে হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ইসলামের এক অর্থ হলো আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। আদদ্বীনের চারটি অর্থের মধ্যে একটি হলো এতায়াত বা আনুগত্য। অতএব বুঝা যাচ্ছে ইসলামই হলো আনুগত্য, আর আনুগত্যই হলো ইসলাম, সুতরাং যেখানে আনুগত্য নেই সেখানে ইসলামও নেই, তাই হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন-

لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَاِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ.


www.pathagar.com

'সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই, আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বে নেই।'

যেহেতু দ্বীন ও ইসলামের বাস্তব চিত্র হচ্ছে আনুগত্য সেহেতু আনুগত্যই দ্বীনের প্রাণসত্ত্বা।

**আনুগত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ**

আনুগত্যের পরিচিতিতে আমরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, ইসলামী শরীয়তে আনুগত্যের গুরুত্ব কতটুকু। এখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর তাৎপর্য তুলে ধরা হচ্ছে।

কুরআন মজীদের ঘোষণা–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فُرفدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً . (سورة النساء – ٥٩)

'হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেসব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল ব্যক্তি, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে খোদা ও পরকালে ঈমানদার হয়ে থাক। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়ে এটাই উত্তম। (সূরা নিসা-৫৯)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اَلَى اللهِ وَرَسُوْلِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا . (سورة النور– ٥١)

ঈমানদার লোকদের কাজ এ যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ডাকা হবে যেন রাসূল তাদের বিচার ফায়সালা করে দেয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (সূরা নূর–৫১)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–



www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً . (رواه مسلم)

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) কে একথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে হাত গুটিয়েনিলো. কিয়ামতের দিন সে যখন আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযির হবে, তখন তার কিছুই করার থাকবে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মরবে যে, তার গলদেশে আনুগত্যের কোন রজ্জু নেই, তার মৃত্যু সম্পূর্ণ জাহেলিয়াতের উপর হবে। (মুসলিম)

উরোল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা আনুগত্যের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

**আনুগত্যহীনতার পরিণাম ঃ** ইসলামী শরীয়তে আনুগত্যহীন ব্যক্তিকে মোনাফিক, ফাসিক, জাহেল ও আমল বিনষ্টকারী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْ الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ .

(سورة محمد– ٣٣)

'(হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর (আনুগত্য পরিহার করে) তোমাদের আমলসমূহকে বিনষ্ট করে দিওনা। (মুহাম্মদ–৩৩)

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللهَ لاَيَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ . (سورة التوبه)

'তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তারা শপথ করবে, অথচ তোমরা তাদের প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ কিছুতেই এ ধরনের ফাসিক জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে না। (তাওবা–৯৬)

আনুগত্যহীনতার দুটি অশুভ পরিণতির বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে–


www.pathagar.com

১. ওহুদ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধ পরিচালনার (...) কৌশল হিসেবে আবদুল্লাহ ইবন জুবাইরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজকে গিরি পথ পাহারায় মোতায়েন করলেন, এবং পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রাথমিক বিজয় দেখে গনীমতের মাল লাভের আশায় বিনা অনুমতিতে অবস্থান ছেড়ে দিয়েছেন। যার কারণে সে পথেই শত্রুবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ফেললো। এমনকি রাসূল (সাঃ) এতে চরমবাবে আহত হন এবং ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। ইতিহাসে এ ঘটনা আনুগত্যহীনতার পরিণাম হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ থাকবে।

২. তাবুক যুদ্ধের ঘটনা ঃ তাবুক যুদ্ধের রাসূল (সাঃ) এর সাধারণ ঘোষণার পরও ১) কা'ব ইবনে মালিক, ২) হিলাল ইবনে উমাইয়া, ৩) মুরারা বিনরবী, এ তিন জন সাহাবী রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। যার ফলে আল্লাহ্ এবং রাসূলের অসন্তুষ্টি সামষ্টিকভাবে তাদেরকে বয়কট অবস্থায় ৪০ দিন অতিবাহিত করতে হয়েছিলো। পরে অবশ্য আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

**আনুগত্যের মান ঃ** ঈমানের দাবী অনুযায়ী অনুগত্যের মান হবে ১০০% এর অর্থ হলো, ভক্তি-শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাসহ আনুগত্য করা। কোন প্রকার কৃত্রিমতা, সংশয়, সংকোচ, দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি থাকলে আনুর্গত্যের মান হবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেছেন–

فَلَاوَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْ
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا . (سورة النساء – ٦٥)

'আপনার রবের কসম করে বলছি, তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক জগড়া-বিবাদ, মামলা, মুকাদ্দামার ব্যাপারে একমাত্র আপনাকেই ফয়সালা দানকারী হিসাবে গ্রহণ না করবে, অতঃপর আপনার দেয়া সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের মনে কোন দ্বিধা-সংশয় থাকবে না এবং ঐ সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম উপায়ে মাথা পেতে নেবে। (সূরা নিসা–৬৫)



www.pathagar.com

**আনুগত্যে বাধা ও ওজর পেশ ঃ** ক) আনুগত্যের পথে বাধা। মৌলিকভাবে আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয় হলো-আখেরাতের প্রতি গভীর বিশ্বাসের অভাব ও আখেরাতমুখী জীবন তৈরী না করা। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন-

**يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَاقِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّاقَلِيْلٌ . (سورة التوبه – ٣٨)**

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হয়েছে।' যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে জিহাদে বের হবার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তোমরা জমিনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাক। তেমারা কি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছো, জেনে রেখো, যদি তাই হয়, দুনিয়ার জীবনের এসব সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। (সূরা তাওবা-৩৮)

এছাড়া সূরায় তাকাসুর এর শিক্ষাই হলো আখেরাত মুখী জীবন যাপনের নির্দেশ।

আনুগত্যের পথে আরো বাধা সৃষ্টি করে গর্ব অহংকার, আত্মপ্রীতি, আত্মম্ভরীতা। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন-

**وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ . (سورة لقمان – ١٨)**

'লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না, জমীনে গর্ব-অংহকাররের সাথে চলাফেরা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদের পছন্দ করেন না। (সূরা লোকমান-১৮)

আনুগত্যের পথে আরেকটি বাধা হলো দায়িত্বনূভীতর অভাব ও সুযোগ সন্ধানী মন, সুবিধাবাধী মানসিকতা।

আনুগত্যের পথে আরেকটি বাধা হলো মনের বক্রতা, জটিল ও কুটিল নানা ধরনের প্রশ্ন উথাপন করে দায়িত্ব এড়ানো, এ অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট এভাবে দোয়া করতে হবে-

**رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .**


www.pathagar.com

'হে রব! আপনি একবার সত্যের সন্ধান দেওয়ার পর পুনরায় আমাদের অন্তর বক্র করে দেবেন না। আর আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশস্ত দানকারী উদার দাতা।'

**খ) ওযর পেশ ঃ** আনুগত্যে ওযর পেশ করা, সমস্যা-দুর্বলতা প্রদর্শন করা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অসুবিধা তুলে ধরা ঠিক নয়। বাস্তবে মৌলিক কোন শরয়ী সমস্যা হলে তা নিজে নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে দায়িত্বশীলকে জানাতে হবে। তারপরও সমস্যা যেন না আসে তার জন্য মানসিকতা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا 'যে সমস্ত লোক আমার পথে আসার প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথের সন্ধান দেবো। আল্লাহ্ আরো বলেন- مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ الاَّ بِاذْنِ اللهِ .

'আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আপতিত হয় না। অতএব ওযর পেশ করা দুর্বলতার লক্ষণ।'

উপরোক্ত দারসের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. জিহাদে আত্মনিয়োগ করে সর্বাবস্থায় মজবুত ধৈর্য ধারণ করে পরীক্ষায় পাস করা ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

২. জিহাদে আত্মনিয়োগ করার সাথে সাথে শাহাদাতের জন্যও মানসিকাভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩. আল্লাহ্র নিকট প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর দিন ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব কেউ ইচ্ছে করে অন্য কারো মৃত্যু একদিন আগে বা একদিন পরও করতে পারবে না। সুতরাং ঈমানকে দৃঢ়তার সাথে এ বিষয় ধারণা দিতে হবে।

৪. ব্যক্তির নেতৃত্ব অবশ্যই পরিবর্তনশীল, এ কথায় যেমনিভাবে মজবুত বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তেমনিভাবে বুঝতে হবে আনুগত্যের কোন পরিবর্তন হবে না।

৫. সর্বাবস্থায় (বিপদ, মুসিবত ও শান্ত) সংগঠনের আনুগত্য বাধ্যতামূলক। এর ব্যতিক্রম করা হলে ধ্বংস, অপমান, পথভ্রষ্টতা ও লাঞ্ছনা নেমে আসা নিশ্চিত।

৬. আনুগত্যের শরয়ী মর্যাদা জেনে যথাযথ তা বাস্তবায়ন করা এবং কোন অবস্থাতেই ওযর পেশ না করা।



www.pathagar.com

# মুনাফিকদের চরম পরিণতির বিবরণ

(সুরা-আননিসা ঃ আয়াত-১৪২-১৪৬)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَاقَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا
كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللهَ اِلَّا قَلِيْلًا – مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَاۤاِلٰى
هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا – يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا – اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ
لَهُمْ نَصِيْرًا – اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ
لِلّٰهِ فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا .

**অনুবাদ ঃ**

১. অবশ্যই এ মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করছে। অথচ তারা নিজের নিজেদের প্রতারিত করছে যখন তারা সালাতের (নামাযের) জন্য দাঁড়ায় তখন তারা নিতান্ত অলসতার সাথে শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে।

২. এরা কুফরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে, পূর্ণভাবে এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুত আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, আপনি তারজন্য কোথাও কোন মুক্তির পথ পাবেন না।

৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এরূপ করে আল্লাহ্‌র হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ ও সুস্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও?

৪. নিশ্চয়ই (জেনে রাখো) মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে। আর তোমরা কখনো তাদের জন্য কোথাও কোন সাহায্যকারী পাবে না।



www.pathagar.com

৫. অবশ্য যারা তাওবা করেছে, নিজেদের অবস্থার সংশোধন করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথকে শক্তভাবে ধারণ করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নিজের দ্বীনকে খালেছ করে নিয়েছে। এ সমস্ত লোক মুমিনদের সাথেই থাকবে। আর আল্লাহ্ অচিরেই ঈমানদারগণকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

**নামকরণ ঃ** পূর্বোক্ত বিষয় দ্রষ্টব্য (পর্দা সংক্রান্ত দারস)।

শানেনুযূল ঃ আলোচ্য অংশটি মুনাফিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। এ অংশে তাদের দুটি মন্দ চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

১. তারা সন্দেহের মাঝে দোদুল্যমান হয়ে আছে। অর্থাৎ তারা মুসলমান এবং কাফির কোন দলেই একান্ত আন্তরিকতার সাথে যোগদান করে না।

২. যখন তারা নামাযে দাঁড়ায়, নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায়, আর তা হলো ঈমানের দুর্বলতাজনিত অবসাদ, অর্থাৎ তারা যখন নামায আদায় করতে আসে তখন একে ফরয মনে করে আন্তরিকতার সাথে আদায় করে না, বরং শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যই নামাযে আসে।

এ ধরনের মুনাফিকদের বর্ণনা করতঃ তাদের শাস্তির স্বরূপ ও তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পন্থা হিসেবে তাওবা করার শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং মুসলমানদের নিকট তাদের স্বরূপ তুরে ধরার জন্য আয়াতগুলো নাযিল হয়।

**বিষয় বস্তুঃ** আলোচ্য অংশের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ–

**প্রথমতঃ** এতে মুনাফিকদের দু'টি দুশ্চরিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ১) মুসলমানদের ঈমান ও কুফরীর মাঝে দোদুল্যমান অবস্থা, ২) তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অবসাদ ও অলসতার সাথে দাঁড়ায়।

**দ্বিতীয়তঃ** মুনাফিকদের শাস্তির রূপ এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাওবা করার উপায় বাতলিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩) সর্বোপরি মুনাফিকদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, দুঃখ-দুর্দশা এবং পরকালীন জীবনে অত্যন্ত কঠিন এবং জঘন্যতম শাস্তির হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে।

**শাব্দিক অর্থ ঃ**

مُنَافِقِيْنَ ইহা বহুবচন এর একবচন مُنَافِقٌ এটা نِفْقٌ নেফক ধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– অতিক্রম করে যাওয়া। এ মূল ধাতু হতে যত শব্দই নির্গত হবে এ মূল অর্থটি উহার প্রত্যেকটির মধ্যেই বর্তমান পাওয়া যায়। যথা نِفْقٌ



www.pathagar.com

নেফক শব্দটির অর্থ হচ্ছে– এমন একটি সুড়ঙ্গ পথ, যার এক দিক হতে প্রবেশ করার এবং অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ থাকে।

এর শরয়ী অর্থ প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম রাগেব (রহঃ) তার মুফরাদাত গ্রন্থে লিখেছেন–

اَلدُّخُوْلُ فِى الشَّرْعِ مِنْ بَابٍ وَالْخُرُجُ عَنْهُ مِنْ بَابٍ .

'দ্বীন ইসলামের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে আসা।' (মুফরাদাত)

এছাড়া মুনাফিক সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে ইনশাল্লাহ।

يُخَادِعُوْنَ (ইউখাদেউনা) এর মূল ধাতু হচ্ছে خَدْعٌ বা خَدْعَةٌ (খিদউন/খিদআতুন) এর অর্থ হচ্ছে– ধোঁকা দেয়া/প্রতারণা করা। এখানে অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিচ্ছে, প্রতারণা করছে। তারা তাদের কুফরীকে ঢেকে রেখে উপরে উপরে ঈমানদার হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চাল্লাচ্ছে। অথচ কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়া সম্ভবই নয়। বস্তুতঃ তারা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রতারিত করছে।

كُسَالَى (কুসালা) এ শব্দটি كَسْلٌ (কাসুলন) ধাতু হতে নির্গত।

অর্থাৎ শিথিলতা প্রদর্শন/শৈথিল্য হয়ে থাকা। অলসতা, অমনোযোগীতা, হেলেদুলে কাজ করা, মেনোযোগ না থাকা, এখানে নামাযে মুনাফিকদের অলসতা প্রদর্শন এবং অমনোযোগী থাকার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন অন্যমনস্কও অলসতার ছলে দাঁড়ায়।

يُرَاءُوْنَ (ইউরাউনা) তারা দেখাবে/প্রদর্শন করে/মানুষকে দেখায়/ এখানে অর্থ হলোঃ তারা রিয়াকারীতার ছলে নামায পড়তে আসে। যাতে লোকেরা তাদের ঈমানদার বলে মনে করে। এই প্রদর্শনীমূলক নামায আল্লাহ্‌র কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

مُذَبْذَبِيْنَ (মুযাবযাবীনা) দোদুল্যমান অবস্থা, পেরেশানী বা অস্থির অবস্থা। এর মূল ধাতু হলো ذَبْذَبٌ (যাবযারা) অর্থ- হয়রান হওয়া। অস্থির হয়ে যাওয়া لَاإِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ এদিকেও নয় আবার ওদিকেও নয়। অর্থাৎ মুনাফিকদের অবস্থা এমন যে, না তারা ইসলামের দিকে পুরোপুরিভাবে ধাবিত হয় আর না



www.pathagar.com

কুফরের দিকে। বরং তারা দু'টির মাঝামাঝিতে এসে দোদুল্যমান হয়ে আছে। প্রকৃত পক্ষে আক্বীদা বিশ্বাসের দিক থেকে এরা ইসলামের চরম দুশমন। ইসলামের সার্বিক ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধনই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

سَبِيْلاً (সাবীলা) পথ রাস্তা, পদ্ধতি, পন্থা, এখানে সঠিক পথ তথা সিরাতুল মুস্তাকীমকে বুঝানো হয়েছে। 'সাবিল' শব্দের বহুবচন হচ্ছে سُبُلٌ (সুবুলুন)

لاَتَتَّخِذُوْا (লাতাত্তাখিজু) তোমরা গ্রহণ করো না। বানাবে না, মেনে নেবে না। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে– 'হে মুমিনগণ! তোমরা কাফের লোকদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানাবে না/মুরুব্বী হিসেবে গ্রহণ করো না। আপন সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করো না।

اَوْلِيَاءَ (আওলিয়া) এটি 'ওয়ালী' শব্দের বহুবচন। অর্থ ঃ বন্ধু, শুভাকাঙ্খী, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক, সাথী, সঙ্গী, মুরুব্বী ইত্যাদি। اَنْ تَجْعَلُوْا তোমরা বানাবে, তৈরী করবে। এর মূল ধাতু (জায়ালা) বানানো, তৈরী করা, সৃষ্টি করা, মজবুত রাখা।

سُلْطَنًا مُّبِيْنًا সুস্পষ্ট দলিল/প্রকাশ্য প্রমাণ। আলোচ্য অংশের মূল কথা হচ্ছে ঃ কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে শাস্তি পাওয়ার উপযোগী হিসেবে পেশ করা।

فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তর, পর্যায়। এরূপ নিকৃষ্ট মানের নীচের স্তরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা জাহান্নামের একেবারে নিম্ন দেশে অবস্থান করবে, যার নিম্নে আর কোন স্তর নেই।

تَابُوْا তারা তাওবা করছে, ফিরে এসেছে, প্রত্যাবর্তন করেছে, অর্থাৎ যারা মুনাফেকী ছেড়ে সঠিকভাবে ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে।

وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ যারা মজবুতভাবে রয়েছে। দৃঢ় হয়ে থেকেছে। মজবুত করে ধরেছে, দৃঢ় পদ রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ভালোভাবে অনুস্মরণ করেছে। আল্লাহ্‌র পথে সুদৃঢ় রয়েছে। আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধানকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়েয় ধরে রয়েছে।



www.pathagar.com

وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ তারা তাদের দ্বীনকে অর্থাৎ তাদের সকল আমলকে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিয়োজিত করেছে। এখানে বুঝানো হচ্ছে যারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস বাহ্যিক আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা ও আমল আখলাক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সোপর্দ করে।

**মুনাফিকদের পরিচয় ঃ** মুনাফিক শব্দটি 'নিফাক' শব্দ হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো অতিক্রম করে যাওয়া, সুড়ঙ্গ পথ যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করার এবং অপরদিক দিয়ে বেরিয়ে আসার পথ রয়েছে।

**শরীয়তের পরিভাষায়–** এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম রাগেব (রাঃ) তাঁর মুফরাদাতে লিখেছেন–

اَلدُّخُوْلُ فِى الشَّرْعِ مِنْ بَابٍ وَالْخُرُوْجُ عَنْهُ مِنْ بَابٍ .

'ইসলামী শরীয়তের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পর অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা।'

কুরআন হাকীমের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ তায়ালা বিভিন্নভাবে মুনাফিকদের পরিচয় মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্ বলেন–

وَاِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَ خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ .

আর যখন তারা (মুনাফিকরা) ঈমানদার লোকদের সহিত মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' কিন্তু যখন তারা তাদের শয়তান সহচরদের সহিত নিরিবিলতে একত্রিত হয়, তখন বলে, আসলে আমরা তোমারদের সাথেই আছি। আর আমরা ওদের সাথে শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র। (বাকারা-১৪)

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَامَنُوْكُمْ وَيَامَنُوْا قَوْمَهُمْ .

ওরা (মুনাফিকরা) তোমাদের থেকেও নিরাপদে থাকতে চায়, আর নিজ সম্প্রদায়ের কাছেও নিরাপদে থাকতে চায়। (আন নিসা-৯১)

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ . (سورة التوبه – ٤٢)



www.pathagar.com

যদি আশু ফলপ্রদ ও লাভজনক হতো এবং দুরের সফর না হয়ে যদি সহজ হতো, তবে (এই তবুকের যুদ্ধে) এরা (মুনাফিকরা) অবশ্যই তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতো। কিন্তু (তবুকের) পথ তাদের নিকট খুব দূর ও কঠিন অনুভূত হওয়ায় ওরা চুপটি মেরে বসে রয়েছে। তোমরা তাবুক হতে প্রত্যাবর্তন করার পর যদি ওদের কাছে যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করো, তবে ওরা শপথ করে বলবে যে, আমাদের জন্য যদি অংশগ্রহণ করা সম্ভব হতো তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বেরিয়ে পড়তাম। (সূরা তাওবা-৪২)

এছাড়া নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

সূরা তাওবা- ৫০, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৮১, ১০৮ বাক্বারা- ৮, ১৩, ১৯, ২০, আলে ইমরান- ১১৯, ১২০, ১৬৬-১৬৮, ১৮৮, নিসা- ৭২, ৭৩, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, মুনাফিকুন- ২, ৪, ৭, ৮, হুজরাত- ১৪, ১৭, আল-ফাতহ- ১১, ১২, ১৫, ২৫।

**মুনাফিকের আলামত ঃ** মুনাফিকের আলামত বা নিদের্শন কি? এবং কোনর কোন আচরণের কারণে একজন লোক, মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হবে, এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর দু'টি হাদীস আমরা উপস্থান করতে পারি-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَةُ الْمُنَافِقِ ثَلثٌ وَزَادَ مُسْلِمٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقَا اذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُئْتُمِنَ خَانَ .

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি যথা ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে। ওয়াদা করে পরে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট (কোন জিনিস বা কথা) আমানত রাখা হলে, তাতে সে খেয়ানত করে বসে। (বুখারী-মুসলিম)

তবে মুসলিম শরীফের বর্ণনায় একটু বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে যে, যদিও সে সালাত আদায় করে এবং রোযা রাখে আর মনে করে যে, সে মুসলমান। (তারপরও উল্লেখিত গুণাবলী যার মধ্যে থাকবে সে মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে।)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ



www.pathagar.com

خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدعَهَا اِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ

وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . (متفق عليه)

'হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, চারটি বদ অভ্যাস যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, সে নির্ভেজাল বা খাঁটি মুনাফিক। আর যারমধ্যে উহার কোন একটি থাকবে, উহা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মোনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়।'

১) যখন তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়, উহাও সে খেয়ানত করে, ২) সে যখনই কোন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, ৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪) যখন কারো সহিত ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে। (বোখারী ও মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস দু'টির প্রতি গভীরভাবে তাকালে মুনাফিকের চিহ্ন আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলে এ হাদীসদ্বয়ের আলোকে নিজের জীবনকে মুনাফিকীর কবল থেকে মুক্ত করে ইসলামী জীব যাপনের ব্যবস্থা করতে পারে।

**মুনাফিকদের বাস্তব জীবন ঃ**

১. কর্মী বৈসাদৃশ্য, অর্থাৎ কথা এবং কাজে সমান নয়। যেমন একজন আল্লাহ্ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সবকিছুই অস্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করে। অথচ দেখা যায় সে লোকই আবার মামলা দায়ের করার জন্য খোদাদ্রোহী, পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদীদের ধ্বজাধারী উকিল, জর্জ ও ব্যারিষ্টারদের কাছে যায়। এখানে তার স্বীকৃতি ও বাস্তব জীবনের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ এ সমস্ত লোকের ব্যাপারে বলেছেন–

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ . (سورة الصف)

(হে মুমিনরা) তোমরা কেন এমন কথা বলো, বা কার্যত তোমরা করা না। (সূরা আসসাফ)

২. তারা আত্মকেন্দ্রীক ও সুযোগসন্ধানী হয়ে থাকে–

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ .

(سورة النساء – ١٤٠)



www.pathagar.com

'ঐ সমস্ত লোক যারা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিজয় লাভ করতে পারো, তখন ওরা বলেবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' (সূরা নিসা-১৪০)

৩. ভিতর ও বাইরের মধ্যে বৈসাদৃশ। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন–

يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ . (سورة الفتح — ١١)

'ওরা এমন কথা বলে, যা ওদের অন্তরে নাই।' (সূরা আলফাত্‌হ-১১)

৪. বিপদের সময়ে সঠিক আদর্শের ওপর অটল থাকাকে তারা নির্বুদ্ধিতা মনে করে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ .
(سورة البقرة — ١٣)

'এ সমস্ত লোককে যখন বলা হয় যে, মুমিনগণ যেরূপ দ্বীনের প্রতি ঈমান এনেছে তোমরাও সেরূপ ঈমান আনো, তখন তারা বলে যে, নির্বোধ লোকরা যেরূপ ঈমান এনেছে, আমরা কি তদ্রূপ ইমান আনবো? (সূরা বাকারা-১৩)

৫. এরা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিপদের সময় খুশি হয় এবং এর উন্নতিতে তেল-বেগুনে জ্বলে ওঠে ঃ

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْابِهَا .

'তোমরা যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ কর, তবে ওদের মন দুঃখে ক্ষোভে ও হিংসায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর তোমরা বিপদ-আপদে ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হলে ওরা খুশি হয়। (আলে ইমরান-১২০)

৬. আল্লাহ্‌র ফরমান ও রাসূলের হুকুমের বিরুদ্ধে গোপন পরামর্শ ও কানাঘুষা করে ঃ

ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُوْلِ
. (سورة المجادلة — ٨)

'অতঃপর যা তোমাদেরকে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই ওরা করে। আর গুনাহের কাজ, জুলুম-অত্যাচার ও রাসূলের নাফরমানীর বিষয়ে গোপনে শলাপরামর্শ ও কানাঘুষা করে। (আল-মুজাদালা-৮)



www.pathagar.com

৭. এর ঈমানদার এবং কাফের দল উভয়ের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য দু'দুলের সাথেই প্রতারণামূলক সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।

এদের আচরণ উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন–

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّامَنُوْكُمْ وَيَامَنُوْا قَوْمَهُمْ . (سورة النساء – ٩١)

'এ সমস্ত লোক তোমাদের থেকে এবং নিজ সম্প্রদায় থেকে নিরাপদ থাকতে চায়।' (সূরা নিসা-৯১)

৮. ইসলামের বিধানকে বিশেষতঃ জিহাদের বিধানকে এরা মানুষের জন্য অকল্যাণকর বলে মনে করে। আর তার পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া, সুবিধাবাদী বিধান ও কর্মপদ্ধতিকে শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা দানকারী মনে করে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ কুরআনের সূরা বাকারার ১১ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَتُفْسِدُوْا فِىْ الاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ .

'আর যখন তোমাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) বলা হয় যে, 'তোমরা পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না,' তখন তারা বলে আমরা তো সংশোধন ও মীমাংসার পথ অবলম্বন করছি মাত্র। (সূরা বাকারা-১১)

৯. ঝগড়া বিবাদ ও ফিৎনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا. (سورة النساء – ٩١)

'যখন কোন ফিৎনা ফাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখন এরা (মুনাফিকরা) তাতে লাফিয়ে পড়ে।' (সূরা নিসা-৯১)

মানুষের মনে ইসলামের প্রতি সংশয় সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ امِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ . (سورة ال عمران – ٧٢)

আহলে কিতাবদের একটি গ্রুপ বলে যে, মুমিনদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়, তার প্রতি সকাল বেলা ঈমান আনো আর সন্ধাবেলা তাকে অস্বীকার করো, তাহলেই হয়তো অ্যান্য লোক উহার থেকে ফিরে থাকবে।' (সূরা আলে ইমরান-৭২)



www.pathagar.com

এতক্ষণ মুনাফিকদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। এছাড়া বিস্তারিত জানতে হলে মাওলানা ছদরুদ্দিন ইসলাহী লিখিত 'নেফাকের হাকীকত' পড়ুন।

**মুনাফিকদের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ**

ইসলাম মোনাফিকদের ব্যাপারে যে বিধান জারী করেছে, তা দু'ধরনের ঃ

১. পরকালীন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করবেন?

২. পার্থিব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানগণ ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিকভাবে তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ প্রদর্শন করবে?

মুনাফিকদের শ্রেণী বিন্যাস ঃ ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই মুনাফিক গোষ্ঠী ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধনে তৎপর। মূলগতভাবে এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

১. প্রথম দলটি হচ্ছে– আক্বীদাহ, বিশ্বাস ও চিন্তাগত মুনাফিক, যারা চিরন্তনভাবেই ইসলামের ক্ষতি সাধনকারী হিসেবে চিহ্নিত।

২. দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে– আখলাক, বিশ্বাস ও চিন্তাগত মুনাফিক, যা মুনাফেকীর রোগে আক্রান্ত ছিলো বটে কিন্তু এরা প্রথম দলটির ন্যায় বিশ্বাসের ব্যাপারে কুটিল বা মুনাফেক ছিল না। এদের মুনাফেকীর কারণ হচ্ছে এরা ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল, যার ফলে তারা পার্থিব স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে না।

**পারলৌকিক বিধান ঃ**

১. প্রথম শ্রেণীর মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ঘোষণা–

وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ . (سورة التوبة – ٦٨)

'আল্লাহ্ তায়ালা মুনাফিক পুরুষ ও নারী আর কাফের সবার জন্যই এমন জাহান্নামের ওয়াদা করেছেন– যার মধ্যে এরা চিরস্থায়ী রূপে থাকবে। যা তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ ঐ সমস্ত লোকদের ওপর তার অভিসম্পাত নাযিল করেছেন। আর ওদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে চিরন্তন আজাব। (সূরা তাওবা-৬৮)



www.pathagar.com

মুনাফিকদের শাস্তি কাফেরদের চেয়েও অধিক হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফরমান হচ্ছে – اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِىْ الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে।' (সূরা নিসা-১৪৫)

২. দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা তেমন কোন চূড়ান্ত ফায়সালা পেশ করেননি। তবে তারাও যে মুনাফিক কারণে জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ঘোষণা পাওয়া যায়। যেমন যেসব দুর্বল ঈমানের লোকেরা হিজরত করতে পারেনি এবং বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে- فَاُوْلٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمْ 'ওদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।'

**পার্থিব বিধান ঃ**

১. আক্বীদা, বিশ্বাস ও চিন্তাগত মুনাফিকদের ব্যাপারে আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই যে, এরা হলো শয়তানের দল, আর মুমিনগণ হলেন আল্লাহ্‌র দল।

اُوْلٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ . (سورة المجادلة - ١٩)

'প্রকৃতপক্ষে এরা হলো শয়তানের দল।' (আল মুযা দালাহ্-১৯)

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَتُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ .

'হে নবী। আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। আর কাফের ও মুনাফিকদের কথা পরিহার করুন। (আল আহযাব–১)

**বিশেষ নোট ঃ** কুরআন মজিদের ২৮ পারায় 'সূরা মুনাফিকূন' এর পটভূমি, আলোচনা ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ও তাফসীরে তাফহীমুল কুরআনে সূরা মুনাফিকূন এর শানেনুযূল বা নাজিলের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর আনসার ও মুহাজীরদের ছোট্ট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসূল (সাঃ) এর হস্তক্ষেপে তার সমাধান হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত ঘটনাকে উস্যু করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর নেতৃত্বে মুনাফিক সমাবেশে রাসূল (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য আল্লাহ্ সূরায়ে মুনাফিকূন



www.pathagar.com

অবতীর্ণ করেন। উল্লেখ্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক সরদার ছিল এবং সকল অঘটন তার নেতৃত্বেই সংঘটিত হয়।

**শিক্ষণীয় বিষয় ঃ**

১. আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী, সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ছদ্মবেশে মুনাফিক লুকিয়ে ছিলো। অতএব বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনেও মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের চিহ্নিত করার মজবুত প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

২. উক্ত কাজ যথাযথ আনজাম দিতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চর্চায় থাকতে হবে।

ক) মুনাফিকের চিহ্ন বা আলামতগুলো জেনে নেয়া।

খ) মুনাফিকের কার্যাবলী, কুরআন হাদীসের আলোকে বুঝে নিতে হবে।

গ) ঈমানের অবস্থায় কিভাবে মুনাফেকী প্রবেশ করে তা-ও গভীর জ্ঞান দিয়ে জানতে হবে।

ঘ) মুনাফিকের ইহকালীন ও পরকালীন পরিণতি ও ভয়াবহ অবস্থা জানতে হবে।

ঙ) ইসলামী আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য হচ্ছে মুনাফেকী হতে বাঁচার উত্তম হাতিয়ার।

চ) সর্বোপরি আল্লাহ্‌র দরবারে সার্বক্ষণিক তাওফিক কামনা করতে হবে মুনাফেকী হতে বেঁচে থাকার জন্য।

৩. মুনাফিকের চরিত্র আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় তাই শাস্তিও দেবেন আল্লাহ্ অতীব নিকৃষ্টমানের।



www.pathagar.com

# মুসলমানদের পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক

(আল হুজ্‌রাত ঃ ১০-১২)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ – يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَاتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ – يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ .

১. নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই, অতএব তোমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংশোধন সুদৃঢ় করে নাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা এক সম্প্রদায় (পুরুষ) অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ বা ঠাট্টা করো না। হতে পারে তারা অন্য সম্প্রদায় থেকে তুলনামূলক ভালো এবং মহিলারাও এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে ঠাট্টা করবে না। কারণ তারা অন্যদের চাইতে ভাল হতে পারে। এবং একে অন্যকে গালাগাল দিও না এবং একজন অপরজনকে খারাপ উপনামে ডেকো না। ফাসেকী নাম অত্যন্ত মন্দ ঈমান গ্রহণ করার পর (এ সকল অন্যায়ের পর) যে ব্যক্তি তাওবা করবে না ঐ সকল লোকেরাই যালেম বা অত্যাচারী।

৩. হে ঈমানদারগণ তোমরা বেঁচে থাকো বেশী বেশী খারাপ ধারণা পোষণ করা হতে, নিশ্চয়ই কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অন্যের দোষ খোঁজ করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত



www.pathagar.com

ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তা পছন্দ করো না, অতএব আল্লাহ্কে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী অত্যন্ত দয়ালু।

**নামকরণ ঃ** এ সূরায় চতুর্থ আয়াতে- انَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ এর اَلْحُجُرَاتِ শব্দ দ্বারাই গোটা সূরার নামকরণ করা হয়েছে। اَلْحُجُرَاتِ (হুজরাত) অর্থ ঘরের চার দেয়াল।'

**শানেনুযূল ঃ** এটা মাদানী জীবনে অবতীর্ণ সূরা। নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য সূরাটি নাযিল হয়েছে।

ক) একদা বনু তামীম গোত্রের প্রতিনিধি এসে রাসূল (সাঃ) এর হুজরার নিকট থেকে তাঁকে ডাকাডাকি করতে শুরু করে। এ ধরনের কর্মকান্ডের জবাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে তা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

খ) মুসলমানদের দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ, বিবাদ বাধলে কোন্ পন্থায় সমাধান করা যায়।

গ) যে কোন খবর শুনামাত্র বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়।

ঘ) পারস্পরিক ও সামাজিক বিপর্যয় ও ভাঙ্গন সৃষ্টি রোধ করা।

ঙ) জাতীয় ও গোত্রীয় অহমিকা বর্জন করে একসূত্রে আবদ্ধ থাকা (সূত্রটা হলো ইসলাম)

**আলোচ্য বিষয় ঃ** উল্লেখিত আয়াত কটিতে দু'টো বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ১) পারস্পরিক এবং জাতীয় ও গোত্রীয় অহমিকা বর্জন। ২) সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি রোধ।

**ব্যাখ্যা ঃ** اخْوَةٌ ইহা اَخٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ ঃ ভাই, পরস্পর ভাই। সাধারণতঃ এক মায়ের সন্তান হিসেবে রক্ত সম্পর্কীয় ভাইকে 'আখুন' বলে এবং এ সহোদর ভাইয়ের জন্য মানুষ নিজের সবকিছু কুরবানী করতে পারে। মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা 'ইখওয়াতুন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ মুমিনদের সম্পর্কের বিষয়টিকে 'ওয়ালী' 'ছাদিক' 'আজিজ' 'খলীল' ইত্যাদি শব্দ দ্বারাও বলা যেতো কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা সেগুলো এক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি এবং তিনি মুমিনদের সম্পর্কের ব্যাপারটাকে اخْوَةٌ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। কারণ মুমিনদের সম্পর্কের এর চাইতে সুন্দর ও ভালো নাম আর



www.pathagar.com

হতে পারে না। তাই মুমিনের মনের সম্পর্ক اخُوَّةٌ হিসেবে স্থাপিত হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। মুসলিম মিল্লাতের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের একমাত্র বন্ধন হলো 'ওখুওয়াত' বা ভ্রাতৃত্ব। এর চেয়ে মজবুত বন্ধন আর হতে পারে না। আল্লাহ্ যেহেতু মুমিনের সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই ঈমানের কারণে যে সম্পর্ক স্থাপিত হবে তা রক্ত সম্পর্কের চেয়েও অধিক মজবুত ও দৃঢ় হবে। মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা গুরুত্বের সাথে রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

لاَتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا.

অর্থ ঃ তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অপরকে ভালবাসবে (আল্লাহ্র সন্তুষ্ট লাভের জন্য)

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه.

অর্থ ঃ মুমিনতো সে ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা হতে অপরাপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে (শান্তিতে থাকে)।

ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য রেখে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُوْلٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ . (سورة انفال– ٧٢)

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, খোদার পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং ধন-সম্পদ খরচ করেছে, আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দান করেছে এবং তাদেরকে সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত পক্ষে একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। (সূরা আনফাল-৭২)

এর পূর্বের আয়াতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমনা দু'দলে যখন পারস্পরিক যুদ্ধ বা সংঘাতে লিপ্ত হবে তখন কিভাবে তার সমাধান দিতে হবে। এখানে তাদের اخوة সম্পর্কের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়য়তা, তাৎপর্য ও সুফল সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে।

**ভ্রাতৃত্বের সুফল ঃ** রাসূলে আকরাম (সাঃ) এই ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ও ফলাফলের দিক বিচার করে এর সুন্দর নাম রেখেছেন اَلْحُبُّ فِىْ اللهِ ভালোভাসা নিজেই এক বিরাট চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুর পরিভাষা, তার সাথে আল্লাহ্র পথে ও আল্লাহ্র



www.pathagar.com

জন্য উল্লেখ করে সকল প্রকার অপবিত্রতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক জান্নাতি পরিভাষার রূপ লাভ করেছে।

এই ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক পূর্ণতা লাভের অন্যতম এক অপরিহার্য শর্ত, যা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) উল্লেখ করেছেন–

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ.

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য ভাল বাসলো, আল্লাহ্‌র জন্য কারো সাথে শত্রুতা করলো, আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে দিল আর আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে দেয়া হতে বিরত থাকল সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।' (বুখারী ও মুসলিম)

পরকালে কারো কোন সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আল্লাহ্‌র দরবারে কোন কাজে আসবে না, শুধু মুত্তাকীদের সম্পর্কই স্থায়ী থাকবে। রাসূল (সাঃ) এ ধরনের সম্পর্কের বিশেষ পুরস্কার রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِىَّ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلِّىْ .

আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন যারা আমার জন্য পরস্পরকে ভালোবাসতো (ভ্রাতৃত্ব) আজ তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে নিজ ছায়াতলে আশ্রয় দেবো। আজ আমার ছায়া ব্যতীত কারো ছায়া নেই। (মুসলিম)

لَايَسْخَرْقَوْمٌ এর পূর্বে দু'আয়াতে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সংঘর্ষ বন্ধ করে তাকওয়ার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। আর এ সম্পর্ক মুসলিম মিল্লাতের আন্তর্জাতিক ভিত্তিকে মুজবুত ও সুদৃঢ় করবে। এখান থেকে পরবর্তী দু'আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক এ মজবুত সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব কিভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায়, কোন কোন দুর্বলতা সেই সম্পর্ক বিনষ্ট করে, কিভাবে সে সকল দুর্বলতা হতে বাঁচা যাবে ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ও চিরন্তন নীতিমালাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এটাই সারা বিশ্বে যুক্তিযুক্ত ও একমাত্র পারস্পরিক ও সামাজিক নীতিমালা হিসেবে স্বীকৃত। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে শুধু কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের টীকা (হুজরাত) ইঃ আঃ কর্মীঃ পারস্পরিক সম্পর্ক, ইঃ আঃ সাফল্যের শর্তাবলী, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন বই থেকে সহযোগিতা নিহে হবে।



www.pathagar.com

لَايَسْخَرْ বিদ্রূপ করবে না, ঠাট্টা করবে না, উপহাস করবে না, বিদ্রূপ বা উপহাস সরাসরি হোক বা কোন মাধ্যমে হোক বা ইশারা ইংগীতে হোক অথবা অন্য কাউকে দিয়ে হোক, এক কথায় কোন উপায়ে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করতে পারবে না। পুরুষ সম্প্রদায় হোক কিংবা নারী সম্প্রদায় হোক এ ক্ষেত্রে একে অন্যকে তুচ্ছ মনে করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সূরে নিজের প্রাধান্য বা ব্যক্তিত্ব বিচারের জন্য চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

مَا أُحِبُّ أَنِّيْ حُكَيْتُ أَحَدٌ أَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا.

অর্থ ঃ কাউকে বিদ্রূপ করা আমি পছন্দ করি না তার বিনিময়ে আমাকে অমুক অমুক জিনিস দেয়া হোক না কেন। (তিরমিজি)

بِحَسْبِ امْرِ أٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ .

অর্থ ঃ কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। (মুসলিম শরীফ)

وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ মানুষের জন্য ধ্বংসকারী জিনিস হচ্ছে নিজেকে নিজে শ্রেষ্ঠতম মনে করা। এটা নিকৃষ্টি অভ্যাস। (বায়হাকী)

এক কথায় কোন পুরুষ সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে আর না কোন মহিলা সম্প্রদায়কে এরূপ করবে, কেননা এরা অন্যদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা ভালো হতে পারে।

لَاتَلْمِزُوْا ঠাট্টা বিদ্রূপ করো না, দোষারোপ করবে না, ভৎসনা বা গালাগাল করবে না, লজ্জা দিবে না, শরমিন্দা করো না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْلَلَهُ .

যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন গুনাহের জন্য লজ্জা দিলো, তার দ্বারা সে গুনাহ না হওয়া পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না। যদি দুনিয়ায় কেউ অপর ভাইয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়, পরকালে আল্লাহ্ তার দোষ প্রকাশ করে দেবেন। ইহা সম্পর্ক দূর্বল করার এক মৌলিক দোষ। (ইস্যু)

وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ খারাপ নামে ডেকোনা, উপনামে ডেকোনা, বিকৃত নামে ডেকোনা। অপমানকর নাম, বংশ অথবা কোন অপকর্মকে সামনে রেখে ব্যক্তিকে লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে ডাকা, অস্বাভাবিক নাম যে নামে লজ্জা পাবে এমন নাম



www.pathagar.com

ইত্যাদি সকল প্রকার নাম-এর আওতায় পড়ে। ঈমানদারদের জন্য এ ধরণের উপনাম বা বিকৃত নাম নেয়া কোন অবস্থাতেই উচিত নয়, বরং কাউকে সুন্দর ও ভালো নামে ডাকলে সম্পর্ক মজবুত হয় ও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

اَلظَّنُّ ধারণা করা, ধারণা পোষণ করা, মনে করা, বাস্তব বিষয়ের ধারণা, অবাস্তব বিষয়ের ধারণা, সুধারণা, কুধারণা, সত্য ধারণা, মিথ্যা ধারণা, আন্দাজ করা, অনুমান করা। এখানে মূল কথা হলো ধারণা বা অনুমান করা নিষিদ্ধ নয় বরং কুধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ। নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে অযথা ধারণা বা কুধারণা যেমন অপরাধ তদ্রূপ নিজকে অন্যের নিকট সন্দেহজনক করে রাখা তাও ঠিক নয়। আলোচিত অংশে ঈমানদারকে অতিরিক্ত বা বেশী বেশী ধারণা পোষণ থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে এবং উহা মারাত্মক অপরাধ। রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ .

তোমরা অযথা আন্দাজ অনুমান থেকে বেঁচে থেকো, কেননা অনুমান হচ্ছে নিকৃষ্টতম মিথ্যা কথা। (বোখারী মুসলিম)

এককথায় অত্যন্ত যাচাই-বাছাই করে সতর্কতার সাথে ধারণা বা অনুমান করতে হবে। নতুবা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কুরআন-হাদীসের আলোকে ধারণার সীমানা ঠিক করে কাজ করতে হবে। কুরআন-হাদীসের আলোকে ধারণা ঠিক হওয়া উচিত। অবস্থা, ঘটনা ও পরিস্থিতির আলোকে ধারণার সীমানা ঠিক করে কাজ করতে হবে।

وَلَاتَجَسَّسُوْا খোঁজাখুঁজি করিবে না, গোয়েন্দাগিরি করিবে না, গোপন তথ্য খোঁজ করিবে না, দোষত্রুটি তালাশ করিবে না, দোষ বের করার জন্য ওঁৎ পেতে থেকো না, কারও আচার-আচরণের দুর্বলতা বের করার জন্য সচেষ্ট হয়ে খোঁজ করা। অর্থাৎ যে কোন উদ্দেশ্যে হোক না কেন, ছিদ্রান্বেষণ করাও গোয়েন্দাগিরির মতো চরিত্র এবং এ ধরনের কাজ অত্যন্দ ঘৃণীত ও মারাত্মক অপরাধ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন– আমাদেরকে গোয়েন্দাগিরি করতে ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে কোন কথা প্রকাশ হয়ে গেলে আমরা পাকড়াও করবো। রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন–

وَلَاتَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ يَّتَّبِعُ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَّتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحله .



www.pathagar.com

অর্থ ঃ গোপন বিষয় খোঁজ করতে লেগে যেও না, কারণ যে ব্যক্তি তাঁর মুসলিম ভাই এর গোপন দোষ খুঁজতে থাকে আল্লাহ্ তার গোপন দোষ ফাঁস করাতে লেগে যাবেন, আর আল্লাহ্ যার দোষ প্রকাশ করতে লেগে যান তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন, সে তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও। (তিরমিজী)

وَلاَيَغْتَبْ গীবত করিবে না, পেছনে কথা বলো না, অনুপুস্থিতিতে ঘটনার বর্ণনা দিবে না, পরনিন্দা করিবে না। গীবত সম্পর্কে আমাদের সমাজে ভুল ধারণার প্রচলন রয়েছে। এখানে হাদীসে রাসূল (সাঃ) সরাসরি গীবতের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কে গীবত কি তা জিজ্ঞেস করলেন, গীবত কি তা কি তোমরা জানো? সাহাবাগণ বললেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সাঃ) তখন বললেন–

ذَكْرُكَ اَخَاكَ بِمَايَكْرَهُ فَقِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا نَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ .

অর্থ ঃ তোমার ভাই এর পছন্দনীয় নয়, এমন কথা তুমি বলে বেড়াবে। পরে জিজ্ঞাসা করা হলো আমার ভাইয়ের মধ্যে যদি সে দোষ বা দুর্বলতা থাকে রাসূল (সাঃ) বললেন, তার মধ্যে সে দোষ যদি পাওয়া যায় তবেইতে তুমি তার গীবত করলে। আর তার মধ্যে সে দোষ যদি না তাকে তাহলে তো তুমি তার উপর অপবাদ বা মিথ্যা দোষারোপ বা বুহতান চাপালে। (মুসলিম, তিরমিজী, আবুদাউদ)

রাসূল (সাঃ) এর বর্ণনানুযায়ী বুঝা যাচ্ছে, গীবত তো আমাদের মাঝে নিয়মিত হচেছই বরং বুহতান বা মিথ্যা অপবাদও কম চালু নেই, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে গীবতের চেয়েও মারাত্মক অবপরাধ। আমাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা দায়িত্বশীল পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যেও গীবতের ন্যায় দুর্বল আচরণ হতে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। অথচ কুরআনে পাকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলা হচ্ছে, 'তোমাদের কেউ কি তোমার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?' এমনিভাবে যে বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এত কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, সে বিষয়টি ইসলামী আন্দোলনের ন্যায় দ্বীনি পরিবেশ ও জান্নাতি পরিবেশে এসেও স্থান নিয়েছে। এ দুর্বলতার কারণে ইসলামী আন্দোলনে রূহানী কোন পরিবেশ থাকবে না বরং যতদিন পর্যন্ত এর সংশোধন না হবে, ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।



www.pathagar.com

আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে, হাদীস বিশারদ ও ফিকহবিদগণ এ নিয়ম গ্রহণ করেছেন যে, গীবত শুধু তখনি যায়েজ হবে যখন শরয়ী দৃষ্টিতে ইহার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে মতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো গ্রহণযোগ্য–

ক) যালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের অভিযোগ,

খ) সংশোধনের ক্ষমাত রাখে এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সমালোচনা করা।

গ) কোন মুফতির নিকট ফতোয়ার উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঘটনা বলা,

ঘ) দুষ্কর্ম সম্পর্কে এলাকার জনগণকে সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে যাতে তারা নিরাপদ থাকে।

ঙ) প্রকাশ্যভাবে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী সমালোচনা করা।

চ) কোন কোন লোকের পরিচিতির জন্য তার উপনাম বা বিকৃত নামে আলোচনা করা, যাতে তাকে সকলে চিনতে সমস্যা না হয়।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ বিগত আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক ও সামাজিক বিপর্যয় বা ধ্বংস হতে বাঁচার জন্য নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বর্তমান আয়াতে মুসলিম মিল্লাতের সামগ্রিক সম্পর্ক নষ্ট ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বাঁধার মূল কারণ ও তার সমাধানের ইতিবাচক দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী হতে وَجَعَلْنَاكُمْ পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন শাখা ও জাতিতে পরিণত করেছি যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাবান বা সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করে ও মেনে চলে।

দুনিয়ার মানুষের রাষ্ট্রীয় সমস্যা বেঁধে থাকে বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার ব্যতিক্রম ও তাদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। বিশেষভাবে ইসলামের আগমণের পূর্বে তৎকালীন বিশ্ব, বিশেষভাবে আরব দেশ এ ধরনের যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত ছিলো যা সূরা আলে ইমরানেই اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা অধঃপতনের অতল তলে ডুবে যাচ্ছিল। সে করুণ দৃষ্টান্তই বর্তমান আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে অনেক জাতিকে আল্লাহ্ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন আর অনেককে করেছেন ধ্বংস। ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষী। বিশেভাবে নাৎসী জার্মানের বংশ, দর্শন ও আর্যবংশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কীয়



www.pathagar.com

ধারণা বিগত বিশ্বযুদ্ধে যা ঘটেছে, তা আমাদের জন্য এ আয়াতের শিক্ষা গ্রহণ করতে যথেষ্ট।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা মৌলিক কতটি বিষয়কে উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন ঃ

১. পিতা আদম (আঃ) ও মাতা হাওয়া হতে সকল মানুষের অস্তিত্ব। এতে সকল মানুষের মূল উৎস এক ও অভিন্ন। কবির ভাষায়–

اَلنَّاسُ مِنْ جِهَةِ التِّمْثَالِ اَكْفَاءُ – اَبُوْهُمْ اٰدَمُ وَالْاُمُّ حَوَّاءُ.

২. মানুষের জন্মসূত্র এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশে বিভক্ত হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ সারা বিশ্বের সকল মানুষ এক বংশে এক বর্ণে ও এক গোত্রে বসবাস করা ও এক সাথে থাকা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। মানুষ যে হারে বৃদ্ধি পেয়ে এ পর্যন্ত এসেছে তাতে তাদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষা ইত্যাদি একতো হতেই পারে না। তাই বলে মানুষ মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কার্যাবলী চালাতে থাকবে তা কোন অবস্থাতেই যুক্তিযুক্ত নয় বরং এ হচ্ছে শয়তানী ও বর্বরতামূলক কাজ।

৩. মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই মানুষের মধ্যে সকল প্রকার অশান্তি ও অপকর্ম চলে। তাই আল্লাহ্ এখানে তাকওয়া, আনুগত্য, খোদা প্রেম, খোদা ভীতি ও তাঁর নৈকট্য লাভ ইত্যাদি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন অতএব বর্ণ, গোত্র, বংশ ও অঞ্চল শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়।

**শিক্ষা ঃ** আলোচ্য দারসের শিক্ষাগুলো নীচে দেয়া হলো ঃ

১. মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে ভাই ভাই। এ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কই মুসলিম মিল্লাতকে এক জাতিতে আবদ্ধ করে রেখেছে।

২. মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হলে বা কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা দিলে সাথে সাথেই আল্লাহ্‌র ভয়ের মাধ্যমে, তা সংশোধন করে নিতে হবে।

৩. বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতিয়তাবাদ মুমিনের আত্মমর্যাদা বা গর্ব করার কোন বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত ব্যক্তি তারা যারা আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করে।



www.pathagar.com

৪. মুসলমানদের পারস্পরিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মজবুতকরণ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও ফিতনা হতে বেঁচে থাকতে হলে কয়েকটি দোষ বা দুর্বলতা বর্জন করতে হবে এবং কয়েকটি গুণ অর্জন করতে হবে।

ক) **বর্জনীয় ঃ** হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস, কটুকথা, গালাগাল, গীবত চোগলখুরী, মিথ্যারোপ, অপবাদ, ভুল ধারণা পোষণ, ছিদ্রান্বেষণ, উপনামে ডাকা, হিংসা ইত্যাদি।

খ) **অর্জন করতে হবে ঃ** দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ, মান-সম্মানের নিরাপত্তা বিধান, রুগ্ন ভাই এর পরিচর্যা, সালাম বিনিময়, সুন্দর নামে ডাকা, হাদিয়া দেয়া, একত্রে বসে খাওয়া ইত্যাদি।

**বাস্তবায়ন ঃ** মুসলিম মিল্লাতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হচ্ছে ভ্রাতৃত্বে। কোন জাতি ইতিপূর্বে এ ধরনের মজবুত সম্পর্কের কোন আদর্শ বা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি এই সম্পর্ক অটুট রাখতে হলে আমাদের প্রয়োজন ক) ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান, খ) ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, গ) আত্মপরিচয়, ঘ) তাকওয়ার গুণ, ঙ) খোদাভীতি বা খোদাপ্রেম, চ) মুমিনের আন্তর্জাতিক মান, ছ) সম্পর্ক সংশোধন পদ্ধতি, জ) ইহতেছাব বা পরস্পর পর্যালোচনা।

বংশ, গোত্র, বর্ণ ও ভাষা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বর্তমান বিশ্বে সকল প্রকার কলহ, ফিতনা, যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে। এ ক্ষেত্রেও তাকওয়া বা খোদাভীতি, ইসলামের অনুশাসন যথাযথ মেনে চলার অভ্যাস, সমস্যা সমাধানের ইসলামী নীতি অনুসরণ ইত্যাদির মাধমে উল্লেখিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এক কথায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর সুফল পেতে হলে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে জামায়াতবদ্ধ জীবনযাপন ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

সমাপ্ত



www.pathagar.com

প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ ওয়্যারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.pathagar.com